নগর সংস্করণ

বুধবার

২ অক্টোবর ২০২৪

১৭ আশ্বিন ১৪৩১, ২৮ রবিউল আউয়াল ১৪৪৬

প্র অধুনাসহ মোট ১৬ পৃষ্ঠা। দাম ৳১২

ইমনের 'রাহাত' হয়ে ওঠা » বিনোদন ১৪

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ঢাকার বাইরেও কমিটি করবে » খবর ৩

বাজারে আলু-পেঁয়াজের দাম কতটা কমেছে » অর্থ-বাণিজ্য ১০

পশ্চিমবঙ্গে চিকিৎসকদের ধর্মঘট আবার শুরু » আন্তর্জাতিক ১১

www.prothomalo.com

বর্ষ ২৬, সংখ্যা ৩২১

গচ্ছিত ৭,৩৯৮ ভরি সোনা বেচে দেন আ.লীগ নেতা

সমবায় ব্যাংক

সাবেক চেয়ারম্যান আওয়ামী লীগ নেতা মহিউদ্দিন গ্রাহকদের এই সোনা বিক্রি করেছেন, যার বর্তমান বাজারমূল্য ১০০ কোটি টাকা।

আরিফুর রহমান, *ঢাকা*

মহিউদ্দিন আহমেদ

- সোনা বিক্রি করার ঘটনায় মন্ত্রণালয়ের তদন্ত থামিয়ে দেন মহিউদ্দিন আহমেদ।
- দুদকের মামলায় এজাহারে ১ নম্বর আসামি ছিলেন তিনি। অভিযোগপত্রে প্রভাব খাটিয়ে নাম বাদ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।
- নিজের ৬৩ জন স্বজন ও আত্মীয়কে নিয়োগ দিয়েছেন ব্যাংকটিতে।

সমবায় ব্যাংকে সোনা জমা বা বন্ধক রেখে ঋণ নিয়েছিলেন সাধারণ গ্রাহকেরা। গ্রাহকদের সেই সম্পদ ভুয়া মালিক সাজিয়ে বিক্রি করে দিয়েছেন ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান। তাঁর নাম মহিউদ্দিন আহমেদ, যিনি যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। এখন ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের (দক্ষিণ) যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক।

নথিপত্র বলছে, সমবায় ব্যাংকের চেয়ারম্যান থাকার সময় ২০২০ সালে মহিউদ্দিন আহমেদ মোট ৭ হাজার ৩৯৮ ভরি সোনা বিক্রি করে দেন, যার বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় ১০০ কোটি টাকা। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ব্যাংকটির ২ হাজার ৩১৬ জন গ্রাহক।

সোনা বিক্রি করে দেওয়ার ঘটনা তদন্ত শুরু করেছিল পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, যাদের অধীনে সমবায় ব্যাংক পরিচালিত হয়। সমবায় ব্যাংকের কর্মকর্তারা বলছেন, সেই তদন্ত প্রভাব খাটিয়ে থামিয়ে দেন মহিউদ্দিন আহমেদ। ২০২১ সালে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) সোনা বিক্রি করে দেওয়ার ঘটনায় মামলা করে। মামলার এজাহারে ৯ আসামির মধ্যে মহিউদ্দিনের নাম ছিল ১ নম্বরে। তবে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে অভিযোগপত্র থেকে নিজের নামটিও বাদ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন তিনি।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর মহিউদ্দিন আহমেদ আত্মগোপনে চলে গেছেন।

সমবায় ব্যাংকে গচ্ছিত সোনা বিক্রি করে দেওয়ার বিষয়টি আবার সামনে এসেছে অন্তর্বর্তী সরকারের স্থানীয় সরকার ও সমবায় উপদেষ্টা হাসান আরিফের একটি বক্তব্যকে কেন্দ্র করে। গত রোববার কুমিল্লার কোটবাড়ীতে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমির (বার্ড) এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'সমবায় ব্যাংকের অবস্থা দেখতে গিয়ে জানলাম, ১২ হাজার ভরি (দুদকের মামলায় ৭ হাজার ৩৯৮ ভরি) সোনার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। এরই মধ্যে বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করে কমিটি গঠন করা হয়েছে। যাঁরাই এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তাঁদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

স্থানীয় সরকার উপদেষ্টার মন্তব্যের পর নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে সমবায় ব্যাংকে সোনা বন্ধক

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

কারসাজিতে জড়িত ৯ ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠান

বেক্সিমকোর শেয়ার কারসাজি, জরিমানা ৪২৮ কোটি টাকা

শেয়ারবাজারে রেকর্ড জরিমানা

বেক্সিমকো গ্রুপ নামে-বেনামে বিও হিসাব খুলে এই কারসাজির ঘটনা ঘটিয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা ধারণা করছেন।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বেক্সিমকোর শেয়ার কারসাজি করে ৪৭৭ কোটি টাকা মুনাফা করেছে চার ব্যক্তি ও পাঁচ প্রতিষ্ঠান। কারসাজির মাধ্যমে দাম বাড়িয়ে এরপর শেয়ার বিক্রি করে মুনাফা তুলে নিয়েছে তারা। এর বাইরে একই শেয়ারে এসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অনাদায়ি মুনাফার (আনরিয়ালাইজড গেইন) পরিমাণ ছিল ১ হাজার ৫১২ কোটি টাকা। ২০২১ ও ২০২২ সালে এই কারসাজির ঘটনা ঘটে।

কারসাজির মাধ্যমে ৪৭৭ কোটি টাকা মুনাফা তুলে নেওয়া চার ব্যক্তি ও পাঁচ প্রতিষ্ঠানকে ৪২৮ কোটি টাকার বেশি জরিমানা করেছে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। শেয়ারবাজারে কোনো একক কোম্পানির কারসাজির ঘটনায় এটিই এখন পর্যন্ত রেকর্ড জরিমানা।

গতকাল মঙ্গলবার বিএসইসির কমিশন সভায় এই জরিমানার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভা শেষে বিএসইসির সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়। জরিমানা করা হয়েছে মারজানা রহমান, মুশফিকুর রহমান, মমতাজুর রহমান ও আবদুর রউফকে। আর পাঁচ প্রতিষ্ঠান হলো ট্রেডনেক্সট ইন্টারন্যাশনাল, জুপিটার বিজনেস লিমিটেড, অ্যাপোলো ট্রেডিং, এআরটি ইন্টারন্যাশনাল ও ক্রিসেন্ট লিমিটেড।

মুশফিকুর রহমানকে সর্বোচ্চ ১২৫ কোটি টাকা, ক্রিসেন্ট লিমিটেডকে ৭৩ কোটি টাকা, এআরটি ইন্টারন্যাশনালকে ৭০ কোটি টাকা, মমতাজুর রহমানকে ৫৮ কোটি টাকা, আবদুর রউফকে ৩১ কোটি টাকা, মারজানা রহমানকে ৩০ কোটি টাকা, জুপিটার বিজনেসকে সাড়ে ২২ কোটি টাকা, অ্যাপোলো ট্রেডিংকে ১৫ কোটি ও ট্রেডনেক্সট ইন্টারন্যাশনালকে ৪ কোটি টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

লেবাননে ইসরায়েলের স্থল অভিযান

ইসরায়েলে একযোগে ১৮০ ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ল ইরান

এএফপি, *জেরুজালেম*

ইসরায়েলি ভূখণ্ড লক্ষ্য করে ১৮০টির মতো ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে ইরান। গতকাল মঙ্গলবার ইরান এ হামলা চালায়। এ হামলায় তাৎক্ষণিকভাবে হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি। তবে দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে ইসরায়েল সরকার। হামলার সময় লোকজনকে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। বন্ধ করে দেওয়া হয় দেশটির আকাশসীমা। বাংকারে আশ্রয় নেন ইসরায়েলের মন্ত্রিসভার সদস্যরা।

লেবাননে ইসরায়েলি বাহিনীর হামলার মধ্যে ইরান ইসরায়েলে এ হামলা চালাল। গত সোমবার লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে স্থল অভিযান শুরু করে

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

» ক্ষমতায় মত্ত ইসরায়েল অনন্ত যুদ্ধের দরজা খুলে দিয়েছে পৃষ্ঠা ৮

এই অভ্যুত্থান নিজেই একটা বড় মীমাংসা

বিশেষ সাক্ষাৎকার পর্ব ১

মাহফুজ আলম

মাহফুজ আলম

মাহফুজ আলম ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান-পরবর্তী অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী। অভ্যুত্থানের পরে ছাত্র, নাগরিক ও অন্তর্বর্তী সরকারের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার জন্য গঠিত লিয়াজোঁ কমিটির তিনি ছিলেন সমন্বয়ক। আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনশাস্ত্রের এই স্নাতক ছিলেন রাজনৈতিক-বুদ্ধিবৃত্তিক সহযোগীর দায়িত্বে। 'গুরুবার আড্ডা' নামে এক পাঠচক্রের তিনি সংগঠক এবং *পূর্বপক্ষ*, *রণপা* ও *সিনেযোগ* পত্রিকার সম্পাদক। ছাত্রদের আন্দোলন এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক রূপান্তরে তাদের ভাবনা নিয়ে তাঁর সাক্ষাৎকার নিয়েছেন *প্রথম আলোর* নির্বাহী সম্পাদক **সাজ্জাদ শরিফ**।

প্রথম আলো: আন্দোলন দিয়েই শুরু করি। ছাত্ররা যে এত বড় একটা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিল, তাদের মোর্চা দানা বাঁধল কী করে?

মাহফুজ আলম: ২০১৮ সালের নির্বাচনের আগে বেশ বড় দুটি আন্দোলন হয়েছিল—নিরাপদ সড়ক আর কোটা সংস্কার নিয়ে। আন্দোলন দুটিতে দেখা গেল, রাজনৈতিক শূন্যতা পূরণ করতে ছাত্র-তরুণদের একটা অংশ রাস্তায় নেমে পড়েছে। ২০১৮ সালের নির্বাচনে বিএনপিসহ দেশের জনগণ আগেরবারের মতো আবারও প্রতারিত হলো। পরের দু-তিন বছর নানা সংকটের কারণে ছাত্র-তরুণেরা আর উঠে দাঁড়াতে পারেনি। প্রধানতম সংকট ছিল রাজনৈতিক অভিমুখের অভাব। ছাত্র-তরুণেরা রাজনীতিতে বড় কয়েকটি দাগে বিভাজিত ছিল। আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী আর বামপন্থী রাজনীতির ক্ষীণ ধারার বাইরে তারা কিছু কল্পনা করতে পারছিল না।

আমাদের কাছে স্পষ্ট ছিল যে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ ও বিপক্ষ শক্তির যে বয়ান আওয়ামী লীগ তৈরি করেছে, সেটি টিকিয়ে রেখে আওয়ামী লীগকে কখনোই পরাজিত করা যাবে না। মুক্তিযুদ্ধের পরে আওয়ামী লীগের কারণে জাতীয়ভাবে রিকনসিলিয়েশন (পুনর্মিলন) না হতে পারা একটা বড় ব্যর্থতা। আমরা দেখতে পেলাম, ভাবাদর্শ আর

এরপর পৃষ্ঠা ৫

সেপ্টেম্বরে প্রবাসী আয় বেড়েছে ৮০%

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর দেশে প্রবাসী আয়ের প্রবাহে ইতিবাচক ধারা অব্যাহত রয়েছে। সদ্য সমাপ্ত সেপ্টেম্বর মাসে রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় আবার ২০০ কোটি মার্কিন ডলার ছাড়িয়েছে। এই মাসে মোট প্রবাসী আয় এসেছে ২৪০ কোটি ডলার, যা গত বছরের সেপ্টেম্বরে ছিল ১৩৩ কোটি ডলার। ফলে গত বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রবাসী আয় বেড়েছে ৮০ শতাংশ। বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুসারে, গত আগস্টে দেশে প্রবাসী আয় এসেছিল ২২২ কোটি ডলার। চলতি বছরে সবচেয়ে বেশি প্রবাসী আয় আসে জুন মাসে, যার পরিমাণ ছিল ২৫৪ কোটি ডলার। একক মাস হিসাবে গত তিন বছরের মধ্যে এটি ছিল দেশে আসা সর্বোচ্চ প্রবাসী আয়। এর আগে ২০২০ সালের জুলাইয়ে এসেছিল ২৫৯ কোটি ডলার। চলতি বছরে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ প্রবাসী আয় এল গত মাসে।

২০২২ সালে প্রতিবেশী ইউক্রেনে রাশিয়া সামরিক অভিযান শুরু করলে বিশ্ববাজারে জ্বালানি ও খাদ্যপণ্যের দাম বেড়ে যায়। এতে আমদানি খরচ হঠাৎ বেড়ে গিয়ে ডলার-সংকটে পড়ে বাংলাদেশ। বেড়ে যায় ডলারের দাম। তখন থেকে বৈধ পথে প্রবাসী আয় দেশে আনার মাধ্যমে ডলারের প্রবাহ

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

ধর্ষণের অভিযোগে এক শিক্ষককে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এ পরিস্থিতিতে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। গতকাল বিকেলে খাগড়াছড়ি শহরের শাপলা চত্বরে। ছবি: সংগৃহীত

ধর্ষণের অভিযোগে শিক্ষককে পিটিয়ে হত্যা, ১৪৪ ধারা

খাগড়াছড়ি

এর আগে আরেক ছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে কারাগারে ছিলেন এই শিক্ষক।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *চট্টগ্রাম*

খাগড়াছড়িতে ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে এক শিক্ষককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনার জের ধরে পাহাড়ি ও বাঙালিদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে খাগড়াছড়ি শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে প্রশাসন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সেনাবাহিনী ও পুলিশের টহল জোরদার করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে খাগড়াছড়ি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের আবুল হাসনাত মুহাম্মদ সোহেল রানা (৪৮) নামের ওই শিক্ষককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়।

স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গেছে, ওই ঘটনার পর পাহাড়ি ও বাঙালিরা খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা পরিষদের সামনে মুখোমুখি অবস্থান নেন। দুই পক্ষই পৃথক মিছিল বের করে। এ সময় সদরের মহাজনপাড়ার কয়েকটি দোকান ভাঙচুর করা হয়।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

বাংলাদেশ-ভারত সিরিজ

কঠিনতম চ্যালেঞ্জে কঠিনতম শিক্ষা

বাংলাদেশ: ২৩৩ ও ১৪৬
ভারত: ২৮৫/৯ ডি. ও ৯৮/৩
ফল: ভারত ৭ উইকেটে জয়ী।

মোহাম্মদ জুবাইর, *কানপুর থেকে*

'আমার ভালো বলে এভাবে মারল!' কানপুর টেস্টের চতুর্থ দিন ভারতের ব্যাটসম্যানদের বেধড়ক মার খাওয়া বাংলাদেশের এক বোলারের কথা। আরেকজন এমনও বলেছেন, 'মাঠে এমন পরিস্থিতির অভিজ্ঞতা আগে কখনো হয়নি।' ওই দিনই সংবাদ সম্মেলনে মেহেদী হাসান মিরাজের বিস্ময়, 'আমার জন্য নতুন অভিজ্ঞতা।' বাংলাদেশ দলের প্রধান কোচ চন্ডিকা হাথুরুসিংহে তো জীবনে ক্রিকেট কম দেখেননি। তিনিও কাল বললেন, টেস্ট ক্রিকেটের মঞ্চে

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

আজকের আবহাওয়া ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় এবং রংপুর, রাজশাহী ও ময়মনসিংহ বিভাগের অনেক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বৃষ্টি হতে পারে।

আজ সূর্যাস্ত : ৫টা ৪৪ মিনিটে
কাল সূর্যোদয় : ৫টা ৫১ মিনিটে

গতকাল দেশের তাপমাত্রা
সর্বোচ্চ : মোংলায় ৩৬.৩° সেলসিয়াস
সর্বনিম্ন : মাদারীপুর ও বান্দরবানে ২৪.৮° সেলসিয়াস

শুভ মহালয়া আজ

বাসস, *ঢাকা*

বাঙালি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গোৎসবের পুণ্যলগ্ন শুভ মহালয়া আজ বুধবার। এদিন থেকেই শুরু হয় দেবীপক্ষের। শ্রীশ্রী চণ্ডীপাঠের মধ্য দিয়ে দেবী দুর্গার আবাহনই মহালয়া হিসেবে পরিচিত। এই চণ্ডীতেই আছে দেবী দুর্গার সৃষ্টির বর্ণনা। শারদীয় দুর্গাপূজার একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হলো মহালয়া।

পুরাণমতে, এদিন দেবী দুর্গার আবির্ভাব ঘটে। এদিন থেকেই দুর্গাপূজার দিন গণনা শুরু হয়। মহালয়া মানেই আর ছয় দিনের প্রতীক্ষা মায়ের পূজার। এই দিনেই দেবীর চক্ষুদান করা হয়।

৯ অক্টোবর থেকে ষষ্ঠীপূজার মাধ্যমে দুর্গাপূজা শুরু হলেও মূলত আজ থেকেই দুর্গাপূজার আনন্দধ্বনি শোনা যাবে। ১৩ অক্টোবর বিজয়া দশমীর মধ্য দিয়ে সমাপ্তি ঘটবে উৎসবের।

পূজার এই সূচনার দিনটি সারা দেশে আড়ম্বরের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হবে।

মহালয়া উপলক্ষে রাজধানীর ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরসহ দেশের বিভিন্ন মন্দিরে আজ ভোর থেকেই শ্রীশ্রী চণ্ডীপাঠসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সকাল সাড়ে ছয়টায় শুরু হবে আনুষ্ঠানিকতা।

বাঙালি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কাছে দেবী দুর্গা সব অশুভ শক্তি বিনাশের প্রতীক রূপে পূজিত। মহামায়া অসীম শক্তির উৎস। পুরাণে আছে, মহালয়ার দিনে দেবী দুর্গা মহিষাসুর বধের দায়িত্ব পান। শিবের বর অনুযায়ী কোনো মানুষ বা দেবতা কখনো মহিষাসুরকে হত্যা করতে পারবে না। অসীম ক্ষমতাশালী মহিষাসুর দেবতাদের স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করেন এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর হতে চান।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব সম্মিলিতভাবে 'মহামায়া' রূপে অমোঘ নারীশক্তি সৃষ্টি করলেন এবং দেবতাদের ১০টি অস্ত্রে সুসজ্জিত সিংহ বাহিনী দেবী দুর্গা ৯ দিনব্যাপী যুদ্ধে মহিষাসুরকে পরাজিত ও হত্যা করেন।

সাক্ষাৎ অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। গতকাল রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায়। ছবি : বাসস

‘আমাদের মুখ থেকে যখন শুনবেন, সেটাই হবে তারিখ’

নির্বাচন প্রসঙ্গে প্রধান উপদেষ্টা

প্রথম আলো ডেস্ক

জাতীয় নির্বাচন নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, বিষয়টি নিয়ে উপদেষ্টাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। তবে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। তিনি বলেছেন, 'আমাদের মুখ থেকে যখন শুনবেন, সেটাই হবে (নির্বাচনের) তারিখ।'

গত শুক্রবার জাতিসংঘে সাধারণ পরিষদে ভাষণ দেন ড. ইউনূস। ভাষণ শেষে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক নিউইয়র্কে ভয়েস অব আমেরিকাকে (বাংলা) দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নির্বাচন নিয়ে এসব কথা বলেন তিনি।

সম্প্রতি বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান বলেছেন, ১৮ মাসের মধ্যে নির্বাচন হতে পারে। এ প্রসঙ্গে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'ইচ্ছে করলে সেটা ধরে নিতে পারেন। কিন্তু সরকারের মতামত তো সেটা নয়। সরকার কোনো মত দেয়নি এ পর্যন্ত। কাজেই সরকার কখন মেয়াদ ঠিক করবে, সেটা সরকারকেই বলতে হবে। সরকার না বলা পর্যন্ত তো সেটা মেয়াদ হচ্ছে না।'

রাষ্ট্রব্যবস্থায় সংস্কার কীভাবে করা হবে, জানতে চাইলে ড. ইউনূস বলেন, 'আমাদের নতুন করে সব গড়তে হবে। সবকিছু ধ্বংস করে দিয়ে গেছে আগের (আওয়ামী লীগ) সরকার। সেই ধ্বংসস্তূপ থেকে আমাদের পুনর্গঠন করতে হচ্ছে। সেটার জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা (অন্তর্বর্তী সরকার) কমিশন গঠন করে দিচ্ছি। ছয়টা কমিশন করেছি। আরও নতুন কমিশন আসছে।'

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে পদত্যাগ করে গত ৫ আগস্ট ভারতে যান সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বর্তমানে তিনি ভারতেই আছেন। শেখ হাসিনার বিষয়ে সরকার কী ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছে, জানতে চাইলে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'এটা আইনগত বিষয়। নিশ্চয়ই আমরা তাঁকে ফেরত চাইব। তিনি যেখানেই থাকুন না কেন। আইনগতভাবে যে সিদ্ধান্ত আছে, সেই সিদ্ধান্ত আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি।'

আশুলিয়ায় সংঘর্ষের সূত্রপাত গুজবকে কেন্দ্র করে

বললেন শ্রম উপদেষ্টা

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

আশুলিয়ায় শ্রমিকদের সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সংঘর্ষের ঘটনার সূত্রপাত একটি গুজবকে কেন্দ্র করে বলে জানিয়েছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।

গতকাল মঙ্গলবার সচিবালয়ে আইনশৃঙ্খলাসংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটির সভা শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন উপদেষ্টা।

সাভারের আশুলিয়ায় সোমবার তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনায় গুলিতে এক শ্রমিক নিহত হন এবং আহত হন কয়েকজন।

ওই ঘটনার বিষয়ে শ্রম উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেন, ‘শিল্পকারখানার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দীর্ঘদিন ধরে অবস্থান করছিল। অত্যন্ত ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে তারা কাজ করে যাচ্ছিল। কিন্তু প্রথম থেকেই দেখে আসছেন, এই ঘটনাগুলোয় সুনির্দিষ্ট কিছু মানুষ উসকানি দেন।’ উপদেষ্টা বলেন, ‘একজন শ্রমিক সেখানে নিহত হয়েছেন, এ জন্য দুঃখিত। ইতিমধ্যে সরকার, বিজিএমইএ ও মালিকপক্ষের তরফ থেকে ১৩ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করা হয়েছে। এ ছাড়া যাঁরা আহত হয়েছেন, তাঁদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।’

শ্রম উপদেষ্টা বলেন, ‘মূলত একটি গুজবের ভিত্তিতে সোমবারের ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল। গুজবের ভিত্তিতে কারখানাগুলো থেকে শ্রমিকদের নামিয়ে আনা হয়েছিল। এরপর সেখানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গাড়ি ভাঙচুর ও তাদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। তখনো আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু শ্রমিকদের মধ্য থেকে কোনো একজন অনুপ্রবেশকারী বা এ রকম কেউ গুলি ছুড়েছিলেন প্রথম। প্রথম গুলিটি শ্রমিকদের ভেতর থেকে দুষ্কৃতকারীরা ছুড়েছিল। সেখান থেকেই গোলাগুলির সূত্রপাত হয়।’

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শ্রম উপদেষ্টা বলেন, গুলিটা এসেছিল শ্রমিকদের ভেতরে অনুপ্রবেশ করা কারও পক্ষ থেকে। ইতিমধ্যে তাঁদের শনাক্ত করা হয়েছে। তাঁদেরও আইনের আওতায় আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

গাজীপুর ও সাভারে সড়ক আটকে বিক্ষোভ, দুর্ভোগ

শ্রমিক আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিবেদক, *সাভার ও* **প্রতিনিধি**, *গাজীপুর*

বন্ধ কারখানার বকেয়া বেতনের দাবিতে গাজীপুর ও সাভারে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন দুটি কারখানার শ্রমিকেরা। গাজীপুরে প্রায় ১০ ঘণ্টার অবরোধ শেষে সড়ক ছাড়েন শ্রমিকেরা। অন্যদিকে সাভারের আশুলিয়ায় শ্রমিকেরা দুই দিন ধরে একটি মহাসড়ক অবরোধ করে রেখেছেন। এতে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন এসব পথে চলাচলকারীরা।

বকেয়া বেতনের দাবিতে গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে আটটা থেকে গাজীপুর মহানগরীর ভোগড়া এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক ও ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন টি অ্যান্ড জেড গ্রুপের এপিএল অ্যাপারেলস লিমিটেড নামের একটি কারখানার শ্রমিকেরা।

শিল্প পুলিশ, থানা-পুলিশ ও শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, এপিএল কারখানার শ্রমিকেরা গত মাসের শুরুতে বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ করেছিলেন। কিন্তু মালিকপক্ষ বেতন দিতে অপারগতা জানিয়ে গত সোমবার বেতন পরিশোধ করার কথা জানায়।

তবে সোমবার বিকেলেও বেতন দেয়নি কারখানা কর্তৃপক্ষ। পরে রাতেই শ্রমিকেরা মহাসড়ক অবরোধ করেন। রাত নয়টার দিকে শ্রমিকেরা বাড়ি ফিরে যান। এরপর গতকাল আবার ভোগড়া মোড়ে মহাসড়ক অবরোধ করেন তাঁরা।

কারখানার শ্রমিক হামিদুল ইসলাম বলেন, ‘কয়েক মাস ধরে কারখানা বন্ধ। কিন্তু বন্ধ হওয়ার আগে আমরা যে কাজ করেছি, সেই বেতন এখনো পরিশোধ করেনি কর্তৃপক্ষ। ৩০ সেপ্টেম্বর বেতন দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু দেয়নি।’

শ্রমিকদের বিক্ষোভে ঢাকা-ময়মনসিংহ ও ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে উভয় দিকে কয়েক কিলোমিটার যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে সন্ধ্যা ছয়টার দিকে শ্রমিকদের ব্যাংক হিসাবে বেতন ঢুকলে সড়ক ছেড়ে যান তাঁরা।

শিল্প পুলিশ জানায়, গাজীপুরের ৯৮ শতাংশ পোশাক কারখানায় উৎপাদন স্বাভাবিক আছে।

দুই দিন ধরে সড়ক অবরোধ

রাজধানীর অদূরে সাভারের আশুলিয়ায় সম্প্রতি বন্ধ ঘোষণা করা বার্ডস গ্রুপের চারটি কারখানার শ্রমিকেরা বকেয়া বেতনের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন। নবীনগর থেকে চন্দ্রা মহাসড়কের বাইপাইল এলাকায় সোমবার সকাল থেকে তাঁরা বিক্ষোভ শুরু করেন। গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত তাঁরা সড়কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করছিলেন।

পাওনা পরিশোধের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ। গতকাল বাইপাইল এলাকায়। ছবি : প্রথম আলো

পুলিশ ও শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, রোববার বার্ডস গ্রুপের পক্ষ থেকে শ্রমিক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পাওনা পরিশোধের জন্য তিন মাসের সময় বর্ধিতকরণের নোটিশ দেওয়া হয়। এরপর শ্রমিকেরা বকেয়া পাওনার দাবিতে বাইপাইলে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন।

সাভার হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আইয়ুব আলী *প্রথম আলো*কে বলেন, কেউ কেউ ২৪ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে যানজটে আটকে আছেন। শ্রমিকদের বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।

আশুলিয়ার ঘটনা গ্রেপ্তার ৩৬

আশুলিয়ায় সোমবার শ্রমিকদের সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সংঘর্ষ, ভাঙচুর ও হতাহতের ঘটনায় ৩৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সংঘর্ষের ঘটনায় সোমবার দিবাগত রাতে আশুলিয়া থানার পুলিশ বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা ১ হাজার ১০০ থেকে ১ হাজার ২০০ জনকে আসামি করে মামলা করে।

আশুলিয়ার এ ঘটনায় মো. কাউসার খান নামের এক শ্রমিক নিহত হন।

বেক্সিমকোর শেয়ার কারসাজি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শেয়ারবাজারে শেয়ার নিয়ে কারসাজির ঘটনা ঘটানো হয় বিভিন্ন ব্রোকারেজ হাউস ও মার্চেন্ট ব্যাংকের মাধ্যমে। বেক্সিমকোর শেয়ারের কারসাজিতে এসব প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি যেসব ব্রোকারেজ হাউস ও মার্চেন্ট ব্যাংককে ব্যবহার করেছেন, সেসব প্রতিষ্ঠানের একাধিক শীর্ষ নির্বাহীর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, কারসাজির সঙ্গে যুক্ত উল্লেখিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলো বেক্সিমকো গ্রুপেরই সুবিধাভোগী। মূলত বেক্সিমকো গ্রুপের শেয়ার নিয়ে কাজ করেন এমন এক শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা এসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার করে এই লেনদেন করতেন।

সংশ্লিষ্ট এক ব্রোকারেজ হাউসের শীর্ষ এক কর্মকর্তা *প্রথম আলো*কে জানান, তাঁর হাউসে উল্লেখিত ৯ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এক ব্যক্তি ও এক প্রতিষ্ঠানের বিও (বেনিফিশিয়ারি ওনার্স) হিসাব ছিল। কিন্তু কখনোই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা এসব বিও হিসাবে লেনদেন করতেন না। বিভিন্ন সময় বেক্সিমকো গ্রুপের একেকজন প্রতিনিধি ব্রোকারেজ হাউসে আসতেন এবং তাঁরা এসব বিও হিসাবে লেনদেন করতেন। এমনকি বিও হিসাবও খোলা হয়েছে বেক্সিমকোর কার্যালয়ে।

বেক্সিমকোর শেয়ার নিয়ে কারসাজির এ ঘটনা তদন্ত করেছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) কর্তৃপক্ষ। সেই তদন্ত প্রতিবেদন পরে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসইসিতে পাঠানো হয়। তদন্ত প্রতিবেদনে প্রাপ্ত অভিযোগ ও আইন লঙ্ঘনের ঘটনা পর্যালোচনা করে বিএসইসি অভিযুক্তদের শুনানিতে ডাকে।

বিএসইসি সূত্রে জানা যায়, কারসাজির দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলো বিও হিসাবে যে ঠিকানা ব্যবহার করেছে, সেই ঠিকানায় যোগাযোগ করে তাদের শুনানিতে ডাকা হয়। কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ কর্মকর্তারা শুনানিতে হাজির হননি। এসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ঘুরেফিরে কয়েকজন তরুণ নির্বাহী বিএসইসির শুনানিতে এসে লিখিত বক্তব্য জমা দেন।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, কারসাজির জন্য জরিমানার মুখে পড়া অধিকাংশ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিও হিসাবে ঠিকানা ব্যবহার করা হয়েছে রাজধানীর শান্তিবাগের। আর এসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের শেয়ার কারসাজিতে বেশি ব্যবহার করা হয়েছে জনতা ব্যাংকের সহযোগী প্রতিষ্ঠান জনতা ক্যাপিটাল অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্টকে। জনতা ব্যাংকের সবচেয়ে বড় গ্রাহক বেক্সিমকো গ্রুপ। বিগত আওয়ামী লীগের ১৫ বছরের শাসনামলের প্রায় পুরোটা সময় জনতা ব্যাংকে সালমান এফ রহমানের নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ ছিল। ব্যাংকটির চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ শীর্ষ পদে কারা বসবেন, তা নেপথ্যে থেকে ঠিক করতেন সালমান এফ রহমান। জনতা ক্যাপিটালের মাধ্যমে শেয়ারবাজারে সালমান এফ রহমান ও বেক্সিমকোর শেয়ারের বড় লেনদেন হতো।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, শেয়ারবাজারে শেয়ারের দাম বাড়িয়ে সেই শেয়ার বন্ধক রেখেও অনেক সময় জনতা ব্যাংক থেকে বড় অঙ্কের ঋণ বের করেছেন সালমান রহমান। সূত্রটি বলছে, যেসব প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিকে কারসাজির দায়ে জরিমানা করা হয়েছে, তাঁরা মূলত বেক্সিমকো শেয়ার কারসাজিতে ক্রীড়নক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছেন।

ডিএসই ও বিএসইসির সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র বলছে, যেসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয়েছে, সেগুলো বেক্সিমকোরই বেনামি প্রতিষ্ঠান। এ কারণে এসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পরিচয় কেউ নিশ্চিত করতে পারেনি। ফলে এসব ব্যক্তির আদৌ অস্তিত্ব আছে কি না, তা নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেছে ডিএসইর সংশ্লিষ্ট সূত্রটি। বিএসইসি-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মনে করছেন, কারসাজির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের যথাযথ পরিচয় নিশ্চিত করা না গেলে এ জরিমানার অর্থ আদায় করা দুঃসাধ্য হবে।

শেয়ারবাজার বিশ্লেষকেরা বলছেন, বেক্সিমকোর শেয়ার কারসাজির মাধ্যমে যে মুনাফা করা হয়েছে, তার প্রকৃত সুবিধাভোগী কারা, তা ব্যাংক হিসাবের তথ্য যাচাইয়ের মাধ্যমে নিশ্চিত হতে হবে। তাহলেও কারসাজির প্রকৃত সুবিধাভোগীদের চিহ্নিত করা সম্ভব হবে।

ডিএসই ও বিএসইসি সূত্রে জানা যায়, প্রথম দফায় বেক্সিমকোর শেয়ার নিয়ে বড় ধরনের কারসাজির ঘটনা ঘটে ২০২১ সালের ২৮ জুলাই থেকে ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এ সময়ে বাজারে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ৯০ টাকা থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ১২০ টাকায়। তাতে মাত্র দেড় মাসে এটির শেয়ারের দাম ৩৩ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পায়। এ সময়ের মধ্যে উল্লেখিত ৯ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কোম্পানিটির শেয়ার বিক্রি করে ১৫৭ কোটি টাকার বেশি মুনাফা তুলে নেয়। আর অনাদায়ি মুনাফার পরিমাণ ছিল ৯৮৫ কোটি টাকা।

দ্বিতীয় দফায় কোম্পানিটির শেয়ার নিয়ে কারসাজির ঘটনা ঘটে ২০২২ সালের ২ জানুয়ারি থেকে ১০ মার্চের মধ্যে। এ সময়ের মধ্যে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ৪ টাকা (প্রায় আড়াই শতাংশ) বৃদ্ধি পায়। তাতে উল্লেখিত ৯ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান শেয়ার বিক্রি করে মুনাফা তুলে নেয় প্রায় ৩২০ কোটি টাকা। আর অনাদায়ি মুনাফার পরিমাণ ছিল ৫২৬ কোটি টাকার বেশি।

জানা যায়, ২০২২ সালের আগস্টে বেক্সিমকোর শেয়ারে কারসাজির বিষয়ে ডিএসইর তদন্ত প্রতিবেদন বিএসইসিতে জমা দেওয়া হয়। কিন্তু শিবলী রুবাইয়াত উল ইসলামের নেতৃত্বাধীন বিগত কমিশন এই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে ফাইলচাপা রেখে দেয়। গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে সরকার বদলের পর সাবেক ব্যাংকার রাশেদ মাকসুদের নেতৃত্বে বিএসইসি পুনর্গঠিত হয়। পুনর্গঠিত বিএসইসি এখন এসব ঘটনায় ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে।

পুঁজিবাজার-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, কারসাজিতে জড়িতরা যে মুনাফা করেছে, তার প্রায় ৯০ শতাংশই জরিমানা করা হয়েছে। এ ধরনের জরিমানা আরোপের বিষয়টিকে বাজারের জন্য কঠোর বার্তা বলে মনে করেন বাজার-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। তাঁরা বলছেন, কারসাজির ঘটনায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান করা গেলে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা কমে আসবে।

জানতে চাইলে বিএসইসির সাবেক চেয়ারম্যান ফারুক আহমেদ সিদ্দিকী *প্রথম আলো*কে বলেন, বিপুল অঙ্কের জরিমানা করার আগে কারসাজির সঙ্গে জড়িত প্রকৃত সুবিধাভোগীদের খুঁজে বের করাটা জরুরি। যেসব ব্রোকারেজ হাউস ও মার্চেন্ট ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন হয়েছে, তাদের সঙ্গে কথা বলে ও ব্যাংক হিসাবের তথ্য যাচাইয়ের মাধ্যমে কাজটি যথাযথভাবে করা সম্ভব। এরপর যদি জরিমানা করা হয়, তাহলে তা আদায়ের সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু সেটি না করে শুধু বিও হিসাবে কারসাজির ভিত্তিতে যথাযথভাবে চিহ্নিত না হওয়া ব্যক্তিদের জরিমানা করা হলে তা আদায়ের সম্ভাবনা ক্ষীণ। তাই জরিমানা আদায় ও কারসাজির সঙ্গে জড়িত প্রকৃত ব্যক্তিদের খুঁজে বের করা জরুরি।

ইসরায়েলে একযোগে ১৮০ ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ল ইরান

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ইসরায়েল। পাশাপাশি ব্যাপক বিমান হামলা চালায়। হামলায় সোমবার এক দিনেই লেবাননে ৯৫ জন নিহত হয়েছেন।

এর আগে শুক্রবার বৈরুতের উপকণ্ঠে ইসরায়েলের হামলায় নিহত হন লেবাননের সশস্ত্র সংগঠন হিজবুল্লাহর প্রধান হাসান নাসরুল্লাহ। গত বছরের অক্টোবরে ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসন শুরুর পর থেকে ইসরায়েলের ভূখণ্ডে সীমিত পরিসরের হামলা চালিয়ে আসছিল ইরানের সমর্থনপুষ্ট সংগঠন হিজবুল্লাহ। ইসরায়েলও পাল্টা জবাব দিচ্ছিল। গত ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে লেবাননে হামলা জোরদার করে ইসরায়েল।

মূলত গত অক্টোবরে গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসন শুরুর পর থেকেই ইরান-ইসরায়েল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। চলতি বছরের এপ্রিলের শুরুতে সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে ইরানের কনস্যুলেটে বোমা হামলা চালিয়ে ইরানের এলিট ফোর্স ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোরের (আইআরজিসি) একজন কমান্ডারকে হত্যা করে ইসরায়েল। এর জবাবে ইরান এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে ইসরায়েলে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়। সেটিই ছিল ইরান থেকে সরাসরি ইসরায়েলি হামলার প্রথম ঘটনা। গত ৩১ জুলাই ইরানের হামলা চালিয়ে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের প্রধান ইসমাইল হানিয়াকে হত্যা করে ইসরায়েল। সর্বশেষ হিজবুল্লাহ নেতা হাসান নাসরুল্লাহকে হত্যা ছিল ইরানের জন্য বড় ধাক্কা।

কিছু ক্ষেপণাস্ত্র সরাসরি আঘাত হেনেছে

গতকাল রাতে তেল আবিবসহ ইসরায়েলি শহরগুলো লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার কথা জানায় ইরান। হিজবুল্লাহ নেতা হাসান নাসরুল্লাহ, হামাস নেতা ইসমাইল হানিয়া ও আইআরজিসি কমান্ডার আব্বাস নিলফোরোশনকে হত্যার জবাবে এ হামলা চালানো হয়েছে বলে আইআরজিসি জানিয়েছে। ইরানের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা ইরনা এ তথ্য দিয়েছে।

বেশির ভাগ ক্ষেপণাস্ত্র ভূপাতিত করলেও মধ্য ও দক্ষিণ ইসরায়েলে কিছু ক্ষেপণাস্ত্র সরাসরি আঘাত হানে। তেল আবিবে ক্ষেপণাস্ত্রের ধ্বংসাবশেষ পড়ে দুজন আহত হওয়ার কথা জানিয়েছে ইসরায়েলের জরুরি পরিষেবা বিভাগ। এ ছাড়া আরও কয়েকজন সামান্য আহত হয়েছেন।

এদিকে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার কিছুক্ষণ আগে তেল আবিবে পৃথক বন্দুকধারীর হামলায় আটজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় দুই বন্দুকধারীও নিহত হন।

আইআরজিসি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ইসরায়েল এ হামলার জবাব দেওয়ার চেষ্টা করলে ‘ধ্বংসাত্মক হামলা’ চালিয়ে জবাব দেবে ইরান।

সিএনএন জানায়, ইসরায়েলে হামলা শুরুর পরপরই আকাশসীমা বন্ধ করে দেয় ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ। বাংকারে আশ্রয় নেন ইসরায়েলের মন্ত্রিসভার সদস্যরা। এ ছাড়া ইসরায়েল ও ইরানের মাঝামাঝি অবস্থানরত ইরাক ও জর্ডানও তাদের আকাশসীমা বন্ধ করে দেয়।

হামলা ঠেকাতে নির্দেশ বাইডেনের

ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা বিষয়ে জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে বসেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস। ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ভূপাতিত করতে মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থানরত মার্কিন বাহিনীকে নির্দেশ দেন বাইডেন।

এদিকে ইসরায়েল এ হামলার জবাব দেওয়ার পরিকল্পনা করছে বলে জানিয়েছেন দেশটির সামরিক বাহিনীর মুখপাত্র রিয়ার অ্যাডমিরাল দানিয়েল হাগারি। তিনি বলেন, ‘এ হামলার জন্য পরিণতি ভোগ করতে হবে। এ নিয়ে আমাদের পরিকল্পনা আছে। আমরা যথাস্থানে ও যথাসময়ে হামলার সিদ্ধান্ত নেব।’

ক্ষেপণাস্ত্র হামলার বিষয়ে হাগারি বলেন, ‘আমরা অনেকগুলো ক্ষেপণাস্ত্র ভূপাতিত করেছি। তবে মধ্য ও দক্ষিণ ইসরায়েলে আরও কিছু ক্ষেপণাস্ত্র সরাসরি আঘাত হেনেছে। এ পর্যায়ে আমরা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করছি। আহতের কোনো তথ্য আমরা পাইনি।’

ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, ইসরায়েল লক্ষ্য করে ইরান থেকে ১৮০টির মতো ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হয়েছে।

এদিকে ইসরায়েলে চালানো হামলাকে ‘বৈধ ও যৌক্তিক’ বলে মন্তব্য করেছে জাতিসংঘে ইরানের স্থায়ী মিশন। হামলার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে পাল্টা হামলার বিষয়েও ইসরায়েলকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। পাল্টা হামলা চালালে ইরান তার জবাব দেবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছে ইরানি মিশন।

যুক্তরাষ্ট্রকে জানিয়েই লেবাননে স্থল অভিযান

আল-জাজিরা খবরে বলা হয়, লেবাননের দক্ষিণ সীমান্ত দিয়ে সোমবার দেশটিতে ঢুকে পড়ে ইসরায়েলি বাহিনী। পাশাপাশি ওই অঞ্চলে ব্যাপক বিমান হামলা চালানো হয়। ইসরায়েলি হামলায় সোমবার এক দিনেই ৯৫ জন নিহত হয়েছেন।

ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী গতকাল এক বিবৃতিতে জানায়, দক্ষিণ লেবাননের সীমান্তসংলগ্ন এলাকায় হিজবুল্লাহর লক্ষ্যবস্তুতে কয়েক ঘণ্টা আগে বিমান হামলা চালানো হয়েছে। একই সঙ্গে সেখানে স্থল বাহিনী প্রবেশ করেছে।

তবে ইসরায়েলি বাহিনী লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে ঢোকেনি বলে দাবি করেছে হিজবুল্লাহ। সংগঠনটির গণমাধ্যম শাখার কর্মকর্তা মুহাম্মদ আফিফ আল-জাজিরাকে বলেছেন, দখলদার (ইসরায়েলি) বাহিনী লেবাননে প্রবেশের দাবি মিথ্যা।

বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, লেবাননে ইসরায়েলি হামলায় সোমবার এক দিনে ৯৫ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও ১৭২ জন। লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এ তথ্য জানিয়েছে। ইসরায়েলের হামলার জবাবে রকেট ছুড়েছে হিজবুল্লাহ।

‘ছোট পরিসরে’ অভিযান

সোমবার মার্কিন কর্মকর্তাদের বরাতে সিএনএনের খবরে বলা হয়, ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী লেবাননের দক্ষিণের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে সোমবার সকালে ছোট পরিসরে বিশেষ ‘অভিযান’ পরিচালনা করেছে। তাঁদের একজন বলেন, ‘খুবই ছোট আকারে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুকে কেন্দ্র করে অভিযান চালানো হয়েছে। বিষয়টা এমন, আপনি সীমানা পেরিয়ে গিয়ে অভিযান চালিয়ে আবার ফিরে এসেছেন।’

পরে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার বলেন, লেবাননে অভিযানের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে অবহিত করেছে ইসরায়েল। তিনি আরও বলেন, সীমান্ত এলাকায় হিজবুল্লাহর লক্ষ্যবস্তুতে ছোট পরিসরে অভিযান চালানো হয়েছে।

ধর্ষণের অভিযোগে শিক্ষককে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সন্ধ্যার আগে কল্যাণপুর সড়কে দোকানপাট ভাঙচুর ও গুলির শব্দ শোনা গেছে। সন্ধ্যার দিকে শহরের পানখাইয়াপাড়া সড়কেও বেশ কিছু দোকান ভাঙচুর করা হয়। পরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

এর আগে গত ১৮ সেপ্টেম্বর মোটরসাইকেল চুরির অভিযোগে এক যুবককে পিটিয়ে হত্যার পর পাহাড়ি-বাঙালিদের মধ্যে সংঘাত দেখা দেয়। সংঘাতে চারজন নিহত হন।

গতকালের ঘটনা সম্পর্কে খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সহিদুজ্জামান *প্রথম আলো*কে বলেন, এক শিক্ষককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগে উত্তেজনা দেখা দেয়। ধর্ষণের অভিযোগে তাঁকে পিটুনি দেওয়া হয়। এরপর বেলা তিনটা থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সূত্রে জানা গেছে, নিহত সোহেল রানা খাগড়াছড়ি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন ও সেফটি বিভাগের চিফ ইনস্ট্রাক্টর ছিলেন। প্রতিষ্ঠানটি সদরের খেজুরবাগান এলাকায় অবস্থিত। ২০২১ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি একই প্রতিষ্ঠানের দশম শ্রেণির এক ছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে সোহেল রানা কিছুদিন কারাগারে ছিলেন। একই প্রতিষ্ঠানে তিনি যেন আবার যোগদান করতে না পারেন, সেই দাবি তুলে শিক্ষার্থীরা সম্প্রতি বিক্ষোভ করেছিল। এরপর গতকাল আবার তাঁর বিরুদ্ধে অপর এক শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আমান উল্লাহ আল হাসান বলেন, ‘এই শিক্ষকের বিরুদ্ধে আগেও শিক্ষার্থীদের নির্যাতনের অভিযোগে বিভাগীয় মামলা ছিল। ওই ঘটনায় তিনি কিছুদিন জেলহাজতেও ছিলেন। তবে আজকের (মঙ্গলবারের) ঘটনার সময় আমি ঘটনাস্থলে ছিলাম না।’

পাহাড়ি তরুণ-তরুণীদের অভিযোগ, ওই শিক্ষক গতকাল সকালে টেকনিক্যাল স্কুলের পাশে তাঁর থাকার কক্ষে সপ্তম শ্রেণিপড়ুয়া পাহাড়ি এক ছাত্রীকে ধর্ষণ করেন।

টেকনিক্যাল স্কুলের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী মো. মনির হাসান বলে, ‘আগে ধর্ষণের অভিযোগ এনে স্যারকে ফাঁসানো হয়েছে। আজকের ঘটনা যদি সত্যি হয়েও থাকে, তারপরও স্যারকে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করা উচিত হয়নি।’

গতকালের ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর সকাল সাড়ে ১০টা থেকে টেকনিক্যাল স্কুলটির শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ শুরু করে। একপর্যায়ে সোহেল রানাকে অধ্যক্ষের কক্ষে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। পরে অধ্যক্ষের কক্ষে ঢুকে ১০-১৫ জন পাহাড়ি তরুণ সোহেল রানাকে এলোপাতাড়ি পেটান। এ সময় পুলিশসহ কয়েকজন তাঁকে রক্ষা করতে গিয়ে ব্যর্থ হন। পরে পুলিশ গুরুতর আহত অবস্থায় ওই শিক্ষককে উদ্ধার করে খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

খাগড়াছড়ি জেলা সদর হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা রিপল বাপ্পি চাকমা বলেন, হাসপাতালে আনার আগেই ওই ব্যক্তি মারা গেছেন। ময়নাতদন্ত শেষে বিস্তারিত জানা যাবে।

ঘটনার পর দুই পক্ষে ভাগ হয়ে উত্তেজিত জনতা খাগড়াছড়ি সদরে মহড়া দিতে শুরু করেন। দুই পক্ষ থেকেই স্লোগান দেওয়া হয়।

জানতে চাইলে খাগড়াছড়ি সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবদুল বাতেন মৃধা *প্রথম আলো*কে বলেন, ‘উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করতে গিয়ে আমিও মার খেয়েছি। এখন ১৪৪ ধারা জারি রয়েছে।’

প্রসঙ্গত, ১৮ সেপ্টেম্বর খাগড়াছড়ি সদরে মো. মামুন নামের এক যুবককে মোটরসাইকেল চুরির অভিযোগে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। মামুনের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে পাহাড়ি-বাঙালি সংঘাত ছড়িয়ে পড়ে। ১৯ সেপ্টেম্বর দীঘিনালার লারমা স্কয়ারে আগুন দেওয়া হয় দোকানপাটে। সংঘাতে দীঘিনালায় ধনঞ্জয় চাকমা নামের এক ব্যক্তি মারা যান। ১৯ সেপ্টেম্বর রাতে খাগড়াছড়ি সদরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলিতে রুবেল ত্রিপুরা ও জুনান চাকমা নামের দুজন মারা যান। ২০ সেপ্টেম্বর এ ঘটনার জের ধরে রাঙামাটিতে সংঘর্ষ হয়। সেখানে দোকানপাট ও বাড়িঘরে আগুন দেওয়া হয়, অনিক কুমার চাকমা নামের একজন মারা যান।

সোনা বেচে দেন আ.লীগ নেতা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রাখা গ্রাহকদের মধ্যে। গত সোমবার ও গতকাল মঙ্গলবার মতিঝিলে সমবায় ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে অনেক গ্রাহক জড়ো হন। অনেকে বন্ধক রাখা সোনা দেখানোর দাবি করেন।

সমবায় ব্যাংকের ভারপ্রাপ্ত মহাব্যবস্থাপক আহসানুল গনি *প্রথম আলো*কে বলেন, এটা ঠিক যে ২০২০ সালে বন্ধককৃত সোনা বিক্রি নিয়ে অনিয়ম হয়েছে। দুদকের প্রতিবেদনেও তা উঠে এসেছে।

যেভাবে জালিয়াতি

সমবায় ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের তফসিলভুক্ত কোনো বাণিজ্যিক ব্যাংক নয়। এটি বিশেষায়িত ব্যাংক। পরিচালিত হয় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনে।

সমবায় ব্যাংকে সোনা বন্ধক রেখে ঋণ নেওয়া যায়। প্রতি ভরি খাঁটি সোনার (খাদ বাদে) বিপরীতে এখন ৫৫ হাজার টাকা ঋণ পাওয়া যায়। সুদের হার ১৭ শতাংশ। বাড়তি ১ শতাংশ বিমা খরচ দিতে হয়। ঋণ নেওয়ার পর সুদ ও আসল টাকা পরিশোধ করে সোনা ফেরত নিতে পারেন গ্রাহকেরা। নিয়ম অনুযায়ী, কোনো গ্রাহক নির্ধারিত সময়ে ঋণের টাকা শোধ করতে না পারলে বন্ধক রাখা সোনা নিলামে বিক্রি করা যায়।

দুদকের মামলার এজাহার বলছে, ২০২০ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বর সময়ে সমবায় ব্যাংকের তৎকালীন চেয়ারম্যান মহিউদ্দিন আহমেদ বন্ধক রাখা সোনা নিলামে না তুলে ভুয়া মালিক সাজিয়ে বিক্রি করে দেন। এ ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয়পত্র জালিয়াতি করা হয়। মহিউদ্দিন আহমেদকে জালিয়াতিতে সহায়তাকারীদের একজন সমবায় ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার (ক্যাশ) নুর মোহাম্মদ। তিনি মহিউদ্দিন আহমেদের ভাগনে। দুদকের মামলায় নুর মোহাম্মদ ৬ নম্বর আসামি। মামলাটি এখন বিচারাধীন।

মহিউদ্দিন আহমেদ সমবায় ব্যাংকের চেয়ারম্যান হন ২০০৯ সালে। তখন তিনি যুবলীগের নেতা ছিলেন। সমবায় সমিতি আইনে ব্যাংকের চেয়ারম্যানের তিন মেয়াদের বেশি থাকার সুযোগ নেই। সে হিসাবে চেয়ারম্যানের পদ থেকে তাঁর ২০১৮ সালে বিদায় নেওয়ার কথা। যদিও ব্যাংকের চেয়ারম্যানের কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন তিনি। ২০২২ সালে তিনি সমবায় ব্যাংক থেকে বিদায় নেন।

দুদকের মামলার এজাহারে বলা হয়, ২০২০ সালে মতিঝিলে সমবায় ব্যাংকের সদর দপ্তরে জমা রাখা সোনা ফেরত নিতে অনেক গ্রাহক আবেদন করেন। এর মধ্যে ৪৫৫টি আবেদন যাচাই-বাছাই করে দুদক। তাতে দেখা যায়, ৩৩৫টি আবেদনপত্রে মূল নথিপত্রের সঙ্গে স্বাক্ষর ও জাতীয় পরিচয়পত্রের মিল নেই। অর্থাৎ, ভুয়া মালিক সাজিয়ে সোনা ফেরত নেওয়া হয়েছে বলে দেখানো হয়েছে। পরে সেই সোনা বিক্রি করে দেওয়া হয়। সেখান থেকে ব্যাংকের প্রাপ্য টাকা পরিশোধ করে বাকি অর্থ আত্মসাৎ করা হয়।

জালিয়াতি করে ঢাকা সমবায় অফিসে বিক্রি করা হয়েছে ১ হাজার ৫৯৪ ভরির কিছু বেশি সোনা। অন্যদিকে সমবায় ব্যাংকের সদস্য প্রতিষ্ঠান নারায়ণগঞ্জ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট লিমিটেড সোনা বন্ধক রেখে ঋণ দেওয়ার কার্যক্রম পরিচালনা করে। সেখানকার সোনা পুনঃ বন্ধক রাখে সমবায় ব্যাংক। দুদকের মামলার এজাহার বলছে, নারায়ণগঞ্জ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট লিমিটেডের ৫ হাজার ৮০৩ ভরির কিছু বেশি সোনা একই কৌশলে বিক্রি করে দেন মহিউদ্দিন আহমেদ।

দুদকের মামলার এজাহার অনুযায়ী, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে ২ হাজার ৩১৬ জন গ্রাহকের ৭ হাজার ৩৯৮ ভরি সোনার তৎকালীন বাজারমূল্য ছিল ৪০ কোটি টাকার বেশি। এর বিপরীতে ঋণের সুদ ও আসল ছিল প্রায় ২৯ কোটি টাকা। এই টাকা পরিশোধ দেখিয়ে ১১ কোটি টাকা ৪০ লাখ টাকা আত্মসাৎ করা হয়।

নারায়ণগঞ্জ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট লিমিটেডে ২০১১ সালে আট ভরি সোনা বন্ধক রেখে ৯৩ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছিলেন রাজধানীর স্বামীবাগ এলাকার বাসিন্দা কাকলি জাহান। পরে ঋণের সুদ ও আসল বাবদ ১ লাখ ২০ হাজার টাকা জমা দিয়ে সোনা ফেরত আনতে গেলে তাঁকে তা দেওয়া হয়নি। এক বছর ধরে ঘুরছেন তিনি।

কাকলি জাহানের জমা রাখা সোনার এখনকার বাজারমূল্য প্রায় ১০ লাখ ৮০ হাজার টাকা। তিনি সমিতিতে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা জমা দিয়েছিলেন। কোনোটাই ফেরত পাচ্ছেন না। গতকাল বিকেলে *প্রথম আলো*কে তিনি বলেন, ‘সমবায় ব্যাংকে আমার কিছু সোনা বন্ধক রাখা আছে। সমবায় উপদেষ্টার বক্তব্য শুনে মনে হচ্ছে, সেটাও বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে।’

অভিযোগপত্র থেকে নাম বাদ

দুদকের মামলার এজাহারে ১ নম্বর আসামি ছিলেন মহিউদ্দিন আহমেদ। তাঁকেই সোনা বিক্রি করে দেওয়ার জন্য দায়ী করা হয়। কিন্তু অভিযোগপত্র থেকে তাঁর নাম পুরোপুরি বাদ দেয় দুদক।

অভিযোগপত্রে ঘটনার জন্য দায়ী করা হয় আটজনকে। তাঁরা হলেন সমবায় ব্যাংকের উপমহাব্যবস্থাপক আবদুল আলীম, সহকারী মহাব্যবস্থাপক হেদায়েত কবীর, সহকারী মহাব্যবস্থাপক মো. আশফাকুজ্জামান, সাবেক প্রিন্সিপাল অফিসার মাহাবুবুল হক, প্রিন্সিপাল অফিসার ওমর ফারুক, সিনিয়র অফিসার নুর মোহাম্মদ, সহকারী অফিসার আবদুর রহিম ও সহকারী অফিসার নাহিদা আক্তার।

সমবায় ব্যাংক অভিযোগপত্রে নাম থাকা আটজনকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে। তাঁরা সবাই জামিনে আছেন।

মামলার এজাহারের ১ নম্বর আসামির নাম অভিযোগপত্র থেকে কীভাবে বাদ পড়ল, সে বিষয়ে গতকাল এক সংবাদ সম্মেলনে দুদকের মহাপরিচালক আক্তার হোসেনের কাছে জানতে চাওয়া হয়। তিনি বলেন, এটি বিচারাধীন বিষয়। এ বিষয়ে মন্তব্য করবেন না।

মহিউদ্দিনের আরও অনিয়ম-দুর্নীতি

মহিউদ্দিন আহমেদের বিরুদ্ধে সমবায় ব্যাংকের চেয়ারম্যান থাকাকালে আরও অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে।

নারায়ণগঞ্জে সমবায় ব্যাংকের ১০ তলা একটি বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণেও অনুমোদিত ব্যয় ছিল ৩১ কোটি টাকা। তার চেয়ে পাঁচ কোটি টাকা বেশি খরচ করেন চেয়ারম্যান। বাড়তি টাকা খরচের আগে ও পরে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সহ কারও কাছ থেকে অনুমোদন নেননি তিনি। ভবনটির স্পেস (জায়গা) বরাদ্দের ক্ষেত্রেও অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।

সমবায় অধিদপ্তরের একটি তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী, মহিউদ্দিন আহমেদ ওই ভবনের জায়গা একাংশ বাজারমূল্যের চেয়ে অনেক কম মূল্যে স্থানীয় সাবেক সংসদ সদস্য শামীম ওসমানের স্বজনদের কাছে ভাড়া দেন। বর্গফুটপ্রতি ভাড়া নেওয়া হয় মাত্র ২১ টাকা। স্থানীয় পর্যায়ে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, সেখানে প্রতি বর্গফুট জায়গার ভাড়া অন্তত ১০০ টাকা।

১০ তলা ওই ভবনটির আরেকাংশ আরেক প্রতিষ্ঠানের কাছে ভাড়া দেওয়া হয়েছে বর্গফুটপ্রতি ৫ টাকা করে। চার বছর ধরে তারা ভাড়া পরিশোধ করছে না।

নিয়োগে অনিয়ম

সমবায় ব্যাংকে ২০১০ থেকে ২০১৮ সময়ে বিভিন্ন পদে ১৭৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেন তৎকালীন চেয়ারম্যান মহিউদ্দিন আহমেদ। সমবায় ব্যাংক গত সপ্তাহে স্থানীয় সরকার ও সমবায় উপদেষ্টাকে দেওয়া এক প্রতিবেদনে বলেছে, মহিউদ্দিন আহমেদ ব্যাংকের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা না করে এই নিয়োগগুলো দিয়েছেন। নিয়োগ পাওয়াদের বড় অংশের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর উপজেলায়, যেটি মহিউদ্দিন আহমেদের জন্মস্থান। ৬৩ জন তাঁর স্বজন ও আত্মীয়।

সমবায় ব্যাংকের প্রতিবেদন বলছে, মহিউদ্দিন আহমেদের সময় নিয়োগ পাওয়া কর্মীদের অধিকাংশই অদক্ষ, অসৎ ও উচ্ছৃঙ্খল। তাঁদের অন্তত ১৩০ জন গৃহনির্মাণ ঋণ নিয়েছেন। অনেককেই প্রাপ্যতার চেয়ে বেশি ঋণ দেওয়া হয়েছে। ঋণের বিপরীতে উপযুক্ত জামানতও নেই। ফলে সমবায় ব্যাংক প্রবল ঝুঁকিতে রয়েছে। উল্লেখ্য, সমবায় ব্যাংকের কর্মীরা ৫০ থেকে ৭০ লাখ টাকা পর্যন্ত গৃহঋণ পান।

সমবায় ব্যাংকের দুর্নীতি ও অনিয়ম নিয়ে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান *প্রথম আলো*কে বলেন, ব্যাংকের এসব ঘটনা এখন আর অবাক ও বিস্মিত করে না। কারণ, কর্তৃত্ববাদী আওয়ামী লীগ সরকারের চর্চাই ছিল এটি। বেসিক ব্যাংক, জনতা ব্যাংকের জালিয়াতি হয়েছে তৎকালীন শীর্ষ ব্যক্তিদের যোগসাজশেই। তাঁরা বহুমাত্রিক দুর্নীতি করেছেন।

ইফতেখারুজ্জামান আরও বলেন, দুদক ক্ষমতাসীনদের যে কিছুই করতে পারে না, সমবায় ব্যাংকের ঘটনা সেটির একটি উদাহরণ মাত্র।

> আমরা শ্রমিক ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে মুখোমুখি দাঁড় করাতে চাই না।

আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া, উপদেষ্টা, যুব ও ক্রীড়া এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়; গতকাল এক ব্রিফিংয়ে

সংক্ষেপে

পর্যটকদের আরও ৩ দিন সাজেকে না যেতে পরামর্শ

রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক ইউনিয়নের রুইলুই ভ্যালিতে পর্যটকদের ভ্রমণ নিরুৎসাহিত করার সময়সীমা আরও এক দফা বাড়ানো হয়েছে। গত সোমবার জেলা প্রশাসনের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জোবাইদা আক্তারের স্বাক্ষরিত এক নোটিশে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে তিন দফায় এমন নোটিশ জারি করল প্রশাসন। নোটিশে জানানো হয়, সোমবার রাঙামাটি জেলা প্রশাসনের সম্মেলনকক্ষে আইনশৃঙ্খলা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় গতকাল মঙ্গলবার থেকে আগামীকাল বৃহস্পতিবার পর্যন্ত আরও তিন দিন পর্যটকদের সাজেকে না যেতে পরামর্শ দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত, এর আগে রাঙামাটি ও খাগড়াছড়িতে পাহাড়ি-বাঙালি সহিংস ঘটনা এবং অগ্নিসংযোগ-ভাঙচুরের ঘটনার পর অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে জরুরি আইনশৃঙ্খলা সভায় ২৪-২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সাজেক ভ্যালিতে পর্যটক না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে এই সময়সীমা ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়।

প্রতিনিধি, *রাঙামাটি*

চা-শ্রমিক

চা-বাগানের ছড়ার পানিতে কাপড় ধুয়ে বাড়ি ফিরছেন এক নারী চা-শ্রমিক। গতকাল বিকেলে সিলেটের দলদলি চা-বাগান এলাকায়। ছবি : আনিস মাহমুদ

সেই পিয়নের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাবেক ব্যক্তিগত সহকারী জাহাঙ্গীর আলমের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং আইনে অনুসন্ধান শুরু করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। গতকাল মঙ্গলবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে সংস্থাটি। সিআইডি সূত্র জানায়, শেখ হাসিনার বাসভবন সুধা সদনে তাঁর ব্যক্তিগত স্টাফ (পিয়ন) ছিলেন জাহাঙ্গীর। যাঁর কাজ ছিল সুধা সদনে খাবার পানি পরিবেশন করা। শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হলে জাহাঙ্গীর নিজেকে প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সহকারী পরিচয় দিতে শুরু করেন। এ পরিচয় ব্যবহার করে আওয়ামী লীগের পদ, চাকরি, নিয়োগ ও বদলি-বাণিজ্য করেন জাহাঙ্গীর। নোয়াখালীর চাটখিল উপজেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতির পদ নিয়ে গড়েছেন কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ। প্রতারণার মাধ্যমে তিনি ৪০০ কোটি টাকাসহ গাড়ি-বাড়িরও মালিক হয়েছেন বলে জানা গেছে। গত জুলাই মাসে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন, 'আমার বাসায় কাজ করেছে, পিয়ন ছিল সে, এখন ৪০০ কোটি টাকার মালিক।'

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ঢাকার বাইরেও কমিটি করবে

জাতীয় নাগরিক কমিটিও আগামী সপ্তাহ থেকে ঢাকার বাইরে কমিটি করতে যাচ্ছে।

- আওয়ামী লীগ সরকারের পতন যে গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে হয়, তার নেতৃত্বে ছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন।
- গণ-অভ্যুত্থানের শক্তিকে সংহত করে দেশ পুনর্গঠনের লক্ষ্যে ১৩ সেপ্টেম্বর আত্মপ্রকাশ করে জাতীয় নাগরিক কমিটি।

আসিফ হাওলাদার, *ঢাকা*

সাংগঠনিক কাঠামো বিস্তৃত করতে যাচ্ছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটি। দুই প্ল্যাটফর্মই জেলা-উপজেলা পর্যায়ে কমিটি করার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর মধ্যে নাগরিক কমিটির সাংগঠনিক কাঠামো বিস্তারের বিষয়টি আগামী সপ্তাহ থেকে দৃশ্যমান হতে পারে। অন্যদিকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কমিটি গঠনের কাজ এই অক্টোবরেই শুরু হবে।

জাতীয় নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের একাধিক সমন্বয়কের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে।

গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন যে গণ-অভ্যুত্থানে হয়, তার নেতৃত্বে ছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। অন্যদিকে গণ-অভ্যুত্থানের শক্তিকে সংহত করে দেশ পুনর্গঠনের লক্ষ্যে ১৩ সেপ্টেম্বর আত্মপ্রকাশ করে জাতীয় নাগরিক কমিটি।

আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকে দেশের বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক কিংবা সহসমন্বয়ক পরিচয়ে চাঁদাবাজি, দখল, তদবির-সুপারিশ ও শিক্ষকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার মতো ঘটনা ঘটেছে। এ ছাড়া সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোর বিভিন্ন পদ থেকে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পদত্যাগ করতে চাপ প্রয়োগসহ নানা ঘটনায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নাম ব্যবহার করা হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে জেলা-উপজেলা পর্যায়ে কমিটি বা টিম গঠনের উদ্যোগ নিয়েছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সমন্বয়কেরা।

এ বিষয়ে সমন্বয়ক সারজিস আলম গত সোমবার *প্রথম আলোকে* বলেন, জেলা-উপজেলা পর্যায়ে টিম গঠনের প্রথম কারণ হলো সমন্বয়ক পরিচয়ে যারা অপকর্ম বা অনাকাঙ্ক্ষিত কার্যক্রমে জড়িত হচ্ছে, তাদের যেন স্পষ্টভাবে আলাদা করা যায়। টিমের কেউ অপকর্মে জড়ালে যাতে বহিষ্কার করা যায় এবং আইনের আওতায় নিতে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

রাষ্ট্র সংস্কারে 'প্রেশার গ্রুপ' (চাপ সৃষ্টিকারী শক্তি) হিসেবে কাজ করতে চায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। এই কাজ জেলা পর্যায়ে করবেন টিমের সদস্যরা। এ ছাড়া গণ-অভ্যুত্থানের স্পিরিট (চেতনা) ধারণ করার জন্যও একটা সংগঠিত টিম থাকা দরকার বলে মনে করেন কেন্দ্রীয় সমন্বয়কেরা।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক ও সহসমন্বয়ক ১৫৮ জন। কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক ও সহসমন্বয়কেরা গত সেপ্টেম্বর মাসে আটটি দলে ভাগ হয়ে দেশের ৪৪ জেলায় মতবিনিময় সভা করেছেন। এসব সভায় বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের কাছ থেকে বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তোলাসহ নানা ধরনের প্রস্তাব এসেছে।

জেলা পর্যায়ে কমিটি বা টিম গঠনের কাজ অক্টোবরেই শুরু হবে বলে জানান সমন্বয়ক আবদুল কাদের। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে বিভিন্ন দল-মতের মানুষের অংশীদারত্ব ছিল। কিন্তু ৫ আগস্টের পর থেকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নাম ব্যবহার করে অনেক জায়গায় নানা অপকর্ম হচ্ছে। অনেকে সমন্বয়ক পরিচয় ব্যবহার করে চাঁদাবাজি, দখলসহ নানা দুষ্কর্মে লিপ্ত হচ্ছে। কোনো সাংগঠনিক কাঠামো না থাকায় কারও বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া যায় না।

নাগরিক কমিটি কী করবে

আত্মপ্রকাশের পর গত তিন সপ্তাহে জাতীয় নাগরিক কমিটি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক আলোচনা করেছে। ইতিমধ্যে এবি পার্টি, গণসংহতি আন্দোলন, গণ অধিকার পরিষদসহ বাম ধারার কয়েকটি রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে নাগরিক কমিটির প্রতিনিধিরা বসেছেন। ধাপে ধাপে সব দলের সঙ্গেই বসতে চায় কমিটি। শিগগিরই বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে বসবে তারা।

নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী সোমবার *প্রথম আলোকে* বলেন, অনানুষ্ঠানিকভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বসছেন, তবে আনুষ্ঠানিকভাবে এখনো বসা হয়নি। মূলত সব দলের নেতাদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া এবং তরুণদের বার্তাটা তাঁদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এসব অনানুষ্ঠানিক বৈঠক হচ্ছে। তিনি বলেন, জেলা-উপজেলা পর্যায়ে কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া চলছে। আগামী সপ্তাহ থেকেই কমিটি গঠনের বিষয়টি দৃশ্যমান হবে।

নাগরিক কমিটি ইতিমধ্যে চারটি 'টিম' গঠন করেছে। এর মধ্যে রয়েছে আইনসংক্রান্ত টিম, স্বাস্থ্যসংক্রান্ত টিম, মিডিয়া টিম ও আইটি টিম। এই চার টিমের মধ্যে আইন ও স্বাস্থ্যসংক্রান্ত টিমের ওপর এ মুহূর্তে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। স্বাস্থ্যসংক্রান্ত টিম গণ-অভ্যুত্থানে আহত ব্যক্তিদের বিষয়ে খোঁজ রাখছে এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতার উদ্যোগ নিচ্ছে। অন্যদিকে নিহত ও আহত ব্যক্তিদের পরিবারের কোনো সদস্য মামলা করতে চাইলে তাঁকে আইনগত সহায়তার ব্যবস্থা করছে আইনসংক্রান্ত টিম।

জাতীয় নাগরিক কমিটি আসলে কী করতে চাইছে, তা এখনো স্পষ্ট নয়। রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোচনা আছে, নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে জাতীয় নাগরিক কমিটিকে আগে সামনে আনা হয়েছে।

রাজনৈতিক দল গঠন বা আগামী নির্বাচনকেন্দ্রিক কোনো চিন্তা আছে কি না, এমন প্রশ্নে জাতীয় নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, 'দেশের মানুষ চাইলে এ বিষয়ে চিন্তা করা যেতে পারে। ফ্যাসিবাদবিরোধী অবস্থান ও নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণের বিষয়টি সামনে রেখে আমরা সবাইকে নিয়ে একটা কমন গ্রাউন্ডে আসতে চাই। ভারতে সময়ের প্রয়োজনে সব রাজনৈতিক দল একসঙ্গে বসতে পারে। এ বিষয়টি বাংলাদেশে নেই। জাতীয় সংহতি ও ঐকমত্যের জায়গায় আমরা কাজ করছি।'

ড. ইউনূস-মোদি বৈঠক হতে পারে বিমসটেক সম্মেলনে

কূটনৈতিক প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ড. মুহাম্মদ ইউনূস

নরেন্দ্র মোদি

আগামী মাসে বঙ্গোপসাগরীয় দেশগুলোর আঞ্চলিক সহযোগিতা জোট বিমসটেকের ষষ্ঠ শীর্ষ সম্মেলন থাইল্যান্ডে হওয়ার কথা। ব্যাংককে অনুষ্ঠেয় সেই সম্মেলনের ফাঁকে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বৈঠক হতে পারে।

পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন গতকাল মঙ্গলবার তাঁর দপ্তরে সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান। প্রধান উপদেষ্টার সদ্য সমাপ্ত নিউইয়র্ক সফর নিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ওই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, 'নিউইয়র্কে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আমার বৈঠক হয়েছে। সর্বোচ্চ পর্যায়ে যোগাযোগ সম্ভব হয়নি। কারণ, আমাদের প্রধান উপদেষ্টা যেদিন নিউইয়র্কে পৌঁছেছেন, তার আগের দিন ফিরে গেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী।'

তৌহিদ হোসেন বলেন, 'আগামী মাসে ড. ইউনূস ও নরেন্দ্র মোদির মধ্যে একটা বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সে সময় বিমসটেকের সম্মেলন হবে। তবে প্রত্যাশিত তারিখ এখনো চূড়ান্ত হয়নি। সম্ভাবনা আছে নভেম্বরে হবে (বৈঠক), সেখানে হয়তো দ্বিপক্ষীয় যোগাযোগ হবে। এ ছাড়া আমরা বিভিন্ন পর্যায়ে যোগাযোগ করে পারস্পরিক যে উদ্বেগ আছে, সেটা সমাধানের চেষ্টা করব।'

তৌহিদ হোসেন এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনীর কৃতকর্মের জন্য দেশটি ক্ষমা চাইলে সম্পর্ক স্বাভাবিক করাটা সহজ হয়ে যাবে বলে তিনি মনে করেন।

সংস্কার কমিশনগুলোর প্রতিবেদনের পর নির্বাচনের রোডম্যাপ

কূটনৈতিক প্রতিবেদক, *ঢাকা*

অন্তর্বর্তী সরকার ছয়টি খাতে সংস্কারের জন্য ছয়টি কমিশন গঠনের ঘোষণা দিয়েছে। কমিশনগুলোর সুপারিশ উত্থাপনের পর আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপ (পথনকশা) পাওয়া যাবে।

গতকাল মঙ্গলবার পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন তাঁর দপ্তরে সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন। সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার বৈঠকে নির্বাচন নিয়ে জানতে চাওয়া হয়েছে কি না, এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, 'সবার সঙ্গে বিষয়গুলো এমনভাবে উপস্থাপন করেছি যে তাদের বেশি কিছু বলার ছিল না। কোন প্রেক্ষাপটে এ সরকার দায়িত্ব নিয়েছে...যারা এই প্রেক্ষাপটের অনুঘটক, সেই যুবসমাজ এই সরকারকে তাদের প্রত্যাশার কথা জানিয়েছে।...আমরা গোটা বিষয়টি তাদের খুলে বলেছি এবং জানিয়েছি, এরপর নির্বাচন দিয়ে আমরা এখান থেকে সরে যাব।'

৫ দেশ থেকে ফেরানো হচ্ছে রাষ্ট্রদূতদের

কূটনৈতিক প্রতিবেদক, *ঢাকা*

লন্ডনের পর এবার নয়াদিল্লি, নিউইয়র্ক, ব্রাসেলস, ক্যানবেরা ও লিসবনে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূতদের ঢাকায় ফেরানো হচ্ছে। ভারত, নিউইয়র্কে স্থায়ী মিশন, বেলজিয়াম, অস্ট্রেলিয়া ও পর্তুগালে দায়িত্ব পালনরত ওই পাঁচ রাষ্ট্রদূত/হাইকমিশনারকে বর্তমান দায়িত্ব ছেড়ে 'অনতিবিলম্বে' ঢাকায় ফেরার নির্দেশনা দিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। ওই পাঁচ কূটনীতিকের আগামী ডিসেম্বরে অবসরোত্তর ছুটিতে যাওয়ার কথা রয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন অনুবিভাগ থেকে তাঁদের এ নির্দেশনা দেওয়া হয়।

যে পাঁচ কূটনীতিককে ঢাকায় ফিরতে বলা হয়েছে, তাঁরা হলেন ভারতে নিযুক্ত হাইকমিশনার মো. মোস্তাফিজুর রহমান, নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রতিনিধি মোহাম্মদ আবদুল মুহিত, বেলজিয়ামে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মাহবুব হাসান সালেহ, অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশের হাইকমিশনার এম আল্লামা সিদ্দিকী ও পর্তুগালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত রেজিনা আহমেদ।

শিক্ষার্থীদের হাত ধরেই এগিয়ে যাবে দেশ

প্রথম আলো ডেস্ক

'জীবনে সফল হতে হলে ভালো শিক্ষার্থীর পাশাপাশি ভালো মানুষ হওয়া খুব জরুরি। তোমরা মেধাবী, তোমাদের হাত ধরেই এগিয়ে যাবে দেশ। তোমরাই আগামী দিনের বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করবে। তোমাদের হাতে দেশ যেন পথ না হারায়।'

শিখো-প্রথম আলো কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে এ কথা বলেন অতিথিরা। গতকাল মঙ্গলবার শরীয়তপুর, বরগুনা, মাদারীপুর ও লালমনিরহাটে এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

পদক হাতে শিক্ষার্থীদের উচ্ছ্বাস। গতকাল লালমনিরহাট জেলা পরিষদ মিলনায়তনে। মঈনুল ইসলাম

গায়কের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইছে শিক্ষার্থীরা। গতকাল বরগুনা জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে। ছবি : সাইয়ান

সন্তানের সহপাঠীদের সঙ্গে ছবি তুলছেন এক কৃতী শিক্ষার্থীর মা। গতকাল মাদারীপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে। ছবি : অজয় কুন্ডু

খুদে শিল্পীদের নৃত্য পরিবেশন। গতকাল শরীয়তপুর পৌরসভা মিলনায়তনে। ছবি : আলীমুজ্জামান

শরীয়তপুর

বৈরী আবহাওয়া উপেক্ষা করে সকাল থেকেই শরীয়তপুর পৌর মিলনায়তনে জড়ো হতে থাকে কৃতী শিক্ষার্থীরা। জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সকাল ১০টায় শুরু হয় মূল আয়োজন। এরপর ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

স্বাগত বক্তব্য দেন *প্রথম আলোর* শরীয়তপুর প্রতিনিধি সত্যজিৎ ঘোষ। শরীয়তপুরের নড়িয়া সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ মাকসুদা খাতুন বলেন, 'দেশে সংস্কার চলছে। সুন্দর দেশ গড়তে আমাদের সন্তানদের সব ক্ষেত্রে সংস্কারে এগিয়ে আসতে হবে।'

সরকারি গোলাম হায়দার খান মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ ওয়াজেদ কামাল বলেন, 'আজকের সংবর্ধনা তোমাদের অনুপ্রেরণার একটি অনুষঙ্গ। কিন্তু এটা জীবনের প্রথম সাফল্য, তা মাথায় রেখে আগামীর জন্য সুন্দর ও উজ্জ্বল জীবন গড়তে হবে।'

আরও বক্তব্য দেন *প্রথম আলোর* ফরিদপুরের নিজস্ব প্রতিবেদক প্রবীর কান্তি বালা। মাদকের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের শপথ করান শরীয়তপুর সরকারি কলেজের শিক্ষক শাহিন সরকার।

বরগুনা

সকাল থেকে শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে আসতে শুরু করে শিক্ষার্থীরা। ১০টায় শুরু হয় অনুষ্ঠান। প্রথম আলো বন্ধুসভা বরগুনার উপদেষ্টা তারিক বিন আনসারীর সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য দেন *প্রথম আলোর* বরগুনা প্রতিনিধি মোহাম্মদ রফিক।

খুলনা আজম খান কমার্স কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ প্রতাপ চন্দ্র বিশ্বাস শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, 'জ্ঞানকে শাণিত করতে বই পড়তে হবে। প্রতিভা হচ্ছে ছুরির ফলার মতো। ছুরি দিয়ে যদি কাজ না করা হয়, তাহলে তাতে মরিচা ধরে। মেধাও তেমনি, মেধাকে শাণ দিতে হয়।'

বরগুনা সরকারি মহিলা কলেজের সহকারী অধ্যাপক খালেদা জান্নাতি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, 'শিক্ষার্থীরা দেশের সব অন্যায়-অনিয়ম দূর করতে পারে। সম্প্রতি শিক্ষার্থীরা আন্দোলনের মধ্যেমে অধিকার আদায় করে তার নজির তৈরি করেছে।'

আরও বক্তব্য দেন বরগুনা কলেজিয়েট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শাহজাহান মিয়া, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সংগঠিত গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচির নির্বাহী পরিচালক মুনীর চৌধুরী প্রমুখ।

মাদারীপুর

জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে জাতীয় সংগীত পরিবেশন ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে সকাল ১০টায় শুরু হয় মূল অনুষ্ঠান। স্বাগত বক্তব্য দেন *প্রথম আলোর* মাদারীপুর প্রতিনিধি অজয় কুন্ডু।

ইউনাইটেড ইসলামিয়া সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. ফরিদুল ইসলাম বলেন, 'জীবনে সফল হতে হলে ভালো শিক্ষার্থীর পাশাপাশি ভালো মানুষ হওয়া খুব জরুরি। ভালো মানুষ হতে হলে ভালো লেখকের বই বেশি বেশি পড়তে হবে। তোমরা মেধাবী, তোমাদের হাত ধরে এগিয়ে যাবে দেশ। তোমরাই আগামীর বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করবে। তোমাদের হাতে দেশ যেন পথ না হারায়।'

শিক্ষার্থীদের মাদক, মুখস্থ ও মিথ্যাকে 'না' বলার শপথবাক্য পাঠ করান কুষ্টিয়ার *প্রথম আলোর* নিজস্ব প্রতিবেদক তৌহিদী হাসান। বক্তব্য দেন ইউনাইটেড ইসলামিয়া সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের মহাদেব বর্মণ, মাদারীপুর সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ হিতেন চন্দ্র মণ্ডল প্রমুখ। আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে চলে গান ও নৃত্য পরিবেশন।

লালমনিরহাট

সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শুরুর অনেক আগে থেকে জেলা পরিষদ মিলনায়তনে আসতে শুরু করে শিক্ষার্থীরা। জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সকাল ১০টায় শুরু হয় মূল অনুষ্ঠান। এরপর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

স্বাগত বক্তব্যে *প্রথম আলো* সম্পাদকের লিখিত বক্তব্য পাঠ করে শোনান *প্রথম আলোর* লালমনিরহাট প্রতিনিধি আবদুর রব। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বক্তব্য দেন জেলা উন্নয়ন আন্দোলন পরিষদের আহ্বায়ক সুপেন্দ্র নাথ দত্ত, শিক্ষক আবু হাসনাত, নারী অধিকার সংগঠক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব স্বপ্না জামান প্রমুখ। অতিথিরা বলেন, মেধাবী ও কৃতী শিক্ষার্থীদের মেধা জাতির সেবায় কাজে লাগাতে হবে, শুধু নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকলে চলবে না। অনিয়ম ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে এগিয়ে আসতে হবে, নেতৃত্ব দিতে হবে। তাহলেই দেশের সত্যিকারের উন্নতি হবে।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন আরডিআরএস বাংলাদেশ লালমনিরহাটের দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্রের দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী সংগীতশিল্পী পূজা রায়, আরশী নগর বাংলাদেশের শাহানুর ইসলাম এবং মন্দিরা শিল্পীগোষ্ঠীর সুজন চক্রবর্তী ও ঐশিকা বর্মণ।

'স্বপ্ন দেখো জীবন গড়ো' স্লোগানে ৬৪টি জেলায় জিপিএ-৫ উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এবারের উৎসবটি পাওয়ার্ড বাই বিকাশ। সহযোগিতায় কনকর্ড গ্রুপ, ফ্রেশ, বহুব্রীহি, সানকুইক, কনকা-গ্রি, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড, ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটির বাংলাদেশ শাখা ক্যাম্পাস, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ, এটিএন বাংলা ও প্রথম আলো বন্ধুসভা।

করোনা শনাক্ত ২ জনের

দেশে গতকাল সকাল আটটা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় ২ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। কারও মৃত্যু হয়নি। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

নোয়াখালীতে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলায় খালাস পেলেন তারেক রহমান

নিজস্ব প্রতিবেদক, *নোয়াখালী*

নোয়াখালীতে হওয়া রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা থেকে খালাস পেয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। গতকাল মঙ্গলবার জেলার বিশেষ আদালতের বিচারক আহছান তারেক মামলার চূড়ান্ত শুনানি শেষে তারেক রহমানকে খালাস দেন।

এ সময় আদালত প্রাঙ্গণে বিএনপিপন্থী আইনজীবীসহ দলীয় নেতা-কর্মীরা রায়ের মধ্য দিয়ে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন।

আসামিপক্ষের আইনজীবী ও বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য এ বি এম জাকারিয়া বলেছেন, চূড়ান্ত শুনানি শেষে তারেক রহমানকে খালাস দিয়েছেন আদালত। মিথ্যা মামলা দেওয়ায় জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক একরামুল হকের বিরুদ্ধে শিগগির আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ মামলার মধ্য দিয়ে বিএনপির নেতা-কর্মীদের অসম্মানিত করা হয়েছে। অপমানিত করা হয়েছে।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, ২০১৪ সালের ২৩ ডিসেম্বর যুবলীগ নেতা একরামুল হক তারেক রহমানসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ এনে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে নালিশি মামলার আবেদন করেন। আবেদনটি আদালত থেকে ২৭ ডিসেম্বর বেগমগঞ্জ থানায় পাঠানো হয়।

দুর্গাপূজা নির্বিঘ্ন করতে পদক্ষেপ নেবে সরকার

ব্রিফিংয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, সরকার আশা করছে, এবারের পূজা সবচেয়ে নির্বিঘ্ন হবে এবং সবচেয়ে ভালো হবে।

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

আসন্ন দুর্গাপূজা যাতে নির্বিঘ্নে হতে পারে, এ জন্য যত ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া দরকার, তা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। তিনি বলেন, সরকার আশা করছে, এবারের পূজা সবচেয়ে নির্বিঘ্ন হবে এবং সবচেয়ে ভালো হবে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে সচিবালয়ে আইনশৃঙ্খলাবিষয়ক উপদেষ্টা কমিটির দ্বিতীয় সভা শেষে সংবাদ ব্রিফিং করেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। তিনি বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের আইনশৃঙ্খলাবিষয়ক উপদেষ্টা কমিটিরও সভাপতি।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খুব ভালো বলা যাবে না, তবে সন্তোষজনক। এটাকে কীভাবে ভালো করা যায়, তা নিয়ে আইনশৃঙ্খলাবিষয়ক উপদেষ্টা কমিটির সভায় আলোচনা হয়েছে। যত দিন যাবে, পরিস্থিতির তত উন্নতি হবে বলেও জানান স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা।

এক প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, পুলিশের যেসব সদস্য এখনো কাজে যোগ দেননি, তাঁদের আইনের আওতায় আনতে হবে। তাঁদের আর পুলিশ বলবেন না জানিয়ে তিনি বলেন, তাঁরা অপরাধী হিসেবে গণ্য হবেন।

এদিকে গতকাল বিকেলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তির তথ্য অনুযায়ী, সারা দেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে করণীয় নিয়ে আইনশৃঙ্খলাবিষয়ক উপদেষ্টা কমিটির সভায় আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি আসন্ন দুর্গাপূজা ঘিরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও কথা হয়েছে।

এ ছাড়া পার্বত্য জেলাগুলোর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং সশস্ত্র গ্রুপের অপতৎপরতা রোধে করণীয়, সন্ত্রাসী কার্যক্রম ও জঙ্গি প্রতিরোধ, অস্ত্র জমা ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে অভিযান পরিচালনা, বিভিন্ন মাজার-দরগাহর নিরাপত্তা, মাদকের অপব্যবহার রোধে ব্যবস্থা, পোশাক কারখানা, ওষুধশিল্পসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপতৎপরতা রোধে করণীয় নিয়েও সভায় আলোচনা হয়। আলোচনায় মিয়ানমার সীমান্ত পরিস্থিতি ও রোহিঙ্গা ক্যাম্পের আইনশৃঙ্খলার বিষয়টিও এসেছিল।

সাংবাদিক সীমান্ত খোকনের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সীমান্ত খোকন

রাজধানীর চামেলীবাগের বাসা থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় সাংবাদিক সীমান্ত খোকনের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি এনটিভির বার্তা সম্পাদক ছিলেন। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে তাঁর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়।

পল্টন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নাসিরুল আমীন *প্রথম আলো*কে বলেন, সাংবাদিক সীমান্ত খোকন আত্মহত্যা করেছেন। তবে তাঁর মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে কোনো তথ্য জানা যায়নি। মরদেহটি এখন ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে রাখা হয়েছে।

সীমান্ত খোকন জাতীয় প্রেসক্লাবের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ছিলেন। তাঁর গ্রামের বাড়ি কিশোরগঞ্জের তাড়াইল উপজেলার দামিহা ইউনিয়নে। তিনি স্ত্রী, দুই ছেলে ও এক মেয়েকে নিয়ে ওই বাসায় থাকতেন।

সহকর্মীরা বলছেন, নানা বিষয় নিয়ে মানসিকভাবে কিছুটা হতাশাগ্রস্ত ছিলেন সীমান্ত খোকন। তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। কয়েক দিন ধরে নিজের ঘর থেকে খুব একটা বেরও হতেন না। গতকাল দুপুর থেকে তাঁর ঘরের দরজা বন্ধ ছিল। সাড়াশব্দ না পেয়ে বেলা দেড়টার দিকে চাবি দিয়ে দরজা খুলে তাঁকে ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখা যায়।

এনটিভি অনলাইনের খবরে বলা হয়, আজ বুধবার (২ অক্টোবর) সকাল ১০টায় জাতীয় প্রেসক্লাবে তাঁর জানাজা হবে। পরে তাঁর কর্মস্থল এনটিভিতে শ্রদ্ধা জানানো হবে। এরপর তাঁর গ্রামের বাড়ির পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হবে।

প্রবাসী আয় বেড়েছে ৮০%

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বাড়ানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক। তবে আগে সেই চেষ্টা খুব বেশি সাফল্যের মুখ দেখেনি।

আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ১৪ আগস্ট বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব নেন বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) নির্বাহী পরিচালক আহসান এইচ মনসুর। দায়িত্ব নিয়েই তিনি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠক করে ব্যাংক খাতের উন্নয়নে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেন। এর মধ্যে অন্যতম ছিল ডলার-সংকট কাটাতে আন্তব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ব্যান্ড ১ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে আড়াই শতাংশ করা। তাতে বিনিময় হার নির্ধারণের ক্রলিং পেগ ব্যবস্থায় ডলারের মধ্যবর্তী দাম ১১৭ থেকে সর্বোচ্চ ১২০ টাকা পর্যন্ত বাড়াতে পারছে ব্যাংকগুলো। প্রণোদনা দিয়ে ব্যাংকগুলো এখন ১২২ টাকার বেশি দামে প্রবাসী আয় কিনছে। ফলে বাড়ছে প্রবাসী আয়।

বিভিন্ন ব্যাংকের ট্রেজারি বিভাগের কর্মকর্তারা জানান, দাম অতিরিক্ত বাড়িয়ে প্রবাসী আয় কেনার যে প্রতিযোগিতা ছিল, এখন তা অনেকটা কমে এসেছে। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কড়াকড়ি কমায় ব্যাংকগুলোর সবার জন্য সমান সুযোগ তৈরি হয়েছে। এতেও প্রবাসী আয় বাড়ছে।

গত জুলাই মাসে কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময় প্রবাসী আয় কমে যায়। বৈধ পথে প্রবাসী আয় দেশে না পাঠানোর প্রচারণাও চলে কোনো কোনো দেশে। তবে দেশে সরকার পরিবর্তন ও ডলারের দাম নিয়ে নতুন সিদ্ধান্তের পর প্রবাসী আয় ইতিবাচক ধারায় ফেরে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে, ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশে ২১ দশমিক ৬১ বিলিয়ন বা ২ হাজার ১৬১ কোটি ডলারের প্রবাসী আয় এসেছিল। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২৩ দশমিক ৯১ বিলিয়ন বা ২ হাজার ৩৯১ কোটি ডলারে।

গত সেপ্টেম্বর মাসে সবচেয়ে বেশি প্রবাসী আয় এসেছে ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে, ৪০ কোটি ডলার। এর পরের অবস্থানে ছিল অগ্রণী ব্যাংক, ট্রাস্ট ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, জনতা ব্যাংক ও সিটি ব্যাংক।

ব্যাংকের শীর্ষ নির্বাহীদের সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশের (এবিবি) ভাইস চেয়ারম্যান ও সিটি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাসরুর আরেফিন *প্রথম আলো*কে বলেন, প্রবাসী আয় বাড়ছে, তবে যে পরিমাণ বাংলাদেশি প্রবাসে কর্মরত আছেন, তাতে অন্তত ৩৫০ কোটি ডলার আয় আসতে পারে। এ ছাড়া অনেক সময় ১২০ টাকায়ও প্রবাসী আয়ের ডলার পাওয়া যাচ্ছে না। মধ্যপ্রাচ্য থেকে ১২২ টাকা ৫০ পয়সা দামে ডলার আনতে হচ্ছে।

মাসরুর আরেফিন আরও বলেন, ডলারের চাহিদা কত, কিংবা বৈদেশিক দায় মেটাতে সরকার ও ব্যাংকগুলোর কত ডলার প্রয়োজন, তার হিসাব করা হচ্ছে না। ডলারের ন্যায্য দাম ঠিক করে সরকারি প্রণোদনা অব্যাহত রাখা হলে প্রতি মাসে প্রবাসী আয় ৩৫০ কোটি ডলারে পৌঁছাবে।

কঠিনতম চ্যালেঞ্জে কঠিনতম শিক্ষা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বৃষ্টিতে প্রথম দিনের অর্ধেকের বেশি এবং এরপর পুরো দুই দিন খেলা না হওয়ার পরও রীতিমতো হেসেখেলে জয়। যেটির ময়নাতদন্তের কারণ বলছে একটাই—বাংলাদেশের ব্যাটিং-ব্যর্থতা।

এমন ব্যাটিং নাকি কখনোই দেখেননি। সিরিজ-সেরা হয়ে সংবাদ সম্মেলনে আসা রবিচন্দ্রন অশ্বিনের কণ্ঠেও একই রকম বিস্ময়। রোহিত শর্মা দ্রুত রান তুলে বাংলাদেশকে চাপে ফেলতে চান, এই পরিকল্পনা সবার জানা ছিল। কিন্তু তাই বলে এমন ব্যাটিং!

ঘোর লাগা, বিস্ময়জাগানিয়া সেই ব্যাটিংয়ের জন্যই বাংলাদেশ-ভারতের এই টেস্ট সিরিজটি অনেক দিন মনে থাকবে। বাংলাদেশ দলের ক্রিকেটারদের জন্য যা কঠিনতম শিক্ষাও হয়ে থাকবে। পাকিস্তানের বিপক্ষে তাদের মাটিতে টেস্ট সিরিজ জিতলেও ভারত যে ভিনগ্রহের টেস্ট ক্রিকেট খেলছে, অনেক মূল্য দিয়ে সেটি বুঝেছে বাংলাদেশ দল। গতকাল বাংলাদেশ ১৪৬ রানে অলআউট হয়ে যাওয়ার পর ৯৫ রানের লক্ষ্যে খেলতে নেমে সেই রানও ১৭.২ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে টপকে গেছে ভারত। বৃষ্টিতে প্রথম দিনের অর্ধেকের বেশি এবং এরপর পুরো দুই দিন খেলা না হওয়ার পরও রীতিমতো হেসেখেলে জয়। যেটির ময়নাতদন্তের কারণ বলছে একটাই—বাংলাদেশের ব্যাটিং-ব্যর্থতা।

চেন্নাই টেস্টের গল্পটাও একই রকম ছিল। সিরিজে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে একটু ধারাবাহিক শুধু নাজমুল হোসেন ও মুমিনুল হক। কিছু রান এসেছে সাদমান ইসলামের ব্যাট থেকে। ভারতের মতো দলের বিপক্ষে তাদেরই মাটিতে মাত্র তিন ব্যাটসম্যানের ছোট ছোট অবদানে তো আর ম্যাচ জেতা যায় না। যে মিডল অর্ডারের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশকে পাকিস্তানে সাফল্য এনে দিয়েছিল, সেই মিডল অর্ডার থেকে কিছুই পায়নি বাংলাদেশ। সিরিজজুড়ে রান-খরায় ভুগেছেন মুশফিকুর রহিম, লিটন দাস ও সাকিব আল হাসান। যে কারণে টেস্ট জয়ের প্রথম শর্তটা পূরণ করতে পারেনি বাংলাদেশ দল। বোলারদের মধ্যে হাসান মাহমুদের চেন্নাই টেস্টের ৫ উইকেট এই সফরের অর্জনের খাতায় লেখা থাকবে। দুই টেস্টেই মিরাজের সাহসী বোলিং প্রশংসিত হয়েছে। ৯ উইকেট নেওয়া মিরাজ আছেন সিরিজের সেরা উইকেটশিকারিদের তালিকার চারে।

বাংলাদেশ দলের প্রধান কোচ চন্ডিকা হাথুরুসিংহে প্রতিপক্ষের বিশ্বমানের বোলিংকে ব্যাটিং-ব্যর্থতার কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের কঠিন চ্যালেঞ্জগুলোর একটি ভারতে এসে ভারতের বিপক্ষে খেলা। সিরিজ শুরুর আগের এই আলোচনা ভারতের কাছে ধবলধোলাইয়ের পর আরও একবার মনে করিয়ে দিলেন হাথুরুসিংহে। কাল কানপুরে সংবাদ সম্মেলনে হাথুরুসিংহেকে ভারত সিরিজে দলের পারফরম্যান্স মূল্যায়ন করতে বলা হলে একটু ভেবে তিনি বলেন, 'আমরা একেবারেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারিনি। আমি দুই দলের দক্ষতার পার্থক্য দেখতে পেয়েছি। আমাদের অনেক উন্নতি করতে হবে।'

উন্নতিটা যে শুধু খেলোয়াড়দেরই করতে হবে, তা নয়। ভারতের ক্রিকেট অবকাঠামো আর অনুশীলনের সুযোগ-সুবিধার কথাও উল্লেখ করেছেন বাংলাদেশ দলের কোচ, 'শুধু এই দলটাকে উন্নতি করলেই হবে না। এটা তো একদম শীর্ষ পর্যায়ের কথা বলছি। আমাদের নিচের ধাপ থেকে উন্নত হতে হবে। যখন আপনার ঠিকঠাক ভিত না থাকবে, তখন আপনি পারফরম্যান্স প্রত্যাশা করতে পারেন না।' পরে আবার ভারতকে প্রশংসায় ভাসিয়ে বলেছেন, 'আমরা এখন বড় দলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি। কিন্তু ভারত একেবারে অন্য জায়গায় পৌঁছে গেছে। শুধু এই একাদশে নয়, ওদের প্রতিযোগিতার মাত্রাটা সবখানেই অনেক বেশি। তাদের প্রক্রিয়া, কাঠামো, সুযোগ-সুবিধা এত উন্নত হয়েছে, যা অকল্পনীয়। এটাই আমাদের শিক্ষা।'

মাঠের খেলায়ও ভারতের আকাশছোঁয়া আত্মবিশ্বাসের প্রতিফলন স্পষ্ট। অবিশ্বাস্য ওই আক্রমণাত্মক ব্যাটিং তো আর প্রবল আত্মবিশ্বাস না থাকলে করা যায় না। হাথুরুসিংহে তো ২৮৫ রানে ভারতের প্রথম ইনিংস ঘোষণায়ও বেশ অবাক হয়েছেন, 'ভারত যেভাবে খেলেছে, তা আমি আগে কখনো দেখিনি। সব কৃতিত্ব রোহিত আর তাঁর দলের। ওরা এই ম্যাচ থেকেও ফল বের করে নিয়েছে।'

পাকিস্তানকে তাদেরই মাটিতে ধবলধোলাই করার আত্মবিশ্বাস নিয়ে ভারতে এসেছিল বাংলাদেশ দল। তারপরও জানাই ছিল, ভারত অন্য ব্যাপার। সিরিজ হার নিয়ে তাই খেলোয়াড়দের বেশি চাপের মুখে ফেলতে চান না কোচ, 'আমরা পাকিস্তানকে হারিয়ে এখানে এসেছি। আমরা এ-ও জানতাম, ভারতে চ্যালেঞ্জটা আরও কঠিন হবে। এ জন্যই আমি পারফরম্যান্সের সঙ্গে আবেগ মেশাতে চাই না। পাকিস্তানে জেতার পরও আমরা তা করিনি। এখানে হারার পরও সেটা করতে চাইব না।'

সেই সুযোগও নেই। সপ্তাহ তিনেক পরই দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ। সেটি শেষ হতে না হতেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর। ভারতের ব্যর্থতাকে তাই শুধু 'শিক্ষা' হিসেবেই নিয়ে সামনে এগোতে চায় বাংলাদেশ।

“ কেবল রাষ্ট্র সংস্কার করলেই তো হবে না। দলগুলোর ভেতরেও সংস্কার দরকার।
মাহফুজ আলম
প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী

এই অভ্যুত্থান নিজেই একটা বড় মীমাংসা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সাংস্কৃতিক ফল্টলাইনে (বিভাজক রেখায়) বাংলাদেশকে বিভক্ত করে রাখা হয়েছে। এই বিভাজক রেখা নিয়ে বিভিন্ন ক্রীড়নকেরা ভূমিকা রাখছে। আমাদের তাই চিন্তা ছিল এই বিভাজক রেখাকে কীভাবে মুছে ফেলা যায়, কীভাবে এর মীমাংসা করা যায়। গত ৫০ বছরে এর মীমাংসা হয়নি, কিন্তু আমাদের চেষ্টা ছিল।

প্রথম আলো : আপনারা কী চেষ্টা করেছিলেন?

মাহফুজ আলম : আমরা কিছু পাঠচক্র ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করি। জোনাকি গলির কারখানার ব্যানারে ফিল্ম অ্যাকটিভিজম করি। নাগরিক কমিটির বর্তমান আহ্বায়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী সীমান্ত-হত্যা বন্ধের দাবিতে ৫৪ দিন একটানা রাজু ভাস্কর্যে অবস্থান করেছিলেন। সে অবস্থানের সমর্থনে আমরা পুস্তিকা আর পত্রিকা বের করেছি। আবার বুয়েটের আবরার ফাহাদের হত্যাকাণ্ড নিয়ে আটস্তম্ভ প্রস্তাব করেছিলাম। সেগুলোর ভাবার্থ ছিল নিছক ভারত-বিরোধিতা না করে কীভাবে বাংলাদেশ রাষ্ট্র হিসেবে শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে।

আমরা পড়াশোনা করলাম, নানাজন নানা উদ্যোগ নিল। দেখলাম, এভাবে হচ্ছে না। ২০২১ সালে অক্টোবর মাসে আমরা ‘গুরুবার আড্ডা’ নামে পাঠচক্র শুরু করলাম। প্রথমে নাহিদ ইসলামসহ আমরা ছিলাম চারজন। পরে আবু বাকের মজুমদারসহ আরও তিনজন যুক্ত হলেন।

গুরুবার, মানে বৃহস্পতিবার আমাদের আড্ডাটা বসত। আমরা নানা প্রশ্ন নিয়ে ভাবতাম—রাষ্ট্র, সমাজ, দর্শন, ইতিহাস আর ধর্মতত্ত্ব, যেটা অনেকে বাদ দিয়ে যান। আমরা কামরুদ্দীন আহমেদের লেখা যেমন পড়েছি, তেমনই লেনিনের বা ইসলামি রাষ্ট্রভাবনার বাস্তবতা নিয়েও আলোচনা করেছি। রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, ইকবালকে নিয়ে আলোচনা করেছি। এভাবে আমরা চিন্তা ও সাংস্কৃতিক রাজনীতির ব্যবধান যতটা সম্ভব কমিয়ে আনার চেষ্টা করেছি। ছাত্রদের বিভিন্ন আন্দোলনে আমরা ছিলাম। আবার বড় বড় আন্দোলন হলে তার তাত্ত্বিক ভিত্তি দেওয়ারও চেষ্টা করেছি।

প্রথম আলো : আন্দোলনের সূচনা হলো কোটা সংস্কার নিয়ে। একপর্যায়ে সেটা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনার পদত্যাগের এক দফায় গিয়ে পৌঁছাল। ধাপে ধাপে আন্দোলনটা যে সেখানে গিয়ে পৌঁছাল, তার কি কোনো গোপন লক্ষ্য আগে থেকেই ছিল?

মাহফুজ আলম : আমাদের প্রাথমিক বাসনা ছিল সারা বাংলাদেশে ছাত্রশক্তিকে বিস্তৃত করা। ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে কোটা সংস্কার আন্দোলন হলে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েই ছাত্র সংসদ নির্বাচনের সুযোগ তৈরি হবে। কিছু নেতৃত্বও তুলে আনা যাবে। তবে দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যে সরকারের পতনের বিষয়টি তো ছিলই। আমাদের ভাবনা ছিল ছাত্রশক্তি আগে শক্তিশালী হবে। তারপর আমরা রাজনৈতিকভাবে আবির্ভূত হব। সাংস্কৃতিক পরিসর, কলকারখানা, বিদ্যায়তন—সবগুলো ক্ষেত্রেই আমরা সম্পৃক্ত হব।

৫ জুন থেকে ১ জুলাই পর্যন্ত সময়টা ছাত্রশক্তির সদস্যরা বাংলাদেশে আন্দোলনের সাংগঠনিক বিস্তার ঘটালেন। ১ জুলাই থেকে ১৪ জুলাই পর্যন্ত আমরা সেই অর্থে কোনো রাজনৈতিক, এমনকি বুদ্ধিবৃত্তিক সমর্থনও পাইনি। সবাই ভেবেছিল, নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোনো আঁতাত আছে। কিন্তু অভিনব কর্মসূচির কারণে দিনে দিনে ক্যাম্পাসে আর নগরাঞ্চলে আন্দোলনের শক্তি বেড়ে যাচ্ছিল। আমরা ভাবছিলাম, একে বড় একটা ছাত্র-নাগরিক আন্দোলনে পরিণত করে তোলা যায় কি না। আমাদের লক্ষ্য ছিল ২০২৬ সাল, কিন্তু সুযোগ তৈরি হলে এখনই কেন নয়!

প্রথম আলো : কখন মনে হলো যে সুযোগটা চলে এসেছে?

মাহফুজ আলম : ৬ জুলাই বাংলা ব্লকেড ঘোষণা করার পরে। বাংলা ব্লকেড কর্মসূচিটা বিশ্লেষণ করলে দেখবেন, এতে অনেক বেশি জনসম্পৃক্ততা ঘটে গেছে। আমরা সবাই মিলে ছাত্রশক্তির একটা ধারণাপত্র লিখেছিলাম। শুরুতে এ অভ্যুত্থানকে আমরা বলেছিলাম ছাত্র-নাগরিক অভ্যুত্থান। এর মূলে ছিল ছাত্রশক্তির ছাত্র-নাগরিক সংহতির ধারণা। সেই সংহতির পরিকল্পনা অনুযায়ী বাংলা ব্লকেড কর্মসূচি সাজানো হয়েছিল। কর্মসূচিটা বিশ্লেষণ করলে দেখবেন, ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে ছাত্ররা চলে গেল। নাগরিকেরা এসে যোগ দিল। গত ১৬ বছরে কিন্তু এটা সম্ভবপর হয়নি।

প্রথম আলো : আপনাদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের একাত্মতা আপনারা কখন উপলব্ধি করলেন?

মাহফুজ আলম : বাংলা ব্লকেডের পরের সপ্তাহজুড়ে। আগের ১৫ বছরে রাজনৈতিক দলগুলোর জনমুখী সংযোগ আমরা ঘটাতে পারিনি। বাংলা ব্লকেডের মাধ্যমে ঢাকা শহরের জনসমর্থন আদায় করতে সমর্থ হলাম। এত দিন যারা প্রতিবাদ করতে পারেনি, তারা প্রতিবাদ জানাতে শুরু করল। সরকার তখনো ছাত্রদের ওপর সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে পারেনি। আমরা সেই সুযোগটা গ্রহণ করেছি। আন্দোলনে ছাত্রসংগঠনের সদস্যরা তাঁদের রাজনৈতিক পরিচয়ের বাইরে এসে সমন্বয়ক ও কর্মী হিসেবে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হতে শুরু করলেন। আমরাও চেয়েছি সবাই থাকুক, গণ-আন্দোলন হোক। এ আন্দোলন ব্যর্থ হলে ছাত্রশক্তিই বা কীভাবে টিকে থাকবে! ফলে আন্দোলনের মধ্য দিয়েই আমরা স্লোগানগুলো বানাচ্ছিলাম। আমাদের পরিকল্পনা ছিল স্লোগানগুলোকে জাতীয় স্তরে গ্রহণযোগ্য করে তোলা। নইলে পরবর্তী সময়ে আমরা রাজনীতি করে টিকে থাকতে পারব না।

প্রথম আলো : ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নানা স্তরের মানুষ যুক্ত হয়েছিল—ছাত্র, শ্রমিক, পাহাড়ি, নারী—বিচিত্র ধরনের। সেখান থেকে আপনি কী পাঠ করলেন?

মাহফুজ আলম : এই গণ-অভ্যুত্থানকে আমি অনেক কিছুর মীমাংসা আকারে দেখি। সাংস্কৃতিক প্রশ্নে মীমাংসা, আদর্শিক প্রশ্নে মীমাংসা। বড় একটা স্ফুরণ ঘটিয়ে মীমাংসাগুলো হয়তো নানা দিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গিয়েছে। তবে অভ্যুত্থান নিজেই একটা বড়সড় মীমাংসা বা বন্দোবস্ত ছিল।

প্রথম আলো : প্রশ্নটা অন্যভাবে করি। যেকোনো অভ্যুত্থানে দুইটা দিক থাকে—একটা পতন, আরেকটা পত্তন। প্রথমটা অর্জিত হয়েছে। পত্তনের অর্থে এই আন্দোলনে নাগরিকদের নানা আকাঙ্ক্ষার অলিখিত ইশতেহারটা কী?

মাহফুজ আলম : নতুন বাংলাদেশে অনেকেই অনেক কিছু দেখতে চায়। তরুণেরা প্রাথমিকভাবে চায় প্রতিনিধিত্ব। শুধু নির্বাচনে নয়, সবখানেই। তারা বাক্‌স্বাধীনতা চায়। গণতান্ত্রিক শিল্পী-সাহিত্যিকেরা কথা বলতে চায়। দিনমজুর চায় প্রতিদিনের প্রাপ্য মজুরি। পাহাড়ি জনগোষ্ঠীরও নিজস্ব আকাঙ্ক্ষা আছে। শুরুর দিকে না নামলেও পরের দিকে আলেমরা নেমে পড়ল। গোষ্ঠী আকারে গত ১৫ বছরে তারা নিপীড়িত হয়েছে। আন্দোলনে যখন কমপ্লিট শাটডাউন চলছে, তখন শ্রমিকদের একটা বড় অংশকে আমরা দেখলাম। ১৫ বছর ধরে শ্রেণি আকারে তারা নিপীড়িত হয়েছে। সবাই একটা চূড়ান্ত বদ্ধ দশা থেকে মুক্তি চাইছিল। নইলে কি কেউ মরার জন্য বুলেটের সামনে বুক পেতে দেয়?

এই আন্দোলনে মেয়েদের সম্পৃক্ততা ছিল বিরাট। এখন অনেকে ভুলে গেলেও এ কথাটা সত্য যে মেয়েরা না থাকলে এই আন্দোলন কোনোভাবেই সফল হতো না। ১০ শতাংশ কোটা থাকা সত্ত্বেও মেয়েরা এসে বলল, আমরা কোটা চাই না। কেন? কারণ তাদের আত্মমর্যাদায় লাগছিল। এই লড়াইটা আত্মমর্যাদাবোধেরও ছিল। শেখ হাসিনা দেশের আপামর মানুষের আত্মমর্যাদা ভেঙে ফেলেছিল। আন্দোলনকারীরা যে নিজেদের ‘রাজাকার’ হিসেবে স্লোগান দিল, সেটা কিন্তু ‘রাজাকার’ বলে তাদের আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত দেওয়া হয়েছে বলেই। সুতরাং এ আন্দোলনকে আপনি মর্যাদাবোধের পুনরুদ্ধার প্রকল্প আর নানা শ্রেণি-আকাঙ্ক্ষা ও প্রতিনিধিত্বের বহিঃপ্রকাশ হিসেবেও দেখতে পারেন।

প্রথম আলো : নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের কথা শোনা যাচ্ছে। অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে নাগরিকেরা কোন ধরনের রাষ্ট্র দেখতে চাইছে?

মাহফুজ আলম : রাষ্ট্রের একটা থাকে ওপরের দিক, আরেকটা অন্তস্তলের দিক। অন্তস্তল ঠিক না করে উপরিতল ঠিক করার অর্থ হলো পুরোনো ময়লার ওপর নতুন চাদর বিছিয়ে দেওয়া। মানুষ কেবল ক্ষমতার পালাবদল চাইছে না, বরং ক্ষমতা-কাঠামোর পালাবদলের বন্দোবস্ত চাইছে। তারা চায় আত্মসম্মান আর সমতা। সাংস্কৃতিক ও আদর্শগত জায়গায় বিভাজনের রাজনীতির একটা মীমাংসা তারা চায়। এমন এক পরিসর চায় যেখানে সবাই সবার কথা বলতে পারবে, প্রত্যেকের কণ্ঠস্বর শোনা যাবে। কোনো রকমের যদি আর কিন্তু ছাড়াই মৌলিক মানবাধিকার আর নাগরিক অধিকার তারা ভোগ করবে। ভাবাদর্শিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক—মোটা দাগে আগের সরকারের এই চারটি বন্দোবস্তকে পরিপূর্ণভাবে ফেলে দিয়ে নতুন বন্দোবস্তের দিকে যেতে হবে।

প্রথম আলো : আপনারা বলছেন পুরোনো ব্যবস্থা বহাল রেখে নির্বাচনে গেলে অন্য দল এলেও তারা অগণতান্ত্রিক রূপ ধারণ করবে। এ অবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থানকে কী চোখে দেখছেন?

মাহফুজ আলম : বিএনপি ও জামায়াত গত ১৫ বছরে অনেক নিপীড়নের শিকার হয়েছে। তারা এখন ক্ষমতার হিস্যা নিতে চাইবে, এটাই স্বাভাবিক। আবার যারা বাংলাদেশে নতুন রাজনীতির আকাঙ্ক্ষায় গণ-অভ্যুত্থান করেছে, তারাও যে আন্তদলীয় সংস্কার চাইবে, এটাও তো স্বাভাবিক। কেউ কেউ এসে দাবি করছে, এই আন্দোলনে একমাত্র তারাই ছিল। কিন্তু একমাত্র বলে তো কেউই ছিল না। আন্দোলনটা ছিল প্রবহমান নদীর মতো। নানা স্রোত এসে তাতে মিশেছে। এখন যমুনা আর মেঘনার স্রোতোধারার সব আলাদা আলাদা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এর মধ্যেও একটা ঐক্য আছে। রাজনৈতিক দলগুলো তাদের পুরোনো অভ্যাস ও সংস্কৃতি বজায় রাখতে চাইবে। অথচ আমাদের ঘোষিত লক্ষ্য ছিল যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব পরিবর্তন করতে হবে, দলগুলোতে তরুণদের প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে হবে। তরুণেরা বাংলাদেশে প্রচলিত ক্লাব রাজনীতি চাইছে না। তাদের চাওয়া দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতি। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে কীভাবে রাজনৈতিক পরিসরে একত্রিত করা যায়, তারা সে কথা ভাবছে। আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী ও সহযোদ্ধারা যদি রাজনৈতিক দল গঠন করে, তাহলে তারাসহ প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে আমরা আহ্বান জানাতে পারি, নিছক ক্ষমতার প্রতিযোগিতা ছেড়ে তারা যেন রাষ্ট্র গঠনের দৃষ্টিভঙ্গিটা নিয়ে আসে। কেবল রাষ্ট্র সংস্কার করলেই তো হবে না। দলগুলোর ভেতরেও সংস্কার দরকার। রাজনৈতিক নেতৃত্ব কীভাবে নির্বাচিত হবে, তার প্রক্রিয়া সংস্কার করা উচিত। তাদের অর্থনৈতিক সংস্কারেরও প্রয়োজন। দলগুলোর বিশুদ্ধিকরণের জন্য সামাজিক চাপ তৈরি করতে হবে। পুরোনো রাজনৈতিক সংস্কৃতি আর বদভ্যাস টিকিয়ে রাখার জন্য তো এত মানুষ জীবন দেয়নি।

» **আগামীকাল** সাক্ষাৎকারের দ্বিতীয় পর্ব—
মানুষ নতুন একটা রাজনৈতিক পরিসর খুঁজছে

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মাহফুজ আলম। ছবি : প্রথম আলো

■ ভাবাদর্শ আর সাংস্কৃতিক বিভাজক রেখায় বাংলাদেশকে বিভক্ত করে রাখা হয়েছে। আমাদের চিন্তা ছিল এই বিভাজক রেখাকে কীভাবে মুছে ফেলা যায়…।

■ এই আন্দোলনে মেয়েদের সম্পৃক্ততা ছিল বিরাট। এখন অনেকে ভুলে গেলেও এ কথাটা সত্য যে মেয়েরা না থাকলে এই আন্দোলন কোনোভাবেই সফল হতো না।

■ মানুষ কেবল ক্ষমতার পালাবদল চাইছে না, বরং ক্ষমতা-কাঠামোর পালাবদলের বন্দোবস্ত চাইছে। তারা চায় আত্মসম্মান আর সমতা।

কিডনির পাথর কি ওষুধে বের হয়

ভালো থাকুন

ডা. কাজী জিকরুর রাজ্জাক,
সহযোগী অধ্যাপক, ইউরোলজি বিভাগ,
বিআইএইচএস হাসপাতাল, মিরপুর, ঢাকা

আমাদের শরীরের কিছু অঙ্গ যেমন পিত্তথলি, কিডনি, অগ্ন্যাশয়ে পাথর তৈরি হতে পারে। এর মধ্যে কিডনিতে পাথর আমাদের দেশে প্রায়ই দেখা যায়।

বিপাক ক্রিয়ায় যেসব বর্জ্য পদার্থ তৈরি হয়, প্রস্রাবের সঙ্গে তা বেরিয়ে যায়। সেই উপাদানগুলো দ্রবীভূত অবস্থা থেকে ঘনীভূত ও কঠিন হয়ে স্ফটিক বা ক্ষুদ্র কণায় পরিণত হয়। এ স্ফটিকের চারপাশে আরও কণা জমে ধীরে ধীরে বড় হয়ে পাথর হয়। ক্যালসিয়াম বা ইউরিক অ্যাসিডের ঘনত্ব বা পরিমাণ বেড়ে গেলে পাথর হতে পারে।

কেন হয়

যাঁরা গরম আবহাওয়ায় কাজ করেন এবং পর্যাপ্ত পানি পান করেন না, তাঁদের পাথর হওয়ার ঝুঁকি বেশি। প্রস্রাবে বারবার সংক্রমণ; মূত্রপ্রবাহে বাধা; অতিরিক্ত রেডমিট গ্রহণ; হাইপার প্যারাথাইরয়েডিজম, রেনাল টিউবুলার অ্যাসিডোসিস ও নেফ্রোক্যালসিনোসিসের মতো রোগ এবং কিছু জন্মগত ত্রুটিতেও পাথর হয়। প্রয়োজন ছাড়া অযথা অতিরিক্ত ভিটামিন সেবন, বিশেষ করে ভিটামিন সি ও ডি অক্সালেট ও ক্যালসিয়ামের ঘনত্ব বৃদ্ধি করে।

লক্ষণ

অনেক সময় কোনো লক্ষণ না-ও থাকতে পারে। মেরুদণ্ড বা অন্য কারণে চেকআপের সময় পাথর থাকার বিষয়টি ধরা পড়ে।

- পেটের ওপরের দিক অথবা পিঠের দুপাশে ডানে বা বাঁয়ে মৃদু ব্যথা।
- রক্তবর্ণের লাল প্রস্রাব, ব্যথা, জ্বালাপোড়া। ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া বা অল্প একটু প্রস্রাব হয়েই আর না হওয়া, মাঝে মাঝে প্রস্রাবের সঙ্গে ছোট পাথর যেতে পারে।
- কখনো কখনো কাঁপুনি দিয়ে জ্বর, বমিবমি ভাব বা বমি।
- ওপরের পেট বা পিঠের পাশ থেকে কুঁচকির দিকে বা পেটের নিচের দিকে দুপাশে বা কিংবা কোমরে তীব্র ব্যথা এবং সঙ্গে বমিবমি ভাব।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা

প্রস্রাব, আল্ট্রাসনোগ্রাম ও এক্স-রে করে পাথরের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়া যায়। সঠিক চিকিৎসাপদ্ধতি নির্ধারণের জন্য আইভিইউ অথবা সিটি স্ক্যান করতে হয়।

চিকিৎসা

যথাযথ চিকিৎসার আগপর্যন্ত সাধারণ ব্যথানাশক ও অ্যান্টিস্পাজমোডিক প্রয়োজন হয়। অনেক রোগীই এমন ওষুধ চান, যা খেলে পাথর গলে বের হয়ে যাবে। সত্যিকার অর্থে এমন কোনো কার্যকর ওষুধ নেই। পাথর ক্ষুদ্র হলে নিজেই বের হয়ে যেতে পারে, তবে পাথর বড় হলে অস্ত্রোপচার করে বের করতে হয়। পেট না কেটে নানাভাবে চিকিৎসা করা যায়।

প্রতিকার

পাঁচ বছরের মধ্যে ৫০ শতাংশ রোগীর আবার পাথর হতে পারে। অপসারিত পাথরের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিলে ভালো থাকা সম্ভব।

- দৈনিক আড়াই-তিন লিটার পানি পান করতে হবে ও সুষম খাদ্য খেতে হবে।
- রেডমিট কম খেতে হবে। যেসব খাদ্যে অক্সালেট বেশি থাকে তা-ও কম খেতে হবে যেমন, পালংশাক, স্ট্রবেরি, মাখন, চকলেট, দুগ্ধজাতীয় খাবার।
- প্রয়োজন ছাড়া ভিটামিন সাপ্লিমেন্ট খাওয়া উচিত নয়।
- ওজন নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। নিয়মিত ব্যায়াম বা কায়িক শ্রম জরুরি।

» **আগামীকাল পড়ুন :**
ঘাড়ব্যথা যেন না হয়, কী করণীয়

সমাধিতে প্রায় ৪ হাজার বছরের পুরোনো পনির

বিচিত্র

স্কাই নিউজ

চীনের একটি সমাধিস্থলে খননকাজ চলছিল। এ সময় ৩ হাজার ৬০০ বছরের পুরোনো একটি কফিন পাওয়া যায়। খোলার পর দেখা যায়, এক তরুণীর মমি করা মরদেহ আছে সেটিতে। তাঁর গলাজুড়ে লেগে ছিল একধরনের পদার্থ। কী সেসব, ভাবনায় পড়ে যান বিজ্ঞানীরা। চলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। কী ছিল, শেষ পর্যন্ত তা জানা গেল ২১ বছর পর।

২০০৩ সালে চীনের জিনজিয়াংয়ের জিয়াওহে সমাধিতে ওই খননকাজ চালানো হয়েছিল। মমির গলার কাছে পাওয়া পদার্থগুলোগুলো তখন গয়না ভেবেছিলেন বিজ্ঞানীরা। তবে নমুনা পরীক্ষার পর সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা বলেছেন, ওগুলো গয়না ছিল না, ছিল বহু পুরোনো পনির।

বেইজিংয়ে অবস্থিত চায়নিজ একাডেমি অব সায়েন্সেসের গবেষক কিয়াওমেই ফু এনবিসি নিউজকে বলেন, সাধারণত পনির নরম হয়। এটা তেমন নয়। এটা একেবারে শুকনো, ঘন এবং শক্ত অবশিষ্টাংশে পরিণত হয়েছে।

কিয়াওমেই বলেন, জিয়াওহে সমাধিক্ষেত্রের তিনটি সমাধি থেকে তাঁরা নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন। হাজারো বছর ধরে ব্যাকটেরিয়ার বিবর্তন কীভাবে হচ্ছে, তা শনাক্ত করার জন্য নমুনাগুলো নিয়ে পরীক্ষা চালিয়েছিলেন তাঁরা।

পরীক্ষায় দেখা গেছে, কেফির দানা ব্যবহার করে গাঁজন করা দুধ থেকে ওই পনির তৈরি করা হয়েছিল। এটি তৈরিতে গরু ও ছাগলের দুধ ব্যবহারেরও প্রমাণ পাওয়া গেছে।

মমির গলার কাছে পাওয়া পদার্থগুলোগুলো শুরুতে গয়না বলে ধারণা করেছিলেন বিজ্ঞানীরা। ছবি : এক্স থেকে সংগৃহীত

গবেষক দল বলছে, ব্রোঞ্জ যুগের মানুষেরা কীভাবে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করত, কেফির পনির ব্যবহার করার প্রবণতা থেকে সে ধারণা পাওয়া যায়। পাস্তুরিতকরণ ও রেফ্রিজারেটরের ব্যবহার শুরুর আগে জিয়াওহের মানুষেরা কীভাবে দুগ্ধজাত খাবার খেতে, সেটিরও ইঙ্গিত পাওয়া যায় এটি থেকে। জিয়াওহের বাসিন্দারা জিনগতভাবেই দুগ্ধজাত খাবার সহ্য করতে পারে না বলে মনে করা হয়ে থাকে।

এনবিসির পক্ষ থেকে গবেষক ফুর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল যে ওই পনির খাওয়ার উপযোগী কি না কিংবা তিনি এটা চেখে দেখেছেন কি না।

ফু বলেছেন, এমনটা করার কোনো সুযোগ নেই।

একটু থামুন

বাসার ভাই • লেখা : আদনান মুকিত, আঁকা : আরাফাত করিম

১৪৮১

স্বাস্থ্যবটিকা • ব্রন স্মিথ

মাসল ক্র্যাম্প প্রতিরোধে কাফ মাসল স্ট্রেচিং কীভাবে করব?

মাসল ক্র্যাম্প থেকে রেহাই পেতে হলে কাফ মাসল স্ট্রেচিং করতে হবে নিয়মিত। সোজা হয়ে পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ালে কাফ মাসল স্ট্রেচিং হয়। এভাবে ১০ সেকেন্ড ধরে রেখে পা নামিয়ে ফেলুন। এভাবে তিন বা চারবার করুন।

‘স্বাস্থ্যবটিকা’র লক্ষ্য রোগনির্ণয় গোছের কিছু নয়

শব্দভেদ

১	২		৩		৪	৫	
			৬	৭			
৮		৯				১০	১১
				১২	১৩		
	১৪		১৫				
১৬			১৭			১৮	
		১৯			২০		২১
২২			২৩				

বাঁ থেকে ডানে : ১. কোনো কিছুর বৈপরীত্য। ৪. অজ, ছাগ। ৬. ধর্মঘট। ৮. চোখের ভেতরের পুরো গোল অংশ। ১০. চলে গেছে এমন। ১২. ফন্দি। ১৪. বনে জাত। ১৬. কোকিলের ডাক। ১৭. নিঃস্ব। ১৯. তাম্র। ২০. ঘন ঘন শ্বাসত্যাগ ও গ্রহণ। ২২. খেয়াল। ২৩. নাগবিশিষ্ট।

ওপর থেকে নিচে : ২. যে অল্পে রেগে ওঠে। ৩. গৃহ, সমাজ। ৪. ছত্র। ৫. তরল পদার্থের অবিরল ধারায় পড়ার ভাবপ্রকাশক। ৭. ধরন। ৮. কম। ৯. কাউকে না জানানো। ১১. সোনা বা রুপার পাত। ১৩. গাঁটরি। ১৪. অনেক। ১৫. অর্থদণ্ড। ১৬. আত্মীয়। ১৮. চাপ দেওয়া। ২০. উচ্চ স্বরে ডাকা। ২১. ঘুম।

গত সমস্যার সমাধান

ম	নো	ব	ল		দা	বা	
হা		ক		অ	ব	সা	দ
মা	ন	ব	তা		ড়		য়া
রি		ক	বি	তা		আ	লু
	বাঁ		জ	ল	বা	য়ু	
বি	ধ	বা		ব্য	য়		চ
পু		ক	মা		বী	র	ত্ব
ল	তা		স	ম	য়		র

রিপলি’স বিলিভ ইট অর নট! • জন গ্র্যাজিয়ানো

মার্কিন টেলিভিশনের জনপ্রিয় চরিত্র বার্নি মূলত বেগুনি রঙের ডাইনোসর। তবে শুরুতে বার্নি চরিত্রটিকে ভাবা হয়েছিল ভালুক হিসেবে।

আটটা করে পা আছে, এমন খুদে পতঙ্গদের বলে অ্যারাকনিড। তবে এদের মধ্যে কেবল মাকড়সাই সুতা উৎপাদন করে এবং জাল বোনে।

পণ্যের গায়ে বারকোড ছাপার চল হয়েছিল ১৯৭৪ সালে। আর প্রথম পণ্যটি ছিল যুক্তরাষ্ট্রের ‘রিগলিস’ ব্র্যান্ডের চুইংগাম।

কথা অমৃত

আমি আদর্শবাদী। জানি না কোথায় যাচ্ছি, কিন্তু আমি আমার পথেই আছি।

কার্ল স্যান্ডবার্গ
মার্কিন কবি ও লেখক (১৮৭৮-১৯৬৭)

সুডোকু

6						7	1	
5	7		4					8
				9		4		3
				7	4			
8			9	3	6			7
			1	2				
3		2		4				
4					2		7	9
	8	5						6

সমাধানের নিয়ম : এমনভাবে শূন্য ঘরগুলো পূরণ করতে হবে, যেন প্রতিটি সারি ও প্রতিটি কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে এবং প্রতিটি ৩x৩ বাক্সেও যেন ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে।

গত সমস্যার সমাধান

6	8	9	7	3	2	1	5	4
2	3	4	8	1	5	9	7	6
7	1	5	9	6	4	8	2	3
3	7	6	1	4	8	5	9	2
9	5	8	6	2	3	4	1	7
4	2	1	5	7	9	6	3	8
5	4	7	3	9	6	2	8	1
1	9	2	4	8	7	3	6	5
8	6	3	2	5	1	7	4	9

চিঠিপত্রের তেমন চল নেই এখন। তারপরও বাড়িতে ছোট-বড় সবাইকে চিঠি লিখবে বলে ঠিক করল হাবু।
চিঠি লিখে খামে ভরে গেল পোস্ট অফিসে। পোস্টমাস্টারের দিকে খামটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, ‘দেখুন তো ভাই, ঠিক আছে কি না।’
পোস্টমাস্টার বললেন, ‘আরও ১০ টাকার টিকিট লাগাতে হবে; চিঠি ভারী হয়ে গেছে।’
হাবু অবাক, ‘টিকিট লাগালে তো চিঠি আরও ভারী হয়ে যাবে!’

পিনাটস • চার্লস শুলজ

ব্রির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপিত | নানা আয়োজনে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) ৫৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী গতকাল উদ্‌যাপিত হয়েছে। প্রতিনিধি, গাজীপুর

সংক্ষেপে

নারায়ণগঞ্জ

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান

আসন্ন শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান জানিয়ে নারায়ণগঞ্জে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ নারায়ণগঞ্জ জেলার আন্দোলন উপপরিষদের উদ্যোগে গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে শহরের মেট্রো হলসংলগ্ন প্রধান সড়কে এই মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন মহিলা পরিষদের জেলা সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা লক্ষ্মী চক্রবর্তী। মানববন্ধনে বক্তব্য দেন জেলার লিগ্যাল এইড সম্পাদক সাহানারা বেগম, সমাজকল্যাণ সম্পাদক রওশন আরা বেগম, শহর কমিটির উপদেষ্টা শীলা রায়, শহর সংগঠন সম্পাদক নীলা আহমেদ।
প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

প্রশাসনিক ভবনে তালা

তিন দফা দাবিতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ করেছেন আইন অনুষদের শিক্ষার্থীরা। গতকাল দুপুরে এ বিক্ষোভ করেন তাঁরা। শিক্ষার্থীদের দাবিগুলো হলো আইন অনুষদের শ্রেণিকক্ষের জন্য পুরোনো ফজিলাতুন্নেছা হলের জায়গা বরাদ্দ দিতে হবে; পরীক্ষার খাতা পুনর্মূল্যায়নের আবেদনের বিষয়ে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে; যেসব প্রাক্তন শিক্ষার্থী মানোন্নয়ন পরীক্ষা দিতে পারেননি, তাঁদের বিনা মূল্যে পরীক্ষার সুযোগ দিতে হবে এবং অনুষদের 'স্বৈরাচারী' দুই শিক্ষককে চাকরি থেকে অব্যাহতি দিতে হবে। এ ঘটনার পর গতকাল রাতে দুটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এর একটি দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ তদন্ত করবে। অন্যটি অনুষদের ২০২১ সাল থেকে অনুষ্ঠিত সব পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নের বিষয়ে অসততার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে খাতা পুনর্মূল্যায়নের বিষয়টি তদন্ত করবে।
প্রতিনিধি, *জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়*

মুন্সিগঞ্জ

ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান থানায় হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাটের মামলায় উপজেলার রাজানগর ইউপির চেয়ারম্যান মো. মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সোমবার দিবাগত রাত তিনটার দিকে ইউনিয়নের সৈয়দপুর এলাকার নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। সিরাজদিখান থানার ওসি খন্দকার হাফিজুর রহমান বলেন, মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থানের পর সিরাজদিখান থানায় হামলা ও ভাঙচুরে জড়িত থাকার তথ্যপ্রমাণ পেয়েছেন। এ জন্য তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁকে গতকাল আদালতে তোলা হলে আদালত কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। মুজিবুর রহমান গত ইউপি নির্বাচনে নৌকা প্রতীক নিয়ে রাজানগর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।
প্রতিনিধি, *মুন্সিগঞ্জ*

লুট হওয়া টাকা উদ্ধার হয়নি, গ্রেপ্তারও নেই

গাজীপুর

সোনালী ব্যাংকের দুই কর্মকর্তা ও দুই আনসার সদস্যকে কুপিয়ে, ফাঁকা গুলি ছুড়ে টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনা ঘটে।

> তাঁরা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করেছেন। পুলিশ বলেছে, ঘটনাস্থলের পাশ থেকে সিসিটিভির ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে। সেগুলো নিয়ে পুলিশ কাজ করছে।
> **শফিজ উদ্দিন**, উপমহাব্যবস্থাপক, সোনালী ব্যাংক

প্রতিনিধি, *গাজীপুর*

গাজীপুরে সোনালী ব্যাংকের লুট হওয়া ৭ লাখ ৮ হাজার ৩৭৪ টাকা গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত উদ্ধার করা যায়নি। এ ছাড়া ওই ঘটনায় জড়িত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। তবে এক দিন বন্ধ থাকার পর ব্যাংকের উপশাখাটির কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

গাজীপুর মহানগর পুলিশ কমিশনার খোন্দকার রফিকুল ইসলাম গতকাল *প্রথম আলোকে* বলেন, এখন পর্যন্ত ঘটনার সঙ্গে জড়িত কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। গ্রেপ্তার যেহেতু করা যায়নি তাই লুণ্ঠিত টাকাও উদ্ধার করা যায়নি। পুলিশ কাজ করছে। তিনি আশা করছেন, খুব তাড়াতাড়ি জড়িতদের গ্রেপ্তার করা সম্ভব হবে।

পুলিশ ও ব্যাংক কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গাজীপুর সোনালী ব্যাংকের একটি উপশাখা রয়েছে শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। ওই উপশাখা থেকে প্রতিদিন বিকেলে হিসাব-নিকাশ শেষে টাকা সোনালী ব্যাংকের কোর্ট বিল্ডিং শাখায় জমা দেওয়া হয়। গত রোববার বিকেলে ৭ লাখ ৮ হাজার ৩৭৪ টাকা একটি ব্যাগে নিয়ে রিকশাযোগে দুই কর্মকর্তা ও দুই আনসার সদস্য যাচ্ছিলেন। পথে শহরের রথখোলা রোডে পৌঁছালে ৬টি মোটরসাইলে ১০-১২ জন দুর্বৃত্ত তাঁদের গতি রোধ করে। পরে কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলি ও এলোপাতাড়ি কুপিয়ে চারজনকে জখম করে টাকা লুট করে নিয়ে পালিয়ে যায়। ওই ঘটনায় সোনালী ব্যাংকের গাজীপুর কোর্ট বিল্ডিং শাখার সহকারী মহাব্যবস্থাপক (এজিএম) গাজী শহীদুজ্জামান বাদী হয়ে রাতেই একটি মামলা দায়ের করেন।

ওই ঘটনায় আহত চারজনের মধ্যে তিনজনকে হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। একজন আনসার সদস্য হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে ভর্তি রয়েছেন বলে জানিয়েছেন সোনালী ব্যাংকের উপমহাব্যবস্থাপক শফিজ উদ্দিন। তিনি আরও বলেন, ব্যাংকের উপশাখাটি খোলা হয়েছে। সেখানে দুজন নতুন কর্মকর্তা দেওয়া হয়েছে। তাঁরা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করেছেন। পুলিশ বলেছে, ঘটনাস্থলের পাশ থেকে সিসিটিভির ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে। সেগুলো নিয়ে পুলিশ কাজ করছে।

ভালো মানুষ হওয়ার জন্য গান, কবিতা, বই

কিশোর আলোর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

কিশোর আলোর ১১তম জন্মদিনে কেক কেটে আনন্দে মেতেছে শিশু-কিশোরেরা। গতকাল রাজধানীর কারওয়ান বাজারে *প্রথম আলো* কার্যালয়ে। ছবি : আশরাফুল আলম

কিশোর আলো তো তৃতীয় শ্রেণির খালেদ বিন খায়েরও পড়ে, আবার অষ্টম শ্রেণির কিশোর মাধুর্যও পড়ে। কিন্তু এই ম্যাগাজিনের কিছু বিষয়ে তাদের পছন্দ-অপছন্দ রয়েছে। এই যেমন, খালেদের 'অ্যাডভেঞ্চার অব ইলু বিলু' ভালো লাগে, ওদিকে মাধুর্য পৃষ্ঠা ওলটালেই শুধু বিজ্ঞাপন দেখে।

খালেদ, মাধুর্য, সুমাইয়া, ফাবিহা *কিশোর আলোর* ভালো পাঠক বটে। ওরা এর খুঁটিনাটি দিক ভালোভাবেই জানিয়েছে। কারণ, ওরা সবাই পড়ে। সফল ও ভালো মানুষ হতে চাইলে পড়তে হবে, ভালো পাঠক হতে হবে।

শিশুকাল পেরিয়ে আগেই কৈশোরে পদার্পণ করেছে *কিশোর আলো*। কিন্তু সে তৃতীয় শ্রেণির শিশু থেকে বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া তরুণের কাছেও সমান জনপ্রিয়। গতকাল মঙ্গলবার ছিল *কিশোর আলোর* ১১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। রাজধানীর কারওয়ান বাজারে 'আকাশের মতো বাধাহীন' স্লোগানে *কিশোর আলোর* কার্যালয়ে এই প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়। সেখানেই হয়েছিল শিশু-কিশোর-তরুণদের ঘরোয়া আড্ডা আর গান।

শেষ দিকে অনুষ্ঠানে যোগ দেন *প্রথম আলো* সম্পাদক মতিউর রহমান। দেশ গঠনে কিশোর-তরুণদের ভূমিকা স্মরণ করে তিনি বলেন, নতুন বাংলাদেশ গঠনে এই কিশোর-তরুণেরা জায়গা করে দিয়েছে। আন্দোলনে তরুণদের যে সফলতা ছিল, তা ধরে রাখতে স্বপ্নপূরণের পথে এগিয়ে যেতে হবে।

জাতীয় সংগীত গেয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনসহ সব গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

গল্পের বই পড়ার পাশাপাশি কবিতা পড়ার পরামর্শ দিয়ে *কিশোর আলোর* সম্পাদক আনিসুল হক বলেন, পরীক্ষায় ভালো করা এবং ভালো ছাত্র হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গান-বই পড়াসহ বিভিন্ন ক্লাবের মতো কর্মসূচির সঙ্গেও যুক্ত হওয়ার পরামর্শ দেন তিনি।

অনুষ্ঠানের একপর্যায়ে দুজন লেখক তানজিনা হোসেন ও শিবব্রত বর্মনকে নিয়ে হাজির হন *কিশোর আলোর* সহকারী সম্পাদক আদনান মুকিত। তাঁদের কাছে প্রশ্নের যেন শেষ নেই উপস্থিত শিশু-কিশোরদের।

শুভেচ্ছা জানাতে এসে *প্রথম আলোর* সহযোগী সম্পাদক সুমনা শারমীন *কিশোর আলো* নিয়ে নিজের অভিজ্ঞতা শোনান। ১১ বছর ধরেই *কিশোর আলোর* সঙ্গে যুক্ত থাকার কথা জানান ছড়াকার রোমেন রায়হান।

সম্প্রতি সৌদি আরবের রিয়াদে অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশ দুটি রৌপ্য ও দুটি ব্রোঞ্জপদক পেয়েছে। সেখানে অংশ নেওয়া বাংলাদেশি অলিম্পিয়াড বাছাইয়ের উদ্যোগে অন্যতম পার্টনার ছিল *কিশোর আলো*। আন্তর্জাতিক এআই অলিম্পিয়াডে পদকজয়ী চারজনের মধ্যে আবরার শহীদ, রাফিদ আহমেদ ও আরেফিন আনোয়ার গতকালের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

শুধু বক্তব্যেই থেমে থাকেনি এ আয়োজন। অনুষ্ঠানে গান শোনান খৈয়াম সানু সন্ধি ও আহমেদ হাসান সানি। এ ছাড়া অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা জানাতে আসেন কার্টুনিস্ট নাইমুর রহমান ও সব্যসাচী চাকমা।

টিএসসির গণত্রাণ কর্মসূচির নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রকাশ

সংবাদদাতা, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে (টিএসসি) গণত্রাণ সংগ্রহ কর্মসূচির নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন।

নিরীক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী, কর্মসূচিতে সংগ্রহ করা ৯ কোটি ৯১ লাখ ৫১ হাজার ২১৩ টাকা দুটি ব্যাংক হিসাবে আছে। এর মধ্যে আট কোটি টাকা ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ তহবিলে জমা দেওয়া হবে। বাকি টাকা উত্তরবঙ্গের বন্যাকবলিত জেলাগুলোয় খরচ করা হবে।

গতকাল মঙ্গলবার রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি মিলনায়তনে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকা সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়। নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রকাশসহ উত্তরবঙ্গে ত্রাণ কার্যক্রম ও সার্বিক পুনর্বাসনপ্রক্রিয়া নিয়ে জানাতে এ সংবাদ সম্মেলন করা হয়।

হিসাবে কোনো ধরনের অস্বচ্ছতা পাওয়া যায়নি বলে সংবাদ সম্মেলনে উল্লেখ করেন পি কে এফ আজিজ হালিম খায়ের চৌধুরী চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টসের অডিটর গোলাম ফজলুল কবির।

ত্বকী হত্যা মামলায় আরও এক আসামি গ্রেপ্তার

প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

নারায়ণগঞ্জের মেধাবী ছাত্র তানভীর মুহাম্মদ ত্বকী হত্যা মামলার পলাতক আসামি আব্দুল্লাহ্ আল মামুনকে (৪০) গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। গত সোমবার রাতে সিদ্ধিরগঞ্জের শিমরাইল এলাকায় একটি বাস থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার আব্দুল্লাহ্ আল মামুন বরিশাল সদর উপজেলার চরমোনাই এলাকার বাসিন্দা। তিনি দীর্ঘদিন ঢাকায় আত্মগোপনে ছিলেন। ঢাকা থেকে খাগড়াছড়ি যাওয়ার পথে শিমরাইল এলাকায় একটি বাস থেকে সোমবার রাত দেড়টার দিকে তাঁকে গ্রেপ্তারের কথা জানিয়েছে র‍্যাব। সিদ্ধিরগঞ্জের আদমজীতে অবস্থিত র‍্যাব-১১ মিডিয়া অফিসার সহকারী পুলিশ সুপার সনদ বড়ুরা স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।

গত ২২ দিনে ত্বকী হত্যা মামলার তদন্তকারী সংস্থা র‍্যাব ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে অভিযান চালিয়ে আজমেরী ওসমানের গাড়িচালক মো. জামশেদসহ ছয় ঘনিষ্ঠ সহযোগীকে গ্রেপ্তার করে র‍্যাব। এর মধ্যে আজমেরী ওসমানের সহযোগী কাজল হাওলাদার আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে র‍্যাব জানায়, ত্বকী হত্যা মামলায় সম্পৃক্ততা পাওয়ায় আব্দুল্লাহ আল মামুন ওরফে জামাই মামুনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

দুই ব্যবসায়ী সংগঠন থেকে নেওয়া চাঁদার টাকা ফেরত

প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

নারায়ণগঞ্জের দুটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে নেওয়া চাঁদার আট লাখ টাকা উদ্ধার করে ফেরত দিয়েছে নারায়ণগঞ্জ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ। গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এই চাঁদাবাজির ঘটনা ঘটেছিল বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ী নেতারা।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে নগরের চাষাড়ায় বিকেএমইএ কার্যালয়ে উদ্ধার করা সেই চাঁদার টাকা হস্তান্তর করেন চেম্বারের সভাপতি মোহাম্মদ মাসুদুজ্জামান। টাকা গ্রহণ করেন নিট পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএ সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম ও নারায়ণগঞ্জ চেম্বার অব কর্মাসের সহসভাপতি মোরশেদ সারোয়ার। তবে কারা এই চাঁদাবাজির সঙ্গে জড়িত, তা প্রকাশ করা হয়নি।

বিকেএমইএ সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, শেখ হাসিনা সরকার পরিবর্তনের পর নারায়ণগঞ্জ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ ও একটি ব্যবসায়ী অ্যাসোসিয়েশনের কাছ থেকে মোট আট লাখ টাকা চাঁদা নেওয়া হয়। চেম্বার অব কমার্সের নতুন সভাপতির দায়িত্ব নিয়ে মোহাম্মদ মাসুদুজ্জামান হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চাঁদাবাজি বন্ধ করতে হবে। যারা চাঁদা নিয়েছে, তাদের চাঁদার টাকা ফেরত দিতে হবে। চাঁদার টাকা উদ্ধার হওয়ায় মাসুদুজ্জামানকে ধন্যবাদ জানান তিনি।

মোহাম্মদ মাসুদুজ্জামান বলেন, 'আমরা একটি পরিষ্কার মেসেজ (বার্তা) দিয়েছিলাম, ব্যবসায়ীরা সন্ত্রাস ও চাঁদামুক্ত থাকবেন। ব্যবসায়ীদের যেকোনো সুবিধা-অসুবিধায় চেম্বার অব কমার্স পাশে থাকবে। আমরা আমাদের কথা রাখার চেষ্টা করেছি।'

জামিন পেলেন সোহেল রানা | রানা প্লাজা ধসে হতাহতের মামলায় ভবনমালিক সোহেল রানাকে ছয় মাসের অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দিয়েছেন হাইকোর্ট। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

সংক্ষেপে

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

পুলিশ সুপার পদের ৩৩ কর্মকর্তা বদলি

পুলিশ সুপার পদমর্যাদার ৩৩ জন কর্মকর্তাকে বিভিন্ন ইউনিটে বদলি করা হয়েছে। গত সোমবার রাষ্ট্রপতির আদেশে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের পুলিশ-১ শাখার উপসচিব মো. আবু সাঈদ স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এই বদলির কথা জানানো হয়। এর আগে গত ১ সেপ্টেম্বর পুলিশ সুপার পদমার্যাদার ৪১ জন কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছিল। ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকে পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ে পদোন্নতি ও রদবদল করা হচ্ছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

নিয়োগের এক দিন পরই খাদ্যসচিবের চুক্তি বাতিল

নিয়োগের এক দিন পরই খাদ্যসচিব ইলাহী দাদ খানের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বাতিল করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব মো. মোখলেস উর রহমান গতকাল মঙ্গলবার এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। সন্ধ্যায় বিষয়টি সাংবাদিকদের জানান মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. মানসুর হোসেন। মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, গত সোমবার খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. ইসমাইল হোসেনকে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে বদলি করা হয়। একই দিন বিসিএস খাদ্য ক্যাডারের কর্মকর্তা ইলাহী দাদ খানকে চুক্তি ভিত্তিতে খাদ্যসচিব পদে নিয়োগ দেয় অন্তর্বর্তী সরকার। কী কারণে তাঁর নিয়োগ বাতিল করা হলো, তা সুনির্দিষ্টভাবে জানানো হয়নি। ২০১৫ সালে গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায়, খাদ্য পরিদর্শক পদে ৪৪ জনকে নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগে ওই বছর মামলা করেছিল দুদক।

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

অটোরিকশা রাজধানীর মূল সড়কগুলোয় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চলাচল নিষিদ্ধ থাকার পরও চলাচলকারী অটোরিকশা আটকে সড়কে উল্টো করে রেখে দেন শিক্ষার্থীরা। গতকাল বিকেলে ধানমন্ডি ২৭ নম্বর মোড়সংলগ্ন সাতমসজিদ রোডে। ছবি : সাজিদ হোসেন

সাবেক এমপি, সচিব, ব্যাংক চেয়ারম্যানসহ গ্রেপ্তার ৭

গতকাল মঙ্গলবার রাতে গ্রেপ্তার হন ৪ জন। সোমবার গভীর রাতে গ্রেপ্তার হন আরও ৩ জন।

- গ্রেপ্তার হওয়া সাবেক চার সংসদ সদস্য হলেন আবদুল্লাহ আল ইসলাম ওরফে জ্যাকব, একরামুল করিম চৌধুরী, আবদুস সালাম মুর্শেদী ও মাহবুব আরা (গিনি)।
- গ্রেপ্তার হয়েছেন জননিরাপত্তা বিভাগের সাবেক সচিব মো. জাহাংগীর আলম।
- গতকাল রাতে গ্রেপ্তার হন এক্সিম ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম মজুমদার।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সাবেক চার সংসদ সদস্য (এমপি), সাবেক এক সচিব ও এক্সিম ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান ও যুবলীগের এক নেতাসহ গত সোমবার রাত থেকে গতকাল পর্যন্ত ৭ জন গ্রেপ্তার হয়েছেন।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন ভোলা-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও সাবেক পরিবেশ ও বন উপমন্ত্রী আবদুল্লাহ আল ইসলাম ওরফে জ্যাকব, নোয়াখালী-৪ সংসদীয় আসনের সাবেক সংসদ সদস্য একরামুল করিম চৌধুরী, খুলনা-৪ (রূপসা-তেরখাদা-দিঘলিয়া) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আবদুস সালাম মুর্শেদী, গাইবান্ধা-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও সাবেক হুইপ মাহবুব আরা (গিনি), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সাবেক সচিব মো. জাহাংগীর আলম, এক্সিম ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম মজুমদার ও গে যুবলীগ নেতা মো. আনোয়ারুল।

গতকাল ডিএমপির পক্ষ থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো খুদে বার্তায় বলা হয়, জ্যাকব ও জাহাংগীরকে রাজধানীর গুলশান থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। আর মাহবুব আরাকে ধানমন্ডি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় আবদুস সালাম মুর্শেদীকে। র‍্যাবের খুদে বার্তায় জানানো হয়, চট্টগ্রাম মহানগরীর খুলশী এলাকা থেকে একরামুল করিম চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব-৭।

এর মধ্যে গতকাল আবদুল্লাহ আল ইসলাম, মাহবুব আরা ও জাহাংগীর আলমকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি দিয়েছেন আদালত। ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালত ও ঢাকার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (সিজেএম) আদালত জাহাংগীর আলম ও আবদুল্লাহ আল ইসলামকে পাঁচ দিন করে ও মাহবুব আরাকে তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন।

এদিকে র‍্যাব বলেছে, ২০২২ সালে খুলনার ফুলতলা এলাকায় একটি হত্যা মামলায় আবদুস সালাম মুর্শেদীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এ ছাড়া গতকাল সন্ধ্যায় কলাবাগান থানার ৩২ লেক সার্কাস এলাকা থেকে গ্রেপ্তার হয়েছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে ছাত্র-জনতার ওপর হামলার অভিযোগে যুবলীগ নেতা মো. আনোয়ারুল ইসলাম। ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানায়।

নজরুল ইসলাম মজুমদার গ্রেপ্তার

বেসরকারি এক্সিম ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম মজুমদারকে গতকাল রাতে রাজধানীর গুলশান থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিষয়টি *প্রথম আলোকে* নিশ্চিত করেছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) অতিরিক্ত কমিশনার রেজাউল করিম মল্লিক।

গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর এক্সিম ব্যাংকের চেয়ারম্যান পদ থেকে নজরুল ইসলাম মজুমদারকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এ ছাড়া ও উদ্যোক্তাদের সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকসের (বিএবি) সভাপতির দায়িত্ব থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

উদীচীর বিবৃতি

পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জন কমিটি বাতিলের নিন্দা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জন কমিটি বাতিলের প্রতিবাদ এবং ফরিদপুরে লালন আনন্দধামে হামলার নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী। মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি অধ্যাপক বদিউর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক অমিত রঞ্জন দে বলেন, এ দুটি ঘটনার সঙ্গে জড়িত সবাই একই ধরনের সাম্প্রদায়িক, ধর্মান্ধ ভাবধারায় বিশ্বাসী।

বিবৃতিতে উদীচীর নেতারা বলেন, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) প্রণীত ও মুদ্রিত সব পাঠ্যপুস্তক সংশোধন এবং পরিমার্জনের জন্য ১৫ সেপ্টেম্বর ১০ সদস্যের কমিটি গঠন করে অন্তর্বর্তী সরকার। কিন্তু সেই বোর্ডের দুজন সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কামরুল হাসান মামুন ও সামিনা লুৎফার বিষয়ে ভিত্তিহীন অভিযোগ তোলে ধর্মান্ধ কয়েকটি সংগঠন ও দল। এর পরই হঠাৎ কমিটি বাতিলের সিদ্ধান্ত ঘোষণা হয়।

ঢাকাসহ ৯টি শহরে গণসংলাপ করবে গণসংহতি আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

গণসংহতি আন্দোলন ৪ অক্টোবর থেকে গণসংলাপের আয়োজন করার ঘোষণা দিয়েছে। দলটি বলেছে, গণ-অভ্যুত্থান মানুষের ভেতর রাষ্ট্র পুনর্গঠনের যে চাহিদা তৈরি করেছে, একটি নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত তৈরির যে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, সে জন্য জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে গণসংলাপের আয়োজন করছে তারা।

গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীতে গণসংহতি আন্দোলনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে দলটির পক্ষ থেকে ৯টি বড় শহরে ৯ দিন ধরে গণসংলাপের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

গণসংহতি আন্দোলন তাদের গণসংলাপ শুরু করবে ৪ অক্টোবর নারায়ণগঞ্জে। এরপর পর্যায়ক্রমে গণসংলাপ হবে ১৭ অক্টোবর বরিশালে, ১৮ অক্টোবর খুলনায়, ১৯ অক্টোবর রাজশাহীতে, ২৫ অক্টোবর চট্টগ্রামে, ২৬ অক্টোবর রংপুরে, আগামী ১ নভেম্বর সিলেটে ও ২ নভেম্বর ময়মনসিংহে। শেষে ২৯ নভেম্বর ঢাকায় গণসংলাপের আয়োজন করা হবে।

সংবাদ সম্মেলনে গণসংলাপের কর্মসূচি সম্পর্কে বক্তব্য তুলে ধরেন গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি। লিখিত বক্তব্য পাঠ করে দেশব্যাপী সদস্য নবায়ন ও নতুন সদস্য সংগ্রহের উদ্বোধন করেন দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী সমন্বকারী আবুল হাসান।

সাইফুলকে তুলে নেওয়ার ঘটনা উদ্‌ঘাটনের দাবি

'মায়ের ডাক'-এর সংবাদ সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছাড়া কাদের ইশারায় ও যোগসাজশে গুমের শিকার বিএনপি নেতা সাজেদুল ইসলামের ভাই সাইফুল ইসলামকে (শ্যামল) তুলে নেওয়া হয়েছে, তা উদ্‌ঘাটন করে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দেশবাসীকে জানানোর দাবি জানিয়েছে গুমের শিকার ব্যক্তিদের স্বজনদের সংগঠন 'মায়ের ডাক'। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের নেতারা এ দাবি জানিয়েছেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন মায়ের ডাকের সমন্বয়ক সানজিদা ইসলাম। তাঁর ভাই সাইফুল ইসলাম। লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, যাঁরা এই জোরপূর্বক তুলে নেওয়ার কাজে জড়িত, তাঁদের বিচারের আওতায় আনতে হবে। পেছনের কুশীলবদের মুখোশ উন্মোচন করতে হবে। যদি তিন দিনের মধ্যে কার্যকর পদক্ষেপ না নেওয়া হয়, তাহলে মায়ের ডাক রাজপথে কর্মসূচি দেবে।

মায়ের ডাক মনে করে, এ ঘটনা বর্তমান সরকারকে বেকায়দায় ফেলার জন্য করা হয়েছে এবং সেনাবাহিনী ও মায়ের ডাককে মুখোমুখি করার অপচেষ্টা করা হয়েছে।

ভুক্তভোগীর পরিবার থেকে জানানো হয়, কয়েকজন সেনাসদস্য গত সোমবার বেলা আড়াইটার দিকে রাজধানীর তেজগাঁওয়ের শাহীনবাগ এলাকার বাসা থেকে সাইফুল ইসলামকে তুলে নেন। এ বাসা মায়ের ডাকের কেন্দ্রীয় কার্যালয় হিসেবেও ব্যবহার হয়ে আসছে। পরে গতকাল বিকেল পাঁচটার দিকে সাইফুলকে আবার বাসার সামনে নামিয়ে দেওয়া হয়।

পরে গতকাল আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সাইফুলের বিরুদ্ধে একাধিক চাঁদাবাজির অভিযোগ রয়েছে। তাই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নেওয়া হয়েছিল।

গতকালের সংবাদ সম্মেলনে আইএসপিআরের এই বিবৃতি প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে মায়ের ডাক। তাদের দাবি, 'সত্যকে আড়াল করতেই' আইএসপিআরের বিবৃতি দেওয়া হয়েছে।

সাইফুল ইসলামকে তুলে নেওয়ার ঘটনা খুবই দুঃখজনক বলে উল্লেখ করেন জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্যসচিব মো. আখতার হোসেন। এ ঘটনা আওয়ামী ফ্যাসিবাদকে স্মরণ করিয়ে দেয় উল্লেখ করে সংবাদ সম্মেলনে আখতার হোসেন বলেন, এ ঘটনার ব্যাখ্যা সরকারকে দিতে হবে।

বিস্ফোরণের জন্য উন্মুখ মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকানদের সমরশক্তি প্রদর্শন কোনোভাবেই সেখানে শান্তি আনতে পারবে না

মধ্যপ্রাচ্য সংঘাতে যুক্তরাষ্ট্রের নীতির সমালোচনা করে পাকিস্তানের দ্য ডন-এর সম্পাদকীয় মন্তব্য

সম্পাদকীয়

স্থানীয় সরকার সংস্থা

খণ্ডকালীন প্রশাসক নিয়োগ সমাধান নয়

স্থানীয় সরকার সংস্থা কীভাবে পরিচালিত হবে, তা সংবিধানেই লেখা আছে। কিন্তু সংবিধানে যা-ই লেখা থাকুক না কেন, স্বাধীনতার পর কোনো সরকারই স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোর স্বকীয় অবস্থানকে স্বীকার করেনি। যখন যেই দল ক্ষমতায় এসেছে, স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করেছে।

গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়। অন্তর্বর্তী সরকার সহজ সমাধান হিসেবে স্থানীয় সরকার সংস্থার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বাদ দিয়েছে এবং সিটি করপোরেশনগুলোতে প্রশাসক নিয়োগ দিয়েছে। ঢাকার দুই সিটিসহ দেশের ১২ সিটি করপোরেশনের মেয়রকে অপসারণ করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়। ৩২৩ জন পৌর মেয়র, ৬০ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, ৪৯৩ উপজেলা চেয়ারম্যান, সঙ্গে ৯৮৮ উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যানকেও অপসারণ করা হয়েছে। এরপর সিটি করপোরেশনের কাউন্সিলরদেরও অপসারণ করা হয়।

স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন ওঠে, আওয়ামী লীগ আমলে গঠিত স্থানীয় সরকার সংস্থা তথা সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদগুলো কীভাবে পরিচালিত হবে? কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ বলেছেন, এভাবে ঢালাও জনপ্রতিনিধিদের অপসারণ করা ঠিক হয়নি। যেসব জনপ্রতিনিধি লভ্য ছিলেন, তাঁদের নিয়ে স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলো চালানো যেত। আর যেসব সংস্থার পদাধিকারীরা পলাতক আছেন, তাঁদের স্থলে প্রশাসক নিয়োগ করতে পারত সরকার।

দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় সরকারগুলোর নির্বাচন হয়ে আসছিল নির্দলীয় ভিত্তিতে, যদিও রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরাই ভোটযুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন। আওয়ামী লীগ সরকার ২০১৫ সালে আইন সংশোধন করে দলীয় প্রতীকে নির্বাচন করার ব্যবস্থা করে। ফলে আগে স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোর যতটুকু বহুদলীয় চরিত্র ছিল, সেটাও মুছে যায়। ফলে স্থানীয় সরকার সংস্থার জনপ্রতিনিধি ও ক্ষমতাসীন দলের কমিটির নেতা-কর্মীদের মধ্যে আর কোনো ফারাকই থাকল না।

অন্যদিকে এই প্রশাসক নিয়োগের ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী সরকার যে নীতি নিয়েছে, সেটা যথাযথ নয়। বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত সরকারি কর্মকর্তাদের বাড়তি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সিটি করপোরেশনগুলোতে। ঢাকা শহরের দুই সিটি করপোরেশনের জনসংখ্যা প্রায় ২ কোটি। এই বিপুলসংখ্যক মানুষের পরিষেবার জন্য দুজন খণ্ডকালীন প্রশাসক নিয়োগ কোনোভাবেই সমীচীন নয়। এসব প্রতিষ্ঠানে অবশ্যই সার্বক্ষণিক প্রশাসক নিয়োগ দিতে হবে। অন্যদিকে সিটি করপোরেশন, উপজেলা ও পৌরসভাগুলোকে যেভাবে আমলানির্ভর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়েছে, তাতে এগুলো আর জনগণের প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান থাকল না।

অন্তর্বর্তী সরকার যে নতুন বাংলাদেশ গঠন করতে চায়, তাতে স্থানীয় সরকারের কী ভূমিকা থাকবে, তা-ও স্পষ্ট নয়। সরকার নির্বাচন, প্রশাসনসহ অনেক বিষয়ের সংস্কারে কমিশন গঠন করলেও স্থানীয় সরকারব্যবস্থাকে উপেক্ষা করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলো অনির্দিষ্টকাল প্রশাসক দিয়ে চলতে পারে না।

আওয়ামী লীগ সরকার কারচুপির নির্বাচনের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলো গঠন করেছে, এটা অসত্য নয়। ঢালাওভাবে প্রশাসক নিয়োগ এর প্রতিকার নয়। প্রশাসক নিয়োগ স্বল্পকালীন সমাধান হতে পারে। সে ক্ষেত্রে অবশ্যই পূর্ণকালীন প্রশাসক নিয়োগ করতে হবে।

স্থানীয় সরকার সংস্থার নির্বাচনব্যবস্থাকে প্রকৃত জনপ্রতিনিধিত্বশীল করতে হলে এর নির্দলীয় চরিত্র ফিরিয়ে আনারও বিকল্প নেই।

শেরপুরের ১৬ জাতিগোষ্ঠী

শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুবিধা বাড়াতে হবে

একটা রাষ্ট্র তখনই প্রকৃত অর্থে গণতান্ত্রিক হয়ে ওঠে, যখন তার সবচেয়ে প্রান্তিক মানুষও নাগরিক অধিকার ও সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকে না। কিন্তু দুঃখজনক হচ্ছে, প্রান্তিক মানুষেরাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্তে অগ্রাধিকার পান না। নয়তো শেরপুরের ১৬টি জাতিগোষ্ঠীর প্রায় ৩৬ শতাংশ মানুষ স্কুলে যায়নি, এটি কী করে হয়। এসব জাতিগোষ্ঠীর ৪৮ শতাংশ মানুষের স্থায়ী কোনো কাজই নেই। বিষয়টি অবশ্যই হতাশাজনক।

‘শেরপুর জেলায় বসবাসরত জাতিগোষ্ঠীদের আর্থসামাজিক অবস্থা’ নিয়ে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) এক জরিপ প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। জানা গেছে, জেলাটির সদর, ঝিনাইগাতী, নকলা, নালিতাবাড়ী ও শ্রীবরদী—এই পাঁচ উপজেলায় জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর লোকসংখ্যা মাত্র ২০ হাজার ৮৪০। এখানে গারো, কোচ, বর্মণ, হাজং, ডালু, হুদি, মসুর, মারমা, ম্রো, চাক, মাহালীসহ প্রায় ১৬টি জাতিগোষ্ঠীর বসবাস। জনসংখ্যার দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশি গারো, এরপর রয়েছে বর্মণ, কোচ, হুদি ও হাজং। নালিতাবাড়ীতে এদের জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি।

প্রথম আলো জানাচ্ছে, সাবেক জেলা প্রশাসক সাহেলা আক্তার গত বছর জেলার ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর প্রকৃত অবস্থা জানতে তাদের নিয়ে একটি জরিপ করার জন্য পরিসংখ্যান ব্যুরোর কাছে আনুষ্ঠানিক আবেদন জানান। এর পরিপ্রেক্ষিতে একটি পাইলট প্রকল্প হিসেবে এই প্রথম কোনো জেলায় এ ধরনের জরিপ করা হয়। ৯ মাসের মধ্যে এ জরিপ করা হয়। গত সোমবার ব্যুরোর সেমিনার কক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে এ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। সেখান থেকে জানা যাচ্ছে, জাতিগোষ্ঠীগুলোর প্রাথমিক স্কুলগামী মানুষের সংখ্যা মাত্র ২০ দশমিক ৮৪ শতাংশ। শিক্ষায় হাজং ও গারোরা এগিয়ে থাকলেও বাকিদের অবস্থা খুবই করুণ। এসব জাতিগোষ্ঠীর ১৫ বছরের বেশি বয়সীদের মধ্যে কর্মসংস্থান আছে ৫১ দশমিক ৮৪ শতাংশের। এটি স্পষ্ট যে শিক্ষায় পিছিয়ে থাকার কারণে এর প্রভাব পড়েছে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও।

তবে বাসস্থান, বিদ্যুৎ-সংযোগ, নিরাপদ পানি ও উন্নত শৌচাগার সুবিধার দিক থেকে বেশ সন্তোষজনক অবস্থানে আছে জাতিগোষ্ঠীগুলো। এখন শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও তারা যেন সন্তোষজনক অবস্থানে যেতে পারে, সেই পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রথমত, শেরপুরের সাবেক জেলা প্রশাসক ও বিবিএসকে সাধুবাদ জানাই এমন জরিপ চালানোর উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য। বিবিএস বলছে, পরবর্তী সময়ে তিন পার্বত্য জেলায়ও এমন জরিপ চালাবে তারা।

শেরপুরের সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীগুলোর জনসংখ্যা একেবারেই কম। তাদের উন্নতি-অগ্রগতিতে স্থানীয় প্রশাসন ও সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলোর ভূমিকা এখানে গুরুত্বপূর্ণ। খুব বেশি বরাদ্দ বা প্রকল্পের প্রয়োজন আছে তেমন নয়, প্রয়োজন হচ্ছে আন্তরিকতা ও সদিচ্ছা। আমরা আশা করব, শেরপুরে পিছিয়ে থাকা জাতিগোষ্ঠীগুলোর শিক্ষা ও কর্মসংস্থানে উন্নতিতে এমন প্রচেষ্টাই আমরা দেখব।

চিঠিপত্র

রাস্তা সংস্কার

বাংলাদেশের শহরাঞ্চলের অনেক রাস্তা বেহাল। সেখানে প্রত্যন্ত এলাকার রাস্তাঘাটের অবস্থা তো খুব করুণ! উপকূলীয় এলাকায় এই অবস্থা বেশি দৃশ্যমান; কেননা উপকূলীয় এলাকায় তলিয়ে যাওয়া রাস্তাঘাট স্রোতের তোড়ে লন্ডভন্ড হয়ে যায়। তেমনি এক উপকূলীয় এলাকা সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি উপজেলার প্রতাপনগর ইউনিয়ন। প্রতিবছর প্রবল ঘূর্ণিঝড় ও বৃষ্টির প্রভাবে বাঁধ ভেঙে তলিয়ে যায় এই এলাকার অধিকাংশ গ্রাম। ফলে দুর্ভোগের শিকার হন হাজার হাজার মানুষ।

এই ইউনিয়নের কল্যাণপুর গ্রামের ক্লিনিক মোড় থেকে বিছট বাজারসংলগ্ন কালভার্টের দুই পাশে বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ইউনিয়ন থেকে শহরে যাওয়ার এটাই একমাত্র রাস্তা বলা যায়, ফলে এই কালভার্ট পেরিয়ে সবাইকে যেতে হয়। রাস্তা থেকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত উঁচু এই কালভার্ট। বিগত সব বন্যার স্রোতে কালভার্টের দুই পাশের পিচঢালাই রাস্তাসহ মাটি সরে যাওয়ায় কালভার্টের দুই পাশে সৃষ্টি হয়েছে বিপজ্জনক অবস্থা। মালবোঝাই ভ্যানগাড়ি কালভার্টের ওপর উঠতে গিয়ে উল্টে খাদে পড়ে যাচ্ছে। ফলে গরিব-অসহায় মানুষের রোজগারের একমাত্র সম্বল মালবাহী গাড়িগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়া যাত্রীবাহী গাড়িগুলোও পর্যাপ্ত গতিবেগ থাকা সত্ত্বেও কালভার্টের ওপর উঠতে পারছে না। ফলে গাড়িগুলো উল্টে পেছনে গিয়ে পড়ছে। জীবনও ঝুঁকিপূর্ণ অনেক সময়। বিগত বছরগুলোতেও কর্তৃপক্ষের এই বিষয়ে কোনো স্থায়ী পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি।

তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যাতে কালভার্টের দুই পাশে পর্যাপ্ত পরিমাণ মাটি দিয়ে ঢালু করে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হয়। জানমালের ক্ষতি কমাতে স্থায়ী পদক্ষেপ নেওয়ার জোর দাবি জানাচ্ছি।

মো. শাহাজাহান হোসেন
শিক্ষার্থী, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

উন্নয়ন-দর্শন

বৈষম্য নিরসনকারী প্রবৃদ্ধি মডেলে বাধা কোথায়

মইনুল ইসলাম

স্বৈরশাসক শেখ হাসিনাকে ক্ষমতা থেকে অপসারণে নেতৃত্ব দেয় ‘বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন’। বাংলাদেশে বৈষম্যের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো আয়বৈষম্য। ২০২২ সালের খানা আয়-ব্যয় জরিপের যে প্রাথমিক ফলাফলে বাংলাদেশের জনগণের আয়বৈষম্য পরিমাপক জিনি সহগের মান নির্ধারিত হয়েছে শূন্য দশমিক ৪৯৯। এই হিসাব বলছে, ২০২৪ সালে বাংলাদেশ একটি ‘উচ্চ আয়বৈষম্যের দেশে’ পরিণত হয়েছে।

২০১৮ সাল থেকে বাংলাদেশ ‘স্বল্পোন্নত দেশের’ ক্যাটাগরি থেকে ‘উন্নয়নশীল দেশের’ ক্যাটাগরিতে উত্তরণের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এই প্রক্রিয়ার সফল সমাপ্তি হলে ২০২৬ সালে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে পরিগণিত হবে। এর আগে ২০১৫ সালে বিশ্বব্যাংকের ‘নিম্ন আয়ের দেশ’ পর্যায় থেকে বাংলাদেশ ‘নিম্নমধ্যম আয়ের দেশ’-এ উত্তীর্ণ হয়েছিল।

বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ক্রমান্বয়ে বেড়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৮ দশমিক ১৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছিল। ২০২০-২২ অর্থবছরে করোনাভাইরাস মহামারি এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের অভিঘাতে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির হার কমে গেছে। তবু তা ৫ শতাংশের কাছাকাছি ছিল। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৫ দশমিক ৮। ২০২০ সালে আইএমএফ ঘোষণা করেছে, বাংলাদেশের মাথাপিছু জিডিপি ভারতের চেয়ে বেশি হয়েছে। ২০২৪ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু জিডিপি পাকিস্তানের চেয়ে ৬৫ শতাংশ বেশি। জিডিপি, জিএনআই প্রবৃদ্ধিসহ নানাবিধ অর্থনৈতিক সূচক দুই দশক ধরে জানান দিচ্ছে, বাংলাদেশের অর্থনীতি অনুন্নয়ন ও পরনির্ভরতার ফাঁদ থেকে মুক্ত হয়ে টেকসই উন্নয়নের পথে যাত্রা করেছে।

কিন্তু মাথাপিছু জিডিপি একটি গড় সূচক। মাথাপিছু জিডিপি প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশে আয়বৈষম্যও বাড়তে থাকা ইতিবাচক নয়। এর মানে, জিডিপি প্রবৃদ্ধির সুফল সমাজের উচ্চবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠীর কাছে পুঞ্জীভূত হওয়ার প্রবণতা শক্তিশালী হওয়া। ফলে নিম্নবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ প্রবৃদ্ধির ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে।

আয় ও সম্পদবৈষম্য বাড়তে বাড়তে বাংলাদেশ এখন একটি ‘উচ্চ আয়বৈষম্যের দেশে’ পরিণত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গবেষণা সংস্থা ওয়েলথ এক্সের ওয়ার্ল্ড আলট্রা ওয়েলথ রিপোর্ট-২০১৮-তে একটি তথ্য পাওয়া যায়। ২০১২ থেকে ২০১৭—এই ৫ বছরে অতিধনী বা ধনকুবেরের সংখ্যা বৃদ্ধির দিক দিয়ে বিশ্বের বড় অর্থনীতির দেশগুলোকে পেছনে ফেলে সারা বিশ্বে ১ নম্বর স্থান দখল করেছিল বাংলাদেশ। এই সময়ে দেশে ধনকুবেরের সংখ্যা বেড়েছে বার্ষিক ১৭ দশমিক ৩ শতাংশ হারে। প্রতিবেদনে তিন কোটি ডলারের (প্রায় ৩৬০ কোটি টাকা) বেশি নিট সম্পদের অধিকারী ব্যক্তিকে ‘আলট্রা-হাই নেট-ওয়ার্থ’ ব্যক্তি হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ১৯৭২ সালের সংবিধানে সমাজতন্ত্রকে অন্যতম রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন খন্দকার মোশতাক ও জিয়াউর রহমানের সরকার ক্রোনি ক্যাপিটালিজম প্রতিষ্ঠাকে এই রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে দাঁড় করায়। আশির দশকে বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোয় আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের ‘কাঠামোগত বিন্যাস কর্মসূচি’ ‘নিউ লিবারেল’ নীতিমালা সংস্কারের ধারাবাহিকতাকে জোরদার করার জন্যই পরিচালিত হয়েছিল।

আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের প্রেসক্রিপশনগুলোর মূল মনোযোগের কেন্দ্র ছিল আমদানি উদারীকরণ, বিরাষ্ট্রীয়করণ, ব্যক্তি খাতে সরকারি নিয়ন্ত্রণ হ্রাস ও অর্থনীতিতে সরকারি ভূমিকার সংকোচন এবং বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ। ১৯৯১ থেকে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট পর্যন্ত বিএনপি ও আওয়ামী লীগ পালাক্রমে এ দেশে গত ৩৩ বছরের মধ্যে ৩১ বছর সরকারে আসীন ছিল। এই সময়ে দেশে আয়বৈষম্য নিরসনে তাদের কোনো ভূমিকা ছিল না। সংবিধানের রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে নামকাওয়াস্তে সমাজতন্ত্রকে সংবিধানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। আওয়ামী লীগ এ ব্যাপারে নীরবতা পালনকেই নিরাপদ মনে করেছে।

আয়বৈষম্য বিপজ্জনক স্তরে পৌঁছে গেছে। সাধারণ জনগণের কাছে তা এখন বোধগম্য। আর মানুষ যেসব বিষয় থেকে তা অনুভব করতে পারছে, সেগুলো হলো : ১. দেশে প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে ১১ ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, যেখানে মা-বাবার বিত্তের নিক্তিতে সন্তানের স্কুলের এবং শিক্ষার মানে বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে; ২. দেশে চার ধরনের মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে; ৩. দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার পুরোপুরি বাজারীকরণ হয়ে গেছে; ৪. ব্যাংকের ঋণ সমাজের একটা ক্ষুদ্র অংশের কাছে কুক্ষিগত হয়ে যাচ্ছে ও ঋণখেলাপি বিপজ্জনকভাবে বাড়ছে; ৫. দেশের জায়গাজমি, অ্যাপার্টমেন্ট, প্লট, ফ্ল্যাটের দাম প্রচণ্ডভাবে বেড়েছে; ৬. বিদেশে পুঁজি পাচার মারাত্মকভাবে বাড়ছে; ৭. ঢাকা মহানগরীতে জনসংখ্যা ২ কোটি ৩০ লাখে পৌঁছে গেছে, যেখানে আবার ৪০ শতাংশ মানুষ বস্তিবাসী; ৮. দেশে গাড়ি, বিশেষত বিলাসবহুল গাড়ি আমদানি দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে; ৯. বিদেশে বাড়িঘর, ব্যবসাপাতি কেনার হিড়িক পড়েছে; ১০. ধনাঢ্য পরিবারগুলোর বিদেশভ্রমণ বাড়ছে; ১১. উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তানদের বিদেশে পড়তে যাওয়ার প্রবাহ বাড়ছে; ১২. উচ্চবিত্ত পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসার জন্য ঘনঘন বিদেশে যাওয়ার খাসলত বাড়ছে; ১৩. প্রাইভেট হাসপাতাল ও বিলাসবহুল ক্লিনিক দ্রুত বাড়ছে; ১৪. প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার হিড়িক পড়েছে; ১৫. দেশে ইংলিশ মিডিয়াম কিন্ডারগার্টেন, ক্যাডেট স্কুল, পাবলিক স্কুল এবং ও লেভেল/এ লেভেল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার মোচ্ছব চলছে। আবার অন্যদিকে দরিদ্র জনগণের সন্তানদের জন্য মাদ্রাসা গড়ে তোলা হচ্ছে; ১৬. প্রধানত প্রাইভেট কারের কারণে সৃষ্ট ঢাকা ও চট্টগ্রামের ট্রাফিক জ্যাম নাগরিক জীবনকে বিপর্যস্ত করছে এবং ১৭. দেশে রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি বেড়ে জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে দিচ্ছে পদে পদে। দুর্নীতিলব্ধ অর্থের সিংহভাগ বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে।

২০১৬ সালের খানা আয়-ব্যয় জরিপে বাংলাদেশের দারিদ্র্যসীমার নিচের জনসংখ্যার হার ২৪ দশমিক ৫ পাওয়া গিয়েছিল, ২০২২ সালের খানা আয়-ব্যয় জরিপে তা ১৮ দশমিক ৭ শতাংশে নেমে গেছে বলে দাবি করা হয়েছে। দারিদ্র্যসীমার নিচের জনসংখ্যার এই ক্রমহ্রাসমান হার প্রশংসনীয় হলেও আয়বৈষম্য বৃদ্ধিকে অশনিসংকেত বিবেচনা করতেই হবে। কিন্তু হাসিনার সরকার শুধু মাথাপিছু জিডিপি প্রবৃদ্ধি নিয়েই মাতামাতি করত। সুতরাং আয়বৈষম্যের ব্যাপারে হাসিনার সরকারের দুঃখজনক অমনোযোগ আমার কাছে বরাবরই অগ্রহণযোগ্য ছিল। অন্তর্বর্তী সরকার ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীদের বলছি, বাংলাদেশের জন্য এই মুহূর্তে প্রয়োজন ‘বৈষম্য নিরসনকারী প্রবৃদ্ধি মডেল’। এই মডেলের মূলকথা হলো, আয়বৈষম্য নিরসনকারী অবস্থান গ্রহণ করলে কোনো দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলে যে ধারণা সাইমন কুজনেৎস অর্থনৈতিক উন্নয়ন তত্ত্বে চালু করেছিলেন, সেটা একটা ‘ভুল ধারণা’।

পুঁজিবাদের পক্ষে তাঁর অবস্থানকে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যেই বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে কুজনেৎস এই তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন। এই তত্ত্বে তিনি উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিভিন্ন দেশ ও সেগুলোর উন্নয়নপথের সময়কে সুপরিকল্পিতভাবে বাছাই করেছিলেন। তাঁর তত্ত্ব মানবজাতির বড় ধরনের ক্ষতি করেছে।

গত ছয় দশকের অনেকগুলো আলোড়ন সৃষ্টিকারী গবেষণা ওই তত্ত্বকে ভুল প্রমাণিত করেছে, যার মধ্যে বাঙালি নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গবেষণাপ্রাপ্ত ফলাফলও অন্যতম। এখন সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হচ্ছে, যেসব দেশ আয়বৈষম্য বাড়ার বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে বৈষম্য নিরসনে রাষ্ট্রকে ব্যবহার করে জনগণের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার প্রদান করে বৈষম্যবিরোধী অর্থনৈতিক নীতি বাস্তবায়ন করছে, সেসব দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার কমার পরিবর্তে বেড়ে যাচ্ছে। চীন, ভিয়েতনাম, ব্রাজিল, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা এই ‘বৈষম্য নিরসনকারী প্রবৃদ্ধি মডেলের’ সফল কয়েকটি উদাহরণ। এই মডেল অনুসরণ করতে আমাদের বাধা কোথায়?

● **ড. মইনুল ইসলাম** অর্থনীতিবিদ ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক

রংপুর অঞ্চলের বন্যা

গরিবের কান্নাও কান্না নয়

তুহিন ওয়াদুদ

বৈষম্যের তলানিতে পড়ে থাকা রংপুর বিভাগের চারটি জেলা—রংপুর, নীলফামারী, লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রামে বন্যা হয়েছে। পানিবন্দী হয়েছে প্রায় ২৫ হাজার পরিবার। বন্যা কমার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে ভাঙন। এই বন্যা ও ভাঙন নিয়ে সরকার বিচলিত নয়। খরা, বন্যা, শীত—কখনোই এ অঞ্চলের কোনো দুর্যোগে সরকারকে এগিয়ে আসতে দেখা যায় না।

কয়েক দিন আগে ফেনী-নোয়াখালী অঞ্চলের জেলাগুলোয় খুব বন্যা হয়েছিল। তখন উপদেষ্টা পরিষদ খুব তৎপর ছিল। প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে অনুদান পাঠানোর আহ্বান জানিয়েছিল সরকার। রংপুর অঞ্চলে তিস্তা-ব্রহ্মপুত্রসহ কয়েকটি নদীতে একই সময়ে ভয়াবহ ভাঙন ছিল। কিন্তু ভাঙনে দিশাহারা মানুষের খবর নেয়নি সরকার কিংবা অন্য কেউ।

কয়েক মাস ধরে তিস্তাপারের কয়েকটি জেলায় অঝোর ধারায় চোখের পানি ফেলছে নদীভাঙনের শিকার অসহায় জনগণ। এই হাহাকার আমাদের নীতিনির্ধারকদের সামান্যতম স্পর্শ করেনি। আমি নিজেই সরকারের উচ্চপর্যায়ে কথা বলেছি, লিখিত দিয়েছি। এ অঞ্চলের কথা কে শুনবে? ভাঙনকবলিত এলাকায় তেমন কোনো সহায়তা পাঠানো হয়নি। তিস্তাপারে কেবল গতিয়াশামে ১ হাজার ৭৫টি বাড়ি ছিল। গত ৪ বছরে তার ৮০০ বাড়ি নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। এদের একজনকেও পুনর্বাসন করেনি সরকার। তিস্তাপারে এ রকম লাখ লাখ পরিবার বাস্তুহারা হচ্ছে। ফেনী-নোয়াখালী অঞ্চলের জন্য গণমাধ্যম তথা বিত্তশালীরা সোচ্চার হয়েছিল, এটি খুব ভালো। আমরা চাই, এই ভালো সবখানে হোক। দুঃখজনক হলেও সত্য, রংপুর অঞ্চলের জন্য কেউ নেই।

এ বছর বন্যার্তরা দেশবাসীর দুই রকম চেহারা দেখেছে। ফেনী-নোয়াখালী অঞ্চলের জন্য এক রকম সহৃদয়তা আর রংপুর অঞ্চলের বন্যার সময় কঠিন নীরবতা। রংপুর অঞ্চলের অনেকে এটি মেনে নিতে পারছে না। অনেকে ফেসবুকে প্রতিবাদ জানিয়েছে। রিভারাইন পিপলের মহাসচিব শেখ রোকন ফেসবুকে লিখেছেন, ‘গরিবের বন্যা বন্যা নয়; গরিবের কান্নাও কান্না নয়। তিস্তায় গিয়ে বন্যার ঘোলা জলে, কান্নার লোনাপানিতে সেলফি খিচি, আসেন!’ এক তরুণ সূর্যখচিত সবুজ কাপড় চোখে বেঁধে রাজু ভাস্কর্যের সামনে একটি পোস্টার নিয়ে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। পোস্টার পেপারে লেখা, ‘কেন কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা কিংবা উত্তরবঙ্গ বন্যায় ডুবে গেলে বাংলাদেশ অন্ধ হয়ে যাও?’

রংপুর অঞ্চলে প্রতিবছর একাধিকবার বন্যা হয়। কোনো কোনো বছর মাসাধিক কাল বন্যা থাকে। এই বন্যার খবর জাতীয় দৈনিক পত্রিকাগুলো দু-একবার ঢাকা কিংবা সারা দেশ সংস্করণে দেয়। অধিকাংশ সময় এ খবর ছাপা হয় রংপুর কিংবা উত্তরাঞ্চল সংস্করণে। অধিকাংশ টেলিভিশনে বিকেলের গ্রাম-জনপদের খবরে এক-আধটু দেয়। এ অঞ্চলের মানুষ অধিকাংশই গরিব। এ কারণে বন্যায় যে ঘরবাড়ি ডুবে যায়, তা টিনের চাল আর বাঁশের বেড়ার। গরিবের ডুবে যাওয়া টিনের ঘরবাড়ি বিত্তশালীদের অনুভূতিকে আলোড়িত করে না। নদী যখন ভাঙে,

> **ভরা বর্ষার বন্যায় ফসল ডুবে যাওয়ার পর পানি নেমে গেলে আবারও ফসল রোপণ করা হয়। কিন্তু এ সময়ে আর সেটি সম্ভব নয়। এখন যে ফসলের ক্ষতি হবে, তা অপূরণীয়। তিস্তা কিংবা ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্তী মানুষ একটি স্থায়ী সমাধান চায়**

একবারে কয়েক শ বাড়ি ভাঙে না। ধীরে ধীরে ভাঙতে থাকে। সে কারণে হয়তো ভয়াবহতা কাউকে স্পর্শ করে না। অথচ ভাঙনে যে ক্ষতি হয়, সেই ক্ষতি সবচেয়ে বেশি।

রংপুরের চার জেলায় এখন যে বন্যা হচ্ছে, তা বৈষম্যপূর্ণ আচরণের পরিণতি। পর্যাপ্ত টাকা দিয়ে নদীর পরিচর্যা করলে কম পানিতে বন্যা হতো না। দেশবাসী খুব ভালো করেই জানে, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রায় সব বছরই বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে রংপুরের জন্য নামমাত্র বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এই অঞ্চলকে দেশের সবচেয়ে গরিব অঞ্চল তৈরি করা হয়েছে। তিস্তা নদীর পানি বেড়ে যাওয়ায় যে বন্যা হয়েছে, তা এ নদীর কোনো পরিচর্যা না করার কারণে। তিস্তা নদীর পরিচর্যার দাবিতে দেশের সবচেয়ে বড় আন্দোলন চলমান। তিস্তাপারের মানুষ আর কিছুতেই তিস্তার অভিশাপ নিতে পারছে না। খরা-বর্ষায় নদীটিকে শত্রুতে পরিণত করা হয়েছে। তিস্তা-ব্রহ্মপুত্র মিলে একটি বড় ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা উচিত ছিল আরও অনেক আগে। সরকার আসে, সরকার যায়। এ অঞ্চলের সঙ্গে সরকারের বৈষম্যনীতি বদলায় না।

নদীর তলদেশ ভরাট হয়েছে। এ কারণে সামান্য পানিতে নদীর পাড় উপচে পানি চলে যায় পার্শ্ববর্তী জনপদে। তিস্তার শাখা নদীগুলোর মুখ বন্ধ করা হয়েছে। এই নদীগুলো তিস্তার প্রচুর পানি বহন করত। উৎসমুখ ফসল রক্ষা বাঁধের নামে নদীগুলোকেই মেরে ফেলা হয়েছে। এ রকম অনেক শাখা নদী আছে, যেগুলোর একটিও আর সচল নেই। ফলে তিস্তা নদীর সবটুকু পানি একটি প্রবাহ দিয়েই বাংলাদেশে বয়ে চলে।

বর্তমানে যে বন্যা হলো, এই বন্যার ক্ষতি আর পূরণ করার মতো নয়। আশ্বিনে যে ফসলের ক্ষতি হবে, তা আর নতুন করে ফলানো যাবে না। ভরা বর্ষার বন্যায় ফসল ডুবে যাওয়ার পর পানি নেমে গেলে আবারও ফসল রোপণ করা হয়। কিন্তু এ সময়ে আর সেটি সম্ভব নয়। এখন যে ফসলের ক্ষতি হবে, তা অপূরণীয়। তিস্তা কিংবা ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্তী মানুষ একটি স্থায়ী সমাধান চায়। বৃষ্টি অস্বাভাবিক বেশি হলে প্রাকৃতিকভাবে বন্যা হবে। কিন্তু নদীর পরিচর্যা করলে যে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব, তা কেন করা হবে না? দেশ স্বাধীন হওয়ার পর নদীগুলোর পরিচর্যা করা হয়নি, ফলে বন্যা রোধ করা সম্ভব হয়নি। অন্তর্বর্তী সরকার তো বৈষম্যবিরোধী সরকার। তারা কি রংপুর অঞ্চলের বন্যা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে?

● **তুহিন ওয়াদুদ** বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক এবং নদী রক্ষাবিষয়ক সংগঠন রিভারাইন পিপলের পরিচালক

মধ্যপ্রাচ্য সংঘাত

ক্ষমতায় মত্ত ইসরায়েল অনন্ত যুদ্ধের দরজা খুলে দিয়েছে

লুবনা মাসারওয়া

হিজবুল্লাহর নেতা হাসান নাসরুল্লাহর হত্যাকাণ্ডের পর ইসরায়েলের সংবাদমাধ্যমগুলো উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছে। চ্যানেল ১২-এর ‘মিট দ্য প্রেস’-এ সাংবাদিক আমিত সেগাল ও বেন ক্যাসপিট আরাকের (মধ্যপ্রাচ্যের একধরনের পানীয়) গ্লাস তুলে নাসরুল্লাহর মৃত্যুকে উদ্‌যাপন করেছেন। বামপন্থীদের টেলিভিশন চ্যানেল ১৩-এর সাংবাদিক পাজ রবিনসন কারমিয়েল শহরে চকলেট বিতরণ করেছেন। চ্যানেল ১৪-এর প্রধান অনুষ্ঠান ‘দ্য প্যাট্রিয়টস’ উপস্থাপক ইয়িনন মাগালের নেতৃত্বে গান ও উৎসবের মাধ্যমে শুরু করা হয়। মিডিয়ার এই উল্লাস বাম ও ডানপন্থী উভয় রাজনীতিবিদদের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

ডেমোক্র্যাটস পার্টির নেতা ও সাবেক মেরেটজ পার্টির প্রধান ইয়ায়ার গোলান (যিনি একসময় দেশের বামপন্থী মূলধারার রাজনীতিবিদ হিসেবে বিবেচিত ছিলেন) এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে আনন্দ প্রকাশ করেছেন। তিনি এক্সে লিখেছেন, ‘নাসরুল্লাহর হত্যাকাণ্ড একটি বিশাল ও গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য। মধ্যপ্রাচ্যে এটি নতুন যুগের সূচনা করেছে।’ গাজা থেকে জিম্মিদের ফেরত আনার বিষয়ে ইসরায়েলের রাজনৈতিক অঙ্গনে যে গভীর বিভক্তি দেখা দিয়েছিল, নাসরুল্লাহর হত্যাকাণ্ড সেই বিভক্তিকে অনেকটাই দূর করেছে বলে মনে হচ্ছে।

ইসরায়েলি সেনাবাহিনী হাতজেরিম বিমানঘাঁটি থেকে যুদ্ধবিমান উড্ডয়নের ভিডিও প্রকাশ করেছে, যেখানে বিমানবাহিনীর কমান্ডার ও পাইলটদের মধ্যে রেডিও যোগাযোগের দৃশ্যও ছিল। ভিডিও ক্লিপে বিমানবাহিনীর কমান্ডার মেজর জেনারেল টোমার বারকে বলতে শোনা যায়, ‘আপনি এখানে একটি বিজয়ের প্রদর্শনী উপহার দিয়েছেন বলে আমি বিশ্বাস করি। এটি ভালো হয়েছে। এটি আমাদের জন্য বিশাল গর্ব।’ তাঁর কথায় এক পাইলট উত্তর দেন, ‘আমরা সবখানে পৌঁছাব, সব শত্রুকে পাকড়াও করব।’

ইসরায়েল মনে করছে, বিদায়ী মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন স্পষ্টতই ইসরায়েলকে নিরস্ত্র করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং এর ফলে তাদের হাতে একটি স্বর্ণালি সুযোগ এসে গেছে। প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এখন পর্যন্ত তিনবার বাইডেনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করেছেন। রাফাহ পুনর্দখল করা, গাজায় হামাসের সঙ্গে অস্ত্রবিরতিতে যাওয়া এবং এখন লেবাননে একটি নতুন যুদ্ধ ফ্রন্ট খোলা নিয়ে তিনি বাইডেনের সঙ্গে বিরোধিতায় জড়িয়েছেন এবং প্রতিবারই সফল হয়েছেন।

নেতানিয়াহু জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে রক্ষণাত্মক অবস্থানে থাকবেন বলে আশা করা হয়েছিল। কিন্তু তা হয়নি। তিনি সাহসিকতার সঙ্গে বাইডেনকে চ্যালেঞ্জ করেছেন এবং ইসরায়েল তাঁকে সমর্থন করেছে। ইসরায়েলি পাইলট ও ড্রোন অপারেটরদের আর বেসামরিক নাগরিকের জীবন নিয়ে ভাবতে হচ্ছে না। হত্যার সিদ্ধান্ত এখন আঞ্চলিক সেনা কমান্ডারদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

সমগ্র লেবানন, গাজা ও পশ্চিম তীরের বেসামরিক মানুষকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে। শিশুহত্যার বিষয়ে যে

লেবানন ও গাজায় যুদ্ধ বন্ধের দাবিতে হোয়াইট হাউসের সামনে বিক্ষোভ। ছবি : রয়টার্স

নিষেধাজ্ঞা ছিল, তা এখন আর নেই। ইসরায়েল একটি জাতিকে অনাহারে রাখতে কোনো বাধার মুখে পড়ছে না। তারা কারাগারে নিয়মিত নির্যাতন ও ধর্ষণ করছে এবং এখন এসব কর্মকাণ্ডকে বিজয় হিসেবে গণ্য করে তারা তা উদ্‌যাপন করছে।

ক্ষমতার মোহে মাতাল ইসরায়েল এখন গভীর ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে। হিজবুল্লাহর বর্তমান নেতৃত্বকে ধ্বংস করে তারা পরবর্তী প্রজন্মের যোদ্ধাদের প্রতিহত করতে পারবে না। ইসরায়েল জানে না এরপর কে আসছে।

এখন পর্যন্ত হিজবুল্লাহ বেসামরিক মানুষকে নিশানা করে আক্রমণ করেনি এবং বড় ধরনের যুদ্ধে জড়াতেও তারা আগ্রহী ছিল না। কিন্তু এখন তাদের সেই সংযম প্রায় নিশ্চিতভাবেই বিলুপ্ত হতে যাচ্ছে। হিজবুল্লাহর কাছে আর কোনো বিকল্প নেই। কারণ, তারা অস্তিত্বের সংকটে পড়েছে।

ইসরায়েল দক্ষিণ লেবাননে আরও একটি অমানবিক বিপর্যয় ঘটাতে পারে। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে ইসরায়েল সুরক্ষিত হতে পারবে না; বরং তাদের বেসামরিক লোকের জীবনও অরক্ষিত হয়ে পড়বে। এরপর কী—এ ধরনের সময়ে ইসরায়েল নিজেকে খুব কমই এ প্রশ্ন করে থাকে। তিক্ত এই সংঘাতের ইতিহাস থেকেও তারা কিছু শেখে না। রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের এই দীর্ঘ ইতিহাসে একটি ঘটনাও পাওয়া যাবে না, যেখানে কোনো দলের নেতৃত্বকে হত্যার কারণে দলটি বিলীন হয়ে গেছে বা পিছু হটেছে। আজকের বাস্তবতায় হিজবুল্লাহ মনে করছে, তাদের দায়িত্ব হলো পুনরুজ্জীবিত হয়ে প্রতিশোধ নেওয়া।

নিজের শক্তি প্রদর্শন ও অস্ত্রের ঝনঝনানি দিয়ে ইসরায়েল আরব বিশ্বে এমন একটি প্রজন্ম তৈরি করেছে, যারা একদিন প্রতিশোধ নিতে চাইবেই। মনে রাখা দরকার, সামরিক শক্তির সীমাবদ্ধতা আছে। ইসরায়েলের জনগণের নিরাপত্তা অর্জনের একমাত্র উপায় হলো আলোচনার টেবিলে ফিরে আসা এবং দখলদারির অবসান ঘটানো। অন্যথায় তারা কেবল প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম ধরে যুদ্ধের দরজা খুলে দেবে।

● **লুবনা মাসারওয়া** মিডল ইস্ট আইয়ের ফিলিস্তিন ও ইসরায়েল-বিষয়ক ব্যুরোপ্রধান

মিডল ইস্ট আই থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনূদিত

প্রথম আলো
রেজি. নং ডিএ ১৮৮০

সম্পাদক ও প্রকাশক : মতিউর রহমান
মিডিয়াস্টার লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক কর্তৃক গুলশান টাওয়ার (ষষ্ঠ তলা), প্লট ৩১, রোড ৫৩, গুলশান নর্থ বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত

নির্বাহী সম্পাদক : সাজ্জাদ শরিফ
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : আনিসুল হক

ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা ১২০৮, ১২-১৩ কালুরঘাট ভারী শিল্প এলাকা চট্টগ্রাম ৪২০৮ এবং ফুলদীঘি, বগুড়া ৫৮০০ থেকে মুদ্রিত

প্রধান কার্যালয় : প্রথম আলো ভবন
১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : ৫৫০১৩৪৩০-৩৩, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬

বার্তা বিভাগ ফ্যাক্স : ৫৫০১২২০০, ৫৫০১২২১১
ই-মেইল : news@prothomalo.com
সম্পাদকীয় ই-মেইল : editorial@prothomalo.com

বিজ্ঞাপন : ৫৫০১২২১২
ই-মেইল : ad@prothomalo.com

কল্যাণমূলক রাষ্ট্র — যে রাষ্ট্র জনগণের দৈনন্দিন ন্যূনতম চাহিদা পূরণের জন্য কল্যাণমূলক কাজ করে, তাকে কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলা হয়।

এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫ : পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস

বিজ্ঞান
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মো. আবু সুফিয়ান, *শিক্ষক*
আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ৩

৫০. অক্সিজেনসমৃদ্ধ রক্ত কিসের মাধ্যমে সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে?
ক. মহাধমনি খ. মহাশিরা
গ. ফুসফুসীয় শিরা ঘ. নিম্ন মহাশিরা

৫১. O_2 যুক্ত রক্ত দেহের বিভিন্ন অংশে পরিবাহিত হয় কোনটির মাধ্যমে?
ক. শিরা খ. ধমনি
গ. উপশিরা ঘ. মহাশিরা

৫২. CO_2 পূর্ণ রক্ত হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে কিসের মাধ্যমে?
ক. পালমোনারি ধমনি
খ. কৈশিক জালিকা
গ. কৈশিক ধমনি
ঘ. উপশিরা

৫৩. অ্যালভিওলাস থেকে কোন প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন কণিকা জালিকায় প্রবেশ করে?
ক. শোষণ খ. ব্যাপন
গ. রেচন ঘ. পরিবহন

৫৪. একজন সুস্থ মানুষের দেহে হৃৎস্পন্দন প্রতি মিনিটে কতবার হয়?
ক. ৪০-৫০ বার খ. ৫০-৬০ বার
গ. ৮০-৯০ বার ঘ. ৬০-১০০ বার

৫৫. RBC-এর পূর্ণরূপ কী?
ক. Red Blood cuter
খ. Red Blood cell
গ. Red Blood corner
ঘ. Rapping Blood cell

৫৬. রক্তের জৈব পদার্থ কোনটি?
ক. Na খ. K
গ. Ca ঘ. NH_3

৫৭. 'প্যানক্রিয়াস' থেকে কোন ধরনের হরমোন নিঃসৃত হয়?
ক. ইনহেল
খ. সালফিউরিক অ্যাসিড
গ. ইনসুলিন
ঘ. ক্লোরাস

৫৮. মানুষের মস্তিষ্কের ধমনিতে রক্ত সরবরাহ বন্ধ হলে নিচের কোন ঘটনা ঘটে?
ক. রক্তচাপ বেড়ে যায়
খ. হার্ট অ্যাটাক হয়
গ. স্ট্রোক হয়
ঘ. রক্তপাত হয়

৫৯. 'লোহিত রক্তকণিকা' কোথায় সঞ্চিত থাকে?
ক. প্লীহায় খ. যকৃতে
গ. হৃৎপিণ্ডে ঘ. পাকস্থলীতে

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৩ : ৫০. ক ৫১. খ ৫২. ঘ ৫৩. খ ৫৪. ঘ ৫৫. খ ৫৬. ঘ ৫৭. গ ৫৮. গ ৫৯. ক

পদার্থবিজ্ঞান | বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

রমজান মাহমুদ, *সিনিয়র শিক্ষক*
গবর্নমেন্ট সায়েন্স হাইস্কুল, ঢাকা

অধ্যায় ৩

১. বাহ্যিক কোনো বল ক্রিয়া না করলে স্থির বস্তু স্থির থাকবে এবং গতিশীল বস্তু চিরকাল সমবেগে চলতে থাকবে, এটি কোন সূত্র?
ক. নিউটনের গতির প্রথম সূত্র
খ. নিউটনের গতির দ্বিতীয় সূত্র
গ. নিউটনের গতির তৃতীয় সূত্র
ঘ. মহাকর্ষ সূত্র

২. বলের সংজ্ঞা পাওয়া যায় নিউটনের কোন সূত্র থেকে?
ক. প্রথম গতিসূত্র খ. দ্বিতীয় গতিসূত্র
গ. তৃতীয় গতিসূত্র ঘ. মহাকর্ষ সূত্র

৩. ঘর্ষণের বাধার কারণে বস্তুর গতির কীরূপ পরিবর্তন হয়?
ক. গতি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়
খ. ত্বরণ বৃদ্ধি পায়
গ. গতিশীল করা সহজ হয়
ঘ. গতি হ্রাস পায়

৪. বস্তু যে অবস্থায় আছে, চিরকাল সে অবস্থায় থাকতে চাওয়ার যে প্রবণতা বা ধর্ম, তাকে কী বলে?
ক. বল খ. ত্বরণ
গ. জড়তা ঘ. বেগ

৫. নিউটনের গতির প্রথম সূত্র থেকে কোন দুটি বিষয়ের ধারণা পাওয়া যায়?
ক. বল ও জড়তা খ. বল ও ভরবেগ
গ. জড়তা ও ভরবেগ
ঘ. জড়তা ও শক্তি

৬. গাড়ি হঠাৎ ব্রেক করলে যাত্রীদের সামনের দিকে হেলে পড়ার কারণ কী?
ক. স্থিতি জড়তা খ. গতি জড়তা
গ. ভারসাম্যহীনতা ঘ. অসাবধানতা

৭. পদার্থের জড়তার পরিমাপ কী?
ক. স্পর্শ বল খ. অস্পর্শ বল
গ. ভর ঘ. ওজন

৮. বস্তুর জড়তা কিসের ওপর নির্ভর করে?
ক. ভর খ. সরণ
গ. বেগ ঘ. ত্বরণ

৯. বস্তুর ভর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কোনটি বৃদ্ধি পায়?
ক. দৃঢ়তা খ. স্থিতিস্থাপকতা
গ. জড়তা ঘ. বেগ

১০. বলের গুণগত ধারণা পাওয়া যায় নিচের কোন সূত্র থেকে?
ক. নিউটনের গতির প্রথম সূত্র
খ. নিউটনের গতির দ্বিতীয় সূত্র
গ. নিউটনের গতির তৃতীয় সূত্র
ঘ. ভরবেগের নিত্যতা সূত্র

১১. স্পর্শের দিক থেকে বল কত প্রকার?
ক. ২ প্রকার খ. ৩ প্রকার
গ. ৪ প্রকার ঘ. ৫ প্রকার

১২. নিউটনের গতির প্রথম সূত্র কোনটি?
ক. $v = u + at$ খ. $u = v$
গ. $s = v$ ঘ. $F = ma$

১৩. স্পর্শ বল কোনটি?
ক. দুর্বল নিউক্লীয় বল
খ. মহাকর্ষ বল
গ. চৌম্বক বল ঘ. ঘর্ষণ বল

১৪. একটি বন্দুক থেকে গুলি ছোড়া হলে, কোন ঘটনাটি ঠিক?
ক. গুলিটির গতিশক্তি বন্দুকের গতিশক্তি অপেক্ষা বেশি হয়
খ. গুলিটির ত্বরণ বন্দুকের ত্বরণ অপেক্ষা কম
গ. গুলিটির ভরবেগ বন্দুকের ভরবেগ অপেক্ষা বেশি
ঘ. বন্দুকের ক্রিয়া বল গুলির প্রতিক্রিয়া বল অপেক্ষা কম

১৫. জড়তা—
i. একটি প্রাকৃতিক ঘটনা
ii. পরিবর্তনের জন্য বলের প্রয়োজন
iii. ওজন দ্বারা পরিমাপ করা যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৬. যে বস্তুর জড়তা যত বেশি—
i. তাকে গতিশীল করা তত কঠিন
ii. তার বেগ পরিবর্তন করা তত কঠিন
iii. তার ভরের পরিমাণও তত বেশি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৭. প্রকৃতিতে বিদ্যমান মৌলিক বল কয়টি?
ক. ২টি খ. ৩টি
গ. ৪টি ঘ. ৫টি

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৩ : ১. ক ২. ক ৩. ঘ ৪. গ ৫. ক ৬. খ ৭. গ ৮. ক ৯. গ ১০. ক ১১. ক ১২. খ ১৩. ঘ ১৪. ক ১৫. গ ১৬. ঘ ১৭. গ

ভূগোল ও পরিবেশ
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মো. শাকিরুল ইসলাম, *প্রভাষক*
ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ৩

২৮. GPS দ্বারা যে ধরনের বিষয় জানা যায়—
i. একটি নির্দিষ্ট স্থানের অক্ষাংশ
ii. দ্রাঘিমাংশ
iii. উচ্চতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২৯. জলবায়ুগত মানচিত্রে যেটি সম্পৃক্ত থাকে—
i. বায়ুর চাপ ii. বৃষ্টিপাত
iii. তাপমাত্রা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩০. একটি দেশে একাধিক প্রমাণ সময় হওয়ার কারণ কী?
ক. সময় ঠিক রাখার জন্য
খ. বিদেশিদের জন্য
গ. শিল্পায়নের জন্য
ঘ. জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য

৩১. ঢাকার দ্রাঘিমা ৯০° পূর্ব এবং রিয়াদের দ্রাঘিমা ৪৫° পূর্ব। উভয় স্থানের সময়ের ব্যবধান কত?
ক. ১ ঘণ্টা খ. ২ ঘণ্টা
গ. ৩ ঘণ্টা ঘ. ৩ ঘণ্টা

৩২. কোনটি গুণগত মানচিত্রের অন্তর্গত?
ক. বায়ুর উত্তাপ
খ. বৃষ্টিপাতের পরিমাণ
গ. শিল্প উৎপাদন
ঘ. স্থানীয় বৈচিত্র্যসূচক

৩৩. GPS-এর পূর্ণরূপ কী?
ক. General Post System
খ. General Positioning System
গ. Global Post System
ঘ. Global Positioning System

৩৪. পৃথিবীর স্থানিক তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রের নাম কী?
ক. জিপিএস খ. জিআইএস
গ. সেক্সট্যান্ট ঘ. রেইনগেজ

৩৫. জিআইএস কোন সাল থেকে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়?
ক. ১৯৬৪ সালে খ. ১৯৮০ সালে
গ. ১৯৮৮ সালে ঘ. ২০০৬ সালে

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৩ : ২৮. ঘ ২৯. ঘ ৩০. ক ৩১. গ ৩২. ঘ ৩৩. ঘ ৩৪. খ ৩৫. খ

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

নোটিশ বোর্ড

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
২০২৩ সালের এমএসএড পরীক্ষার ফরম পূরণের তারিখ

■ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৩ সালের এমএসএড পরীক্ষার ফরম পূরণের যাবতীয় কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করতে হবে।

শিক্ষার্থীর ডেটা এন্ট্রি, নিশ্চয়ন, বিবরণী ফরম পূরণ ও জমা করার তারিখ :
পরীক্ষার্থী কর্তৃক অনলাইন থেকে আবেদন ফরম সংগ্রহ করার শেষ তারিখ : ২/১০/২০২৪।
কলেজ কর্তৃক অনলাইনে ডেটা এন্ট্রি/ফরম পূরণ নিশ্চয়ন করার শেষ তারিখ : ৩/১০/২০২৪।
কলেজ কর্তৃক ফরম পূরণের ফির টাকা 'সোনালী সেবা'র মাধ্যমে সোনালী ব্যাংকের যেকোনো শাখায় জমা দেওয়ার তারিখ : ৬/১০/২০২৪ থেকে ৭/১০/২০২৪।

পরীক্ষায় অংশগ্রহণের শর্তাবলি :
২০২৩ সালের এমএসএড পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ২০২০-২১, ২০২১-২২ এবং ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে যেসব ছাত্রছাত্রীর নাম বিধিসম্মতভাবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে, কেবল সেসব শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করতে পারবেন।
যেসব পরীক্ষার্থী ২০২২ সালের এমএসএড পরীক্ষায় সব বিষয়ে অংশগ্রহণ করে এক বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছেন, তাঁরা শুধু ২০২৩ সালের পরীক্ষায় অকৃতকার্য ওই বিষয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।
ভর্তির বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট : www.nu.acbd

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৪ ফলাফল হবে সাবজেক্ট ম্যাপিংয়ের মাধ্যমে

■ বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাউবি) এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৪ অনিবার্য কারণবশত বাতিল করেছে কর্তৃপক্ষ। একই সঙ্গে সাবজেক্ট ম্যাপিংয়ের মাধ্যমে ফলাফল প্রক্রিয়াকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৪ ফলাফল প্রকাশের তারিখ পরে জানানো হবে।
ভর্তির বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট : www.bou.ac.bd

এইচএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতি

রসায়ন ১ম পত্র
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

তাপসী বণিক, *সহযোগী অধ্যাপক*
কলেজ অব ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ, ঢাকা

অধ্যায় ৪

২৩. বিশুদ্ধ পানির pH-এর মান কত?
ক. ৭-এর কম খ. ৭-এর কাছাকাছি
গ. ৭-এর সমান ঘ. ৭-এর বেশি

২৪. অনুঘটক—
i. বিক্রিয়ার গতি কমায়
ii. বিক্রিয়ার গতি বাড়ায়
iii. দ্রুত সাম্যাবস্থায় নিয়ে আসে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২৫. কোন গ্যাসের জ্বালানি ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি?
ক. CH_4 খ. C_2H_6
গ. C_3H_8 ঘ. C_4H_{10}

২৬. কোন অ্যাসিডটি বেশি শক্তিশালী?
ক. $HClO_4$ খ. H_2SO_4
গ. H_3PO_4 ঘ. H_7O_3

২৭. বেগ ধ্রুবকের মান—
i. বিক্রিয়ার ক্রমনির্ভর
ii. সক্রিয়ন শক্তিনির্ভর
iii. তাপনির্ভর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২৮. তাপ উৎপাদি বিক্রিয়ায় তাপমাত্রা বাড়ালে সাম্যাবস্থা কোন দিকে ধাবমান হবে?
ক. সামনের দিকে খ. পেছনের দিকে
গ. স্থির থাকবে ঘ. সাম্যের দিকে

২৯. তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে তাপহারী বিক্রিয়ার সাম্য ধ্রুবকের মান কেমন হবে?
ক. হ্রাস পায়
খ. বৃদ্ধি পায়
গ. অপরিবর্তিত থাকে
ঘ. অসীম হবে

৩০. ভরক্রিয়ার সূত্রে কোনটি স্থির রাখা হয়?
ক. তাপ খ. চাপ
গ. তাপমাত্রা ঘ. ঘনমাত্রা

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৪ : ২৩. গ ২৪. ঘ ২৫. ক ২৬. ক ২৭. ঘ ২৮. খ ২৯. খ ৩০. গ

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

আগামীকাল থাকবে
- **এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫** : বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, ভূগোল ও পরিবেশ
- **নবম শ্রেণি** : ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান, গণিত
- **এইচএসসি পরীক্ষা-২০২৫** : রসায়ন ১ম পত্র
- **অষ্টম শ্রেণি** : বাংলা
- **নোটিশ বোর্ড** : মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে দুটি প্রোগ্রামে ভর্তির তথ্য

অষ্টম শ্রেণি : বার্ষিক পরীক্ষা

বাংলা | বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

জাহেদ হোসেন, *সিনিয়র শিক্ষক*
বিয়াম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ১
 # প্রয়োজন বুঝে যোগাযোগ করি

১. যোগাযোগের সময়ে কোন দুটি বিষয়ের প্রকাশ নিশ্চিত করতে হবে?
ক. আশা ও ভরসা
খ. ভিন্নতা ও অভিন্নতা
গ. চিন্তা ও অনুভূতি
ঘ. আবেগ ও বিবেক
[যোগাযোগের সময়ে চিন্তা ও অনুভূতির প্রকাশ যথাযথ হলো কি না, সেটি খেয়াল করতে হয়]

২. যোগাযোগের ক্ষেত্রে কয়টি ধরন আছে?
ক. ২টি খ. ৩টি
গ. ৪টি ঘ. ৫টি
[যোগাযোগের ক্ষেত্রে ভাষিক ও অভাষিক দুটি ধরন রয়েছে]

৩. নিচের কোনটি অনুযায়ী যোগাযোগের উপায় বেছে নিতে হয়?
ক. বয়স অনুযায়ী খ. উদ্দেশ্য অনুযায়ী
গ. সামর্থ্য অনুযায়ী ঘ. সময় অনুযায়ী
[উদ্দেশ্য অনুযায়ী যোগাযোগের উপায় বেছে নিতে হয়]

৪. যোগাযোগের সময় কোন দুটি শব্দের ব্যবহারের দিকে খেয়াল রাখতে হয়?
ক. বিশেষ্য ও সর্বনাম
খ. বিশেষণ ও ক্রিয়া
গ. সর্বনাম ও অব্যয়
ঘ. সর্বনাম ও ক্রিয়া
[যোগাযোগের সময় মর্যাদা অনুযায়ী সর্বনাম ও ক্রিয়াশব্দের ব্যবহারের দিকে খেয়াল রাখতে হয়]

৫. কোন যোগাযোগের ক্ষেত্রে অঙ্গভঙ্গি, গলার স্বর, তাকানোর ধরন গুরুত্বপূর্ণ—
ক. মৌখিক যোগাযোগ
খ. প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ
গ. লিখিত যোগাযোগ
ঘ. আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ
[মৌখিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে অঙ্গভঙ্গি, গলার স্বর, তাকানোর ধরন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ]

৬. বন্ধুর জন্মদিনে যোগ দেওয়ার জন্য অভিভাবকের কাছে অনুমতি চাওয়া কোন ধরনের যোগাযোগ?
ক. প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ
খ. মৌখিক যোগাযোগ
গ. লিখিত যোগাযোগ
ঘ. আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ
[বন্ধুর জন্মদিনে যোগ দেওয়ার জন্য অভিভাবকের কাছে সরাসরি অনুমতি চাইতে হয়। এ ধরনের যোগাযোগ মৌখিক যোগাযোগ]

৭. কোন যোগাযোগের ক্ষেত্রে শব্দ ও বাক্যের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ?
ক. মৌখিক যোগাযোগ
খ. ব্যক্তিগত যোগাযোগ
গ. লিখিত যোগাযোগ
ঘ. অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ
[লিখিত যোগাযোগের ক্ষেত্রে অঙ্গভঙ্গি, গলার স্বর, তাকানোর ধরন ইত্যাদির সুযোগ নেই। এ ক্ষেত্রে শব্দ ও বাক্যের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে সে অভাব পূরণ করতে হয়]

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ১ : ১. গ ২. ক ৩. খ ৪. ঘ ৫. ক ৬. খ ৭. গ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
২০২২ সালের ডিগ্রি পাস ও সার্টিফিকেট কোর্স ৩য় বর্ষ পরীক্ষার সংশোধিত সময়সূচি

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২২ সালের ডিগ্রি পাস ও সার্টিফিকেট কোর্স ৩য় বর্ষ পরীক্ষা ২৫/১১/২০২৪ তারিখ থেকে নিচের সংশোধিত সময়সূচি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে।
 # পরীক্ষার কোড : ১১০৩, পরীক্ষা আরম্ভের সময় : দুপুর ১.০০টা

তারিখ ও দিন	বিষয় ও বিষয় কোড	পত্র
২৫/১১/২০২৪ সোমবার	ইংরেজি আবশ্যিক (১২১১০১)	আবশ্যিক
২৭/১১/২০২৪ বুধবার	দর্শন (১৩১৭০১)/মৃত্তিকাবিজ্ঞান (১৩৩৩০১)	৫ম পত্র
৩০/১১/২০২৪ শনিবার	ইসলামিক স্টাডিজ (১৩১৮০১)/অ্যাপ্লাইড হোম ইকোনমিকস (১৩৬০০৯)/ব্যবস্থাপনা (১৩২৬০১)	৫ম পত্র
০২/১২/২০২৪ সোমবার	ভূগোল ও পরিবেশ (১৩৩২০১)/জেনারেল সায়েন্স ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন (১৩৬০০৫)/হিসাববিজ্ঞান (১৩২৫০১)	৫ম পত্র
০৪/১২/২০২৪ বুধবার	অর্থনীতি (১৩২২০১/১৩২২০৩)/প্রাণিবিজ্ঞান (১৩৩১০১)	৫ম পত্র
০৫/১২/২০২৪ বৃহস্পতিবার	রাষ্ট্রবিজ্ঞান (১৩১৯০১)/উদ্ভিদবিজ্ঞান (১৩৩০০১)/ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং (১৩২৪০১)	৫ম পত্র
০৭/১২/২০২৪ শনিবার	ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি (১৩১৬০১)/রসায়ন (১৩২৮০১)/ইতিহাস (১৩১৫০১)	৫ম পত্র
০৮/১২/২০২৪ রোববার	সমাজবিজ্ঞান (১৩২০০১)/সমাজকর্ম (১৩২১০১)/পদার্থবিজ্ঞান (১৩২৭০১)/মার্কেটিং (১৩২৩০১)	৫ম পত্র
০৯/১২/২০২৪ সোমবার	পরিসংখ্যান (১৩৩৬০১)/রবীন্দ্রসংগীত (১৩৪৫০৩)/নজরুলসংগীত (১৩৪৫০৫)/ লোকসংগীত (১৩৪৫০৭)	৫ম পত্র
১১/১২/২০২৪ বুধবার	সমাজবিজ্ঞান (১৩২০০৩)/সমাজকর্ম (১৩২১০৩)/পদার্থবিজ্ঞান (১৩২৭০৩)	৬ষ্ঠ পত্র
১২/১২/২০২৪ বৃহস্পতিবার	ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি (১৩১৬০৩)/রসায়ন (১৩২৮০৩)/ইতিহাস (১৩১৫০৩)/হিসাববিজ্ঞান (১৩২৫০৩)	৬ষ্ঠ পত্র
১৪/১২/২০২৪ শনিবার	রাষ্ট্রবিজ্ঞান (১৩১৯০৩)/উদ্ভিদবিজ্ঞান (১৩৩০০৩)/ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং (১৩২৪০৩)	৬ষ্ঠ পত্র
১৫/১২/২০২৪ রোববার	ইসলামিক স্টাডিজ (১৩১৮০৩/১৩১৮০৫/১৩১৮০৭)/অ্যাপ্লাইড হোম ইকোনমিকস (১৩৬০১১)/মার্কেটিং (১৩২৩০৩)	৬ষ্ঠ পত্র
১৭/১২/২০২৪ মঙ্গলবার	পরিসংখ্যান (১৩৩৬০৩)/রবীন্দ্রসংগীত (ব্যবহারিক) (১৩৪৫০৪)/নজরুলসংগীত (ব্যবহারিক) (১৩৪৫০৬)/লোকসংগীত (ব্যবহারিক) (১৩৪৫০৮)	৬ষ্ঠ পত্র
১৮/১২/২০২৪ বুধবার	অর্থনীতি (১৩২২০৫)/ প্রাণিবিজ্ঞান (১১৩১০৩)	৬ষ্ঠ পত্র
১৯/১২/২০২৪ বৃহস্পতিবার	ভূগোল ও পরিবেশ (১৩৩২০৩)/জেনারেল সায়েন্স ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন (১৩৬০০৭)	৬ষ্ঠ পত্র
২১/১২/২০২৪ শনিবার	দর্শন (১৩১৭০৩)/মৃত্তিকাবিজ্ঞান (১৩৩৩০৩)	৬ষ্ঠ পত্র
২২/১২/২০২৪ রোববার	মনোবিজ্ঞান (১৩৩৪০১)	৫ম পত্র
২৩/১২/২০২৪ সোমবার	গণিত (১৩৩৭০১)/গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান (১৩৩৮০১)/উচ্চাঙ্গ সংগীত (১৩৪৫০১)	৫ম পত্র
২৪/১২/২০২৪ মঙ্গলবার	গার্হস্থ্য অর্থনীতি (১৩৩৫০১)/ড্রামা অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ (১৩৫১০১)/ক্রীড়াবিজ্ঞান হকি (১৩৪৬০১/ক্রিকেট (১৩৪৬০৩/ফুটবল (১৩৪৬০৫) বাস্কেটবল (১৩৪৬০৭/ টেবিল টেনিস (১৩৪৬০৯/বক্সিং (১৩৪৬১১)/স্যুটিং (১৩৪৬১৩)/জিমন্যাস্টিক (১৩৪৬১৫)/সাঁতার (১৩৪৬১৭)/অ্যাথলেটিক্স (১৩৪৬১৯)	৫ম পত্র
২৬/১২/২০২৪ বৃহস্পতিবার	বাংলা সাহিত্য (ঐচ্ছিক) (১৩১০০৫)/ ইংরেজি (ঐচ্ছিক) (১৩১১০১)/বেসিক হোম ইকোনমিকস (১৩৬০০১)/আরবি (১৩১২০১)/পালি (১৩১৪০১)/সংস্কৃত (১৩১৩০১)	৫ম পত্র
২৮/১২/২০২৪ শনিবার	ব্যবস্থাপনা (১৩২৬০৩)/মনোবিজ্ঞান (১৩৩৪০৩)	৬ষ্ঠ পত্র
২৯/১২/২০২৪ রোববার	গণিত (১৩৩৭০৩)/ উচ্চাঙ্গ সংগীত (ব্যবহারিক) (১৩৪৫০২)/ড্রামা অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ (১৩৫১০২)	৬ষ্ঠ পত্র
৩০/১২/২০২৪ সোমবার	গার্হস্থ্য অর্থনীতি (১৩৩৫০৩)	৬ষ্ঠ পত্র
৩১/১২/২০২৪ মঙ্গলবার	বাংলা সাহিত্য (ঐচ্ছিক) (১৩১০০৭)/ইংরেজি (ঐচ্ছিক) (১৩১১০৩)/বেসিক হোম ইকোনমিকস (১৩৬০০৩)/আরবি (১৩১২০৩)/পালি (১৩১৪০৩)/সংস্কৃত (১৩১৩০৩)	৬ষ্ঠ পত্র

৯ম শ্রেণি : বার্ষিক পরীক্ষার প্রস্তুতি

ডিজিটাল প্রযুক্তি
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

প্রকাশ কুমার দাস, *সহকারী অধ্যাপক*
মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

শিখন অভিজ্ঞতা ২ : সেশন-২

১৫. বাংলাদেশে তথ্য ও প্রযুক্তি আইন ২০০৬ মোতাবেক সাইবার বুলিং ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ফেক নিউজ ছড়ানোর জন্য অপরাধীর অপরাধ কী?
ক. সর্বোচ্চ ৬ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে
খ. সর্বোচ্চ ৮ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে
গ. সর্বোচ্চ ১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে
ঘ. সর্বোচ্চ ১২ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে

১৬. বাংলাদেশে তথ্য ও প্রযুক্তি আইন ২০০৬ মোতাবেক সাইবার বুলিং ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ফেক নিউজ ছড়ানোর জন্য অপরাধীর জরিমানার পরিমাণ কত?
ক. সর্বোচ্চ ১ কোটি টাকা
খ. সর্বোচ্চ ২ কোটি টাকা
গ. সর্বোচ্চ ৪ কোটি টাকা
ঘ. সর্বোচ্চ ৫ কোটি টাকা

১৭. সাইবার বুলিং ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ফেক নিউজ ছড়ানোর জন্য সর্বোচ্চ ১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা ১ কোটি টাকা জরিমানা অথবা কারাদণ্ড ও জরিমানা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারে কোন আইনে?
ক. বাংলাদেশে তথ্য ও প্রযুক্তি আইন ২০১২
খ. বাংলাদেশে তথ্য ও প্রযুক্তি আইন ২০১০
গ. বাংলাদেশে তথ্য ও প্রযুক্তি আইন ২০০৮
ঘ. বাংলাদেশে তথ্য ও প্রযুক্তি আইন ২০০৬

১৮. সাইবার অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে কিসের কারণে?
ক. মানহানিকর বা বিভ্রান্তিমূলক কোনো কিছু পোস্ট করলে
খ. ফেক আইডি খুলে বিভ্রান্তিমূলক পোস্ট দিলে
গ. অসত্য কোনো স্ট্যাটাস দিলে
ঘ. ওপরের সব কটি

সঠিক উত্তর
সেশন ২ : ১৫. গ ১৬. ক ১৭. ঘ ১৮. ঘ

আয় বাড়াতে পেওয়াল চালু | ডিজিটাল মাধ্যমে আয় বাড়াতে পেওয়াল পদ্ধতি চালু করেছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংবাদমাধ্যম সিএনএন। রয়টার্স

সংক্ষেপে

পাকিস্তানি পণ্যের শতভাগ পরীক্ষা-নিরীক্ষা হবে না

পাকিস্তান থেকে আমদানি করা সব ধরনের পণ্যের এত দিন শতভাগ কায়িক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে খালাস করা হতো। এখন থেকে আর তা করতে হবে না। নিয়মিত দৈবচয়নের ভিত্তিতে প্রয়োজনে কায়িক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) গত রোববার এ ব্যাপারে একটি আদেশ জারি করেছে। এনবিআরের আদেশ অনুসারে, পাকিস্তান থেকে আমদানি করা পণ্যের চালান এত দিন 'রেড লেন'-এ রাখা হতো। এই রেড লেন থেকে অবমুক্ত করতে শুল্ক কর্মকর্তারা সময়ক্ষেপণ করেন। এখন থেকে পাকিস্তানি পণ্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার আওতায় দৈবচয়ন ভিত্তিতে কায়িক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে। ইতিমধ্যে দেশের সব শুল্ক স্টেশনকে এই নতুন আদেশ জানানো হয়েছে। এদিকে বাংলাদেশের সঙ্গে স্তিমিত হয়ে পড়া দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য সম্পর্ক জোরালো করতে চায় বলে জানিয়েছে পাকিস্তান। সম্প্রতি ঢাকায় অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে পাকিস্তানের হাইকমিশনার সৈয়দ আহমেদ মারুফ তাঁর দেশের আগ্রহের কথা জানিয়েছেন।

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ইউসিবির নতুন এমডি মামদুদুর রশীদ

মোহাম্মদ মামদুদুর রশীদ

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) হিসেবে সম্প্রতি নিয়োগ পেয়েছেন মোহাম্মদ মামদুদুর রশীদ। এর আগে তিনি ন্যাশনাল ক্রেডিট অ্যান্ড কমার্স ব্যাংকের (এনসিসি) এমডি ও সিইও ছিলেন। আর্থিক পরিষেবা খাতে তাঁর তিন দশকের অভিজ্ঞতা রয়েছে। মোহাম্মদ মামদুদুর রশীদ ১৯৯৫ সালে বহুজাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান সিটি ব্যাংক এনএ বাংলাদেশে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি ইউসিবি ও ব্র্যাক ব্যাংকের এএমডি ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ থেকে ফিন্যান্স বিষয়ে এমবিএ সম্পন্ন করেন তিনি। পরে যুক্তরাষ্ট্রের ব্র্যান্ডাইস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক অর্থনীতি ও ফিন্যান্স বিষয়ে এমএ ডিগ্রি অর্জন করেন। দীর্ঘ কর্মজীবনে মামদুদুর রশীদ করপোরেট ও এসএমই, ফিন্যান্স, অপারেশনস, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, কমপ্লায়েন্স, মানবসম্পদ, সাধারণ সেবাসহ বিভিন্ন ব্যাংকিং কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন।

বিজ্ঞপ্তি

বাজারে আলু-পেঁয়াজের দাম কতটা কমেছে

নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য

সম্প্রতি তৈরি করা ট্যারিফ কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক বাজারে আলু ও পেঁয়াজের দাম গত এক মাসে বেশ খানিকটা বেড়েছে।

- গত এক মাসে আলুর দাম কেজিতে ১.৭৯% কমেছে।
- প্রতি কেজি দেশি পেঁয়াজের ৬.৫২% ও আমদানি করা পেঁয়াজের দাম ১১.৬৩% কমেছে।

শফিকুল ইসলাম, *ঢাকা*

আলু ও পেঁয়াজের দাম কমাতে গত ৫ সেপ্টেম্বর নিত্যপ্রয়োজনীয় এ দুই পণ্যের আমদানি শুল্ক কমায় অন্তর্বর্তী সরকার। এর প্রভাবে গত প্রায় এক মাসে দেশের বাজারে আলু-পেঁয়াজের দাম কিছুটা কমেছে। এ সময়ে প্রতি কেজি আলুর দাম ১ দশমিক ৭৯ শতাংশ ও আমদানি করা পেঁয়াজের দাম ১১ দশমিক ৬৩ শতাংশ কমেছে বলে বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশনের এক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে।

সম্প্রতি তৈরি করা ট্যারিফ কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক বাজারে আলু ও পেঁয়াজের দাম গত এক মাসে বেশ খানিকটা বেড়েছে। তা সত্ত্বেও দেশের বাজারে এসব পণ্যের দাম বাড়েনি, বরং কিছুটা কমেছে। আমদানি শুল্ক কমানোর কারণে দেশের বাজারে আলু ও পেঁয়াজের দাম কমেছে বলে মনে করে ট্যারিফ কমিশন।

দেশে বিরাজমান উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে অনেক দিন ধরেই চাপে রয়েছেন সাধারণ মানুষ। গত আগস্ট মাসে দেশে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ছিল ১১ দশমিক ৩৬ শতাংশ। জুলাই মাসে খাদ্য মূল্যস্ফীতি আরও বেশি ছিল। বাজারে চাল, ডিম, চিনি, বিভিন্ন ধরনের ফল, ভোজ্যতেল ও জ্বালানি তেলের দাম এখনো বেশ চড়া। এসব পণ্যের অনেকগুলো আমদানি করে চাহিদা মেটাতে হয়। তাই বাজার বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, আলু-পেঁয়াজের মতো আরও কিছু নিত্যপণ্যে শুল্ক কমানো হলে সেগুলোর দাম কমে আসতে পারে। ফলে ভোক্তারা স্বস্তি পাবেন।

স্থানীয় বাজারে পেঁয়াজ ও আলুর দাম অনেক দিন ধরেই বাড়তি থাকার কারণে সেপ্টেম্বরের শুরুর দিকে এই দুই পণ্যের আমদানি শুল্ক কমানোর উদ্যোগ নেয় সরকার। এরপর গত ৫ সেপ্টেম্বর এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন (এসআরও) জারি করা হয়। আলুর ক্ষেত্রে শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৫ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়। পাশাপাশি আলু আমদানিতে যে ৩ শতাংশ নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক ছিল, তা প্রত্যাহার করা হয়। একই সঙ্গে পেঁয়াজের ওপর প্রযোজ্য ৫ শতাংশ নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক তুলে নেওয়া হয়।

এক মাস আগে বাজারে এক কেজি আলু বিক্রি হতো ৫৫-৬০ টাকায়। গত সোমবার তা বিক্রি হয়েছে ৫৪-৫৬ টাকা দরে। আবার এক মাস আগে খুচরা বাজারে প্রতি কেজি আমদানি করা পেঁয়াজের দাম ছিল ১১০-১১৫ টাকা। একই পেঁয়াজ গত সোমবার বিক্রি হয়েছে ৯০-১০০ টাকায়। পাশাপাশি দেশি পেঁয়াজের দামেও এর প্রভাব দেখা গেছে। এক মাস আগে দেশি পেঁয়াজের দাম ছিল ১১০-১২০ টাকা কেজি, যা গত সোমবার বিক্রি হয়েছে ১০৫-১১০ টাকায়।

বিশ্ববাজারে দাম বাড়লেও দেশে কমেছে

বৈশ্বিক বাজার তথ্য প্রদানকারী প্ল্যাটফর্ম রেফিনেটিভ ও ভারতের মান্ডি বাজারের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, গত এক মাসে আন্তর্জাতিক বাজারে পেঁয়াজের দাম ২৫ দশমিক ৪০ শতাংশ ও আলুর দাম ২০ দশমিক ১৩ শতাংশ বেড়েছে। তবে বিশ্ববাজারে পেঁয়াজের দাম বাড়ার ধারা গত এক সপ্তাহে কিছুটা শ্লথ হয়েছে। অর্থাৎ, আলু-পেঁয়াজের দেশি বাজার বিশ্ববাজারকে অনুসরণ করছে না।

বাংলাদেশের জন্য পেঁয়াজ আমদানির অন্যতম উৎস ভারত। অভ্যন্তরীণ বাজারে দাম বেড়ে যাওয়ায় গত মে মাসে দেশটি পেঁয়াজের সর্বনিম্ন রপ্তানিমূল্য ৫৫০ ডলার নির্ধারণ করে দিয়েছিল, সেই সঙ্গে আরোপ করেছিল ৪০ শতাংশ রপ্তানি শুল্ক। বিকল্প হিসেবে বাংলাদেশি আমদানিকারকেরা তখন পাকিস্তান, চীন, মিসর ও তুরস্ক থেকে পেঁয়াজ আমদানি করেন। গত ১৩ সেপ্টেম্বর ভারত পেঁয়াজের সর্বনিম্ন রপ্তানিমূল্য প্রত্যাহার করে এবং রপ্তানি শুল্ক ২০ শতাংশে নামিয়ে আনে। ফলে ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানিতে খরচ এখন কিছুটা কম পড়ছে।

আরও পণ্যের শুল্ক কমানোর দাবি

পেঁয়াজ ও আলুর বাইরে অনেক নিত্যপণ্যের বাজার অনেক দিন ধরেই বেশ চড়া। যেমন ডিম। বাজারে গতকাল মঙ্গলবার প্রতি ডজন ডিম কিনতে খরচ হয়েছে ১৬০ থেকে ১৬৫ টাকা। কোথাও কোথায় বিক্রেতারা আরও ৫ টাকা বেশি দাম চাইছেন। গত এক মাসে সব ধরনের চালের দাম কেজিপ্রতি ২ থেকে ৬ টাকা করে বেড়েছে। টিসিবির হিসাবে, গত এক বছরের মধ্যে চালের দাম বেড়েছে ৭ থেকে ৯ দশমিক ৫ শতাংশ পর্যন্ত। বাজারে চিনির দাম প্রায় এক বছর ধরে উচ্চ মূল্যে মোটামুটি স্থির রয়েছে; প্রতি কেজি ১২৬ থেকে ১৩৫ টাকা। ভোজ্যতেলের চিত্রও প্রায় একই রকম।

বাজারের এই পরিস্থিতিতে চাল, ডিম, চিনি, ফল, ভোজ্যতেল ও জ্বালানি তেল আমদানিতে শুল্ক কমানোর পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।

বাজার বিশেষজ্ঞ ও কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) সাবেক সভাপতি গোলাম রহমান বলেন, শুল্ক কমালে সাধারণত দেশের বাজারে পণ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি পায়। যাঁরা পণ্য মজুত করে রাখেন, তাঁরা বাজারে পণ্য ছাড়েন। এ কারণে দাম কমে আসে। পেঁয়াজ ও আলুর ক্ষেত্রে অনেকটা এমনই ঘটেছে। ফলে আরও কিছু নিত্যসামগ্রী, যেগুলোর দাম অনেক দিন ধরে বাড়তি রয়েছে, সেগুলোর আমদানি শুল্ক কমানো গেলে ভোক্তাদের মাঝে কিছুটা স্বস্তি আসতে পারে।

খাদি পোশাক বাঙালি হিন্দুদের সবচেয়ে বড় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা শুরু হচ্ছে ৮ অক্টোবর। পূজার কেনাকাটায় খাদি কাপড়ের পোশাকেরও ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। গতকাল কুমিল্লা নগরের রাজগঞ্জ এলাকায়। ছবি : এম সাদেক

বেক্সিমকোতে তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগের আদেশ বহাল

বেক্সিমকোর লিভ টু আপিল

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বেক্সিমকো গ্রুপের সব সম্পত্তি সংযুক্ত (অ্যাটাচ) করে তা ব্যবস্থাপনায় ছয় মাসের জন্য একজন রিসিভার (সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক) নিয়োগ দিতে হাইকোর্ট যে আদেশ দিয়েছিলেন, তা স্থগিত হয়নি। হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত চেয়ে বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালসের পক্ষে করা লিভ টু আপিলটি আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে শুনানির জন্য আগামী ২৮ অক্টোবর দিন নির্ধারণ করেছেন চেম্বার আদালত। আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতি মো. রেজাউল হক গতকাল মঙ্গলবার এ আদেশ দেন।

গত ৫ সেপ্টেম্বর এক রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে হাইকোর্ট রুলসহ আদেশ দেন। তাতে বেক্সিমকো গ্রুপের সব সম্পত্তি সংযুক্ত (অ্যাটাচ) করে তা ব্যবস্থাপনায় ছয় মাসের জন্য একজন রিসিভার নিয়োগ দিতে বাংলাদেশ ব্যাংককে নির্দেশ দেওয়া হয়। একই সঙ্গে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালসের প্রতিষ্ঠাতা সালমান এফ রহমানের নেওয়া অর্থ আদায় করতে ও বিদেশে পাঠানো অর্থ দেশে ফিরিয়ে আনতে বাংলাদেশ ব্যাংককে নির্দেশ দেওয়া হয়। এ বিষয়ে পদক্ষেপ সম্পর্কে বাংলাদেশ ব্যাংককে চার সপ্তাহের মধ্যে কমপ্লায়েন্স (প্রতিবেদন) দিতেও বলা হয়।

গত ২৫ বছরে বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালসসহ সংশ্লিষ্ট কোম্পানির অন্য সব ব্যবসার ক্ষেত্রে ঋণ মওকুফ বিষয়ে তথ্যাদি সরবরাহ করাসহ কয়েকটি বিষয় নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মাসুদ আর সোবহান আবেদনকারী হয়ে ৪ সেপ্টেম্বর হাইকোর্টে রিটটি করেন।

বেক্সিমকো গ্রুপে রিসিভার নিয়োগ দিতে হাইকোর্টের দেওয়া নির্দেশ স্থগিত চেয়ে আপিল বিভাগে বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালসের পক্ষে লিভ টু আপিল (আপিলের অনুমতি চেয়ে আবেদন) করা হয়, যা গতকাল চেম্বার আদালতে শুনানির জন্য ওঠে। আদালতে লিভ টু আপিলের পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মুস্তাফিজুর রহমান খান। রিটের পক্ষে জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মাসুদ আর সোবহান নিজে শুনানি করেন, সঙ্গে ছিলেন আইনজীবী ফাতেমা এস চৌধুরী। বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষে শুনানিতে ছিলেন আইনজীবী মুনীরুজ্জামান। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল রেদওয়ান আহমেদ রানজিব।

অবশ্য বাংলাদেশ ব্যাংকের আইনজীবী মুনীরুজ্জামান প্রথম আলোকে বলেন, সম্পত্তি অ্যাটাচ ও রিসিভার নিয়োগ দিতে হাইকোর্টের দেওয়া নির্দেশ স্থগিত চেয়ে আবেদনটি করা হয়। চেম্বার আদালত কোনো স্থগিতাদেশ দেননি।

বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম বেড়েছে

অর্থ-বাণিজ্য ডেস্ক

বিশ্ববাজারে গতকাল মঙ্গলবার অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের দাম ৩ শতাংশ বেড়েছে। ইরান শিগগির ইসরায়েলে হামলা চালানোর পরিকল্পনা করছে, এমন খবরেই মূলত তেলের দাম বেড়ে গেছে। ইসরায়েলের হামলায় গত শুক্রবার হিজবুল্লাহ বাহিনীর প্রধান হাসান নাসরুল্লাহ নিহত হওয়ার ঘটনায় মধ্যপ্রাচ্যে রাজনৈতিক উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। সে অনুযায়ী ইরান ইসরায়েলে পাল্টা আক্রমণের পরিকল্পনা করছে বলে খবর বেরিয়েছে।

রয়টার্সের সংবাদে বলা হয়েছে, গতকাল বিশ্ববাজারে ব্রেন্টক্রুড জ্বালানি তেলের ব্যারেলপ্রতি দাম ১ দশমিক ৮৪ ডলার বা ২ দশমিক ৬ শতাঙশ বেড়ে ৭৩ দশমিক ৫৪ ডলারে উঠেছে। আর ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) জ্বালানি তেলের ব্যারেলপ্রতি দাম ১ দশমিক ৮৮ ডলার বা ২ দশমিক ৮ শতাংশ বেড়ে ৭০ দশমিক শূন্য ৫ ডলারে উঠেছে।

বিশ্ববাজারে তেলের চাহিদা কমে গেছে; সে কারণে এ বছর তেলের বাজার নিম্নমুখী। মূলত, চীনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি কমে যাওয়ায় এ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। বছরের প্রথম ছয় মাসে দেশটির তেল আমদানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় কমেছে।

চীন বিশ্বের বৃহত্তম তেল আমদানিকারক দেশ। ফলে চীনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি কমে গেলে তেলের বাজারে তার প্রভাব পড়ে।

জলবায়ু পরিবর্তন কার্যক্রম পুরস্কার চালুর ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ঢাকার জার্মান দূতাবাস ও স্থানীয় ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি (ইবিএল) জলবায়ু পরিবর্তন কার্যক্রম বিষয়ে একটি পুরস্কার চালু করেছে। প্রতিবছর 'ইবিএল জলবায়ু পরিবর্তন কার্যক্রম অ্যাওয়ার্ড' শীর্ষক এই পুরস্কার দেওয়া হবে। এই পুরস্কার চালুর লক্ষ্য হলো, জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় স্থানীয় করপোরেশন, উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, এনজিও ও জলবায়ু নিয়ে কাজ করা কর্মীদের নেতৃত্বগুণ এবং তাঁদের নেওয়া জলবায়ুসংক্রান্ত সফল প্রকল্প ও উদ্যোগের স্বীকৃতি প্রদান।

এ ব্যাপারে জার্মান দূতাবাস ও ইবিএলের মধ্যে গতকাল মঙ্গলবার একটি অংশীদারত্ব চুক্তি হয়েছে। বাংলাদেশে নিযুক্ত জার্মান রাষ্ট্রদূত আচিম ট্রস্টার এবং ইবিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী আলী রেজা ইফতেখার নিজ নিজ পক্ষে 'জয়েন্ট ডিক্লারেশন অব ইন্টেন্ট' সই করেন। জার্মান দূতাবাসে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে জার্মান রাষ্ট্রদূত আচিম ট্রস্টার বলেন, 'জলবায়ু পরিবর্তন, প্রশমন ও অভিযোজন তখনই কেবল ফলপ্রসূ হবে যখন সরকার, বেসরকারি খাত ও সুশীল সমাজ একযোগে কাজ করবে। এই প্রচেষ্টায় প্রয়োজন সঠিক নেতৃত্ব, উদ্ভাবন এবং সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের একে অপরের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ। বাংলাদেশে এ জাতীয় প্রচেষ্টাকে সম্মান জানাতে ইস্টার্ন ব্যাংকের নেওয়া এই উদ্যোগকে আমরা আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই।'

ইবিএলের এমডি ও প্রধান নির্বাহী আলী রেজা ইফতেখার বলেন, 'বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে জার্মানি ও ইস্টার্ন ব্যাংকের লক্ষ্য অভিন্ন। জার্মান দূতাবাসের সঙ্গে অংশীদারত্বের ভিত্তিতে নেওয়া এই উদ্যোগে আমাদের জন্য অনেক আনন্দের একটি বিষয়। আশা করি, ভবিষ্যতেও আমরা জলবায়ু ইস্যু নিয়ে একসঙ্গে কাজ করতে সমর্থ হব। এই অ্যাওয়ার্ডের মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে আরও অনেক অ্যাকটিভিস্টকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করতে চাই।'

ইবিএল জানায়, জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জভিত্তিক বিভিন্ন ক্ষেত্র ও বিষয় ক্যাটাগরিতে এই পুরস্কার দেওয়া হবে। খুব শিগগির জলবায়ু পরিবর্তন কার্যক্রম অ্যাওয়ার্ড ২০২৪-এর মনোনয়নপ্রক্রিয়া সংবাদপত্র, ইবিএলের ওয়েবসাইট ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুরু হবে।

গতকাল ঢাকায় নিযুক্ত জার্মান রাষ্ট্রদূত আচিম ট্রস্টার এবং ইবিএলের এমডি ও প্রধান নির্বাহী আলী রেজা ইফতেখার নিজ নিজ পক্ষে একটি চুক্তিপত্র বিনিময় করছেন। ছবি : ইবিএলের সৌজন্যে

৪৫% লভ্যাংশ দেবে অ্যাপেক্স ফুটওয়্যার

শেয়ারবাজার

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

পরিশোধিত মূলধন বাড়াতে পরপর তিন বছর বোনাস লভ্যাংশ ঘোষণা করল শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি অ্যাপেক্স ফুটওয়্যার। কোম্পানিটি গত জুনে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য ৪৫ শতাংশ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে ৩৫ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ও ১০ শতাংশ বোনাস লভ্যাংশ। ২০২২ সাল থেকে টানা তিন বছর বোনাস লভ্যাংশ ঘোষণা করে কোম্পানিটি।

পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) ২০২১ সালে এক নির্দেশনা জারি করেছিল। ওই নির্দেশনায় বলা হয়েছিল, শেয়ারবাজারের মূল বোর্ডে তালিকাভুক্ত কোনো কোম্পানির পরিশোধিত মূলধন ৩০ কোটি টাকার নিচে থাকতে পারবে না। তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর মধ্যে যাদের মূলধন ৩০ কোটি টাকার কম তাদের মূলধন বৃদ্ধিতে সময়সীমাও বেঁধে দিয়েছিল বিএসইসি। ওই সময়সীমার মধ্যে অনেক কোম্পানি মূলধন বৃদ্ধির এই শর্ত পূরণ করেনি। তারা এ শর্ত পূরণে বিএসইসির কাছ থেকে সময় নেয়।

বিএসইসির এই শর্ত পরিপালনে অনেক কোম্পানি কয়েক বছর ধরে বোনাস, অধিকারমূলক বা রাইট শেয়ার ছেড়ে পরিশোধিত মূলধন বৃদ্ধি করছে। তারই ধারাবাহিকতায় অ্যাপেক্স ফুটওয়্যারও বোনাস লভ্যাংশ ঘোষণা করে যাচ্ছে। এ বছর কোম্পানিটি যে বোনাস লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে তাতে পরিশোধিত মূলধন ১ কোটি ৪৩ লাখ টাকা বাড়বে।

দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে অ্যাপেক্স ফুটওয়্যারের পরিশোধিত মূলধন ১৪ কোটি ৩০ লাখ। ঘোষিত বোনাস লভ্যাংশ অনুমোদন ও বিতরণের পর এই মূলধন বেড়ে সাড়ে ১৫ কোটি টাকা ছাড়াবে।

এদিকে ৪৫ শতাংশ লভ্যাংশের ঘোষণায় গতকাল মঙ্গলবার ঢাকার বাজারে অ্যাপেক্স ফুটওয়্যারের শেয়ারের দাম তিন টাকা বা প্রায় সোয়া ১ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৪৩ টাকা। গত সোমবার কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের সভা থেকে এই লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়। এর আগে ২০২২ ও ২০২৩ সালে কোম্পানিটি নগদ ও বোনাস মিলিয়ে ৪৫ শতাংশ করে লভ্যাংশ দিয়েছিল বিনিয়োগকারীদের।

‘উদ্বিগ্ন নন’ নতুন ন্যাটোপ্রধান

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে কোন প্রার্থী জয়ী হচ্ছেন, তা নিয়ে ‘উদ্বিগ্ন নন’ বলে জানালেন নতুন ন্যাটোপ্রধান মার্ক রুত্তে। এএফপি

সংক্ষেপে

ভারত

কাশ্মীরে শেষ দফার ভোট

ভারত নিয়ন্ত্রিত জম্মু-কাশ্মীরে তৃতীয় ও শেষ দফার ভোট গ্রহণ হয়েছে গতকাল মঙ্গলবার। সকাল সাতটা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ চলে। জম্মু ডিভিশনের ২৪ ও কাশ্মীর উপত্যকার ১৬ আসনে ভোট গ্রহণ হয়। তিন দফার এই ভোটে শেষ পর্বেই আসনের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, মোট ৪০টি। মোট ৯০টি আসনের মধ্যে এর আগে দুই দফায় ৫০ আসনে ভোট গ্রহণ হয়। গতকাল স্থানীয় সময় বেলা ৩টা পর্যন্ত এসব কেন্দ্রে ভোট পড়েছে গড়ে ৫৬ দশমিক ১ শতাংশ। ২০১৯ সালের ৫ আগস্ট সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ খারিজ হওয়ার পর এই উদ্বাস্তুদের ভোটদানের অধিকার দেওয়া হয়। বিজেপি এই উদ্বাস্তুদের ভোট পাবে বলে মনে করছে। শেষ দফায় মোট ভোটার প্রায় ৪০ লাখ। এবারের ভোটের বিশেষত্ব হলো বিপুলসংখ্যক স্বতন্ত্র প্রার্থীর উপস্থিতি।

প্রতিনিধি, *নয়াদিল্লি*

জাপান

প্রধানমন্ত্রী হয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করলেন ইশিবা

জাপানের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়েছেন ইশিবা শিগেরু। গতকাল মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পার্লামেন্টের অনুমোদন পান তিনি। এরপরই নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এর আগে গত শুক্রবার জাপানের ক্ষমতাসীন দল লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) প্রধান নির্বাচিত হন ইশিবা। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব পাওয়ার পর তিনি দলের মিত্র ও প্রতিদ্বন্দ্বীদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন। ইশিবা তাঁর সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের দায়িত্ব দিয়েছেন দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের। এর মধ্যে কাতসুনোবু কাতো পেয়েছেন অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব। এ ছাড়া ইয়োশিমাশা হায়াশিকে করেছেন চিফ ক্যাবিনেট সেক্রেটারি। এদিকে সাবেক প্রতিরক্ষাপ্রধান তাকেশি ইয়াওয়াকে দেওয়া হয়েছে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব।

রয়টার্স, *টোকিও*

চীন

ছুরি হামলায় নিহত ৩

চীনের সাংহাইয়ে ওয়ালমার্টের একটি সুপারমার্কেটে ছুরি হামলায় ৩ ব্যক্তি নিহত ও ১৫ জন আহত হয়েছেন। স্থানীয় সময় গত সোমবার রাতে এ ছুরি হামলার ঘটনা ঘটে। এক ব্যক্তি ছুরি নিয়ে সুপারমার্কেটের ভেতরে ঢুকে পড়েন। তিনি লোকজনকে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত করেন। ঘটনাস্থল থেকে লিন নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তারা বলছে, গ্রেপ্তার ব্যক্তির বয়স ৩৭ বছর। তিনি ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক বিরোধ থেকে সৃষ্ট ক্ষোভ মেটাতে সাংহাইয়ে এসেছিলেন। ঘটনা নিয়ে তদন্ত চলছে বলে জানায় পুলিশ।

বিবিসি

ইসরায়েলে হামলা ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ইসরায়েলের বেন গুরিয়ন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের অদূরে আগুন জ্বলতে দেখা যায়। ছবি : এএফপি **খবর** প্রথম পাতায়

পশ্চিমবঙ্গে চিকিৎসকদের ধর্মঘট আবার শুরু

নারী চিকিৎসক ধর্ষণ ও হত্যা

বিচার নিশ্চিত করতে দেশটির বিচার বিভাগ যথেষ্ট পদক্ষেপ নিচ্ছে না বলে অভিযোগ বিক্ষুব্ধ চিকিৎসকদের।

রয়টার্স, *নয়াদিল্লি*

আর জি কর হাসপাতালের নারী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদে জুনিয়র চিকিৎসকদের মশালমিছিল। গত রোববার রাতে পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায়। ছবি : এএনআই

ভারতের পশ্চিমবঙ্গে আর জি কর হাসপাতালে নারী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় যে বিক্ষোভ দানা বেঁধেছিল, তা আবার নতুন করে শুরু হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষানবিশ চিকিৎসকেরা আবার ধর্মঘট শুরু করেছেন। তাঁদের অভিযোগ, চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার বিচার নিশ্চিত করতে দেশটির বিচার বিভাগ যথেষ্ট পদক্ষেপ নিচ্ছে না। তাই রাজ্যের ২৩টি সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শিক্ষানবিশ চিকিৎসকেরা ধর্মঘট পালন করছেন।

গত ৯ আগস্ট আর জি কর হাসপাতালে কর্মরত অবস্থায় একজন নারী চিকিৎসক ধর্ষণের পর খুন হন। এ ঘটনার পর উত্তাল হয়ে ওঠে আর জি করসহ রাজ্যের সব সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল। তীব্র আন্দোলন শুরু করেন চিকিৎসকেরা। তাঁরা দাবি তোলেন, হত্যাকারীদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। এ দাবি নিয়ে শুধু কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গ নয়, প্রতিবাদ-আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে গোটা দেশে। তাঁদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সিবিআই গ্রেপ্তার করে হাসপাতালের অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষসহ সংশ্লিষ্ট টালা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিজিৎ মণ্ডলকে। কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলকেও বদলি করা হয়। এরপর সরকারের সঙ্গে চিকিৎসকদের দাবিদাওয়া নিয়ে বৈঠকের পর ২১ সেপ্টেম্বর থেকে কর্মবিরতি আংশিক প্রত্যাহার করে কাজে ফেরেন চিকিৎকেরা। তবে তাঁদের বাকি দাবিদাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলন চলমান ছিল।

এরই মধ্যে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার একটি হাসপাতালে রোগীর মৃত্যুর জেরে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের মারধরের ঘটনা ঘটে। এর প্রতিবাদে সেখানে ধর্মঘট শুরু হয়।

গত সোমবার সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে আর জি কর নিয়ে হওয়া স্বতঃপ্রণোদিত মামলার পঞ্চম দফার শুনানি শেষ হয়। শুনানি শেষে শিক্ষানবিশ চিকিৎসকদের সংগঠন ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট আবার ধর্মঘট ডাকে। প্রায় সাত হাজার চিকিৎসকের এ সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয়, তারা আদালতের সিদ্ধান্তে নাখোশ। তাই বাধ্য হয়ে আবার কর্মবিরতিতে যেতে হচ্ছে তাদের।

গতকাল ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট জানায়, ‘যতক্ষণ না পর্যন্ত সরকারের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা জোরদার ও ভয়ের রাজনীতি দূর করা হবে, ততক্ষণ আমাদের ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো পথ খোলা নেই।’

চিকিৎসকদের দাবির মধ্যে রয়েছে হাসপাতালে পুলিশি নিরাপত্তা আরও বাড়ানো, মেডিকেল কলেজগুলোর দুর্নীতির তদন্ত করা।

‘অবাস্তবায়নযোগ্য ন্যায়বিচারের’ বদলে মুক্তি বেছে নিয়েছি : অ্যাসাঞ্জ

দ্য গার্ডিয়ান

জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ

‘অবাস্তবায়নযোগ্য ন্যায়বিচারের’ বদলে মুক্তি বেছে নিয়েছিলেন বলে মন্তব্য করেছেন উইকিলিকস প্রতিষ্ঠাতা জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ। তিনি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের আদালত থেকে মুক্তি পেতে তিনি যে চুক্তি করেছিলেন তাতে সাংবাদিকতার জন্য দোষ স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

মুক্তির পর গতকাল মঙ্গলবার প্রথমবারের মতো জনসমক্ষে তিনি এ মন্তব্য করেছেন। একই সঙ্গে তিনি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার আহ্বান জানিয়েছেন। দ্য গার্ডিয়ানের এক প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়।

ফ্রান্সের স্ট্রাসবার্গে ইউরোপের অধিকার সংস্থা পার্লামেন্টারি অ্যাসেম্বলি অব দ্য কাউন্সিল অব ইউরোপের (পিএসিই) প্রতিনিধিদের সঙ্গে গতকাল কথা বলেন অ্যাসাঞ্জ। তিনি বলেন, সাংবাদিকদের তাঁদের কাজ করার জন্য বিচার করা উচিত নয়। এছাড়া তিনি আরও বলেন,সাংবাদিকতা কোনো অপরাধ নয়। এটি একটি মুক্ত ও সচেতন সমাজের স্তম্ভ।

বার্তা সংস্থা এএফপি জানায়, উইকিলিকসের প্রতিষ্ঠাতা জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ বলেন, সাংবাদিকতা করার জন্য দোষ স্বীকার করার পর দীর্ঘ কারাভোগের জীবন থেকে মুক্তি পেয়েছেন তিনি। তিনি সতর্ক করে বলেন, মত প্রকাশের স্বাধীনতা এখন একটি অন্ধকার মোড়ে দাঁড়িয়ে।

দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর গত জুনে যুক্তরাজ্যের কারাগার থেকে মুক্তি পান মার্কিন গোপন দলিল ফাঁস করে সাড়া ফেলে দেওয়া ওয়েবসাইট উইকিলিকসের প্রতিষ্ঠাতা অ্যাসাঞ্জ। অপরাধ স্বীকার করে অ্যাসাঞ্জ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যে সমঝোতা চুক্তি করেছেন, সেটির ধারাবাহিকতায়ই তাঁকে ছেড়ে দেয় যুক্তরাজ্য সরকার। এর পর থেকে জনসম্মুখে মন্তব্য করেননি তিনি।

মুক্তির পর গতকাল প্রথম জনসমক্ষে করা মন্তব্যে অ্যাসাঞ্জ বলেন, ‘আমি আজ মুক্ত নই, কারণ এখনো সেই সিস্টেম কাজ করছে। কিন্তু সাংবাদিকতার জন্য দোষ স্বীকার করেছি বলে বছরের পর বছর কারাভোগের পর আজ মুক্ত।’

কমলা হ্যারিসকে সমর্থন দিল নিউইয়র্ক টাইমস

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

নিউইয়র্ক টাইমস জানায়, ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিস প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ক্ষেত্রে একমাত্র দেশপ্রেমিক প্রার্থী।

এএফপি, *নিউইয়র্ক*

কমলা হ্যারিস

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিথযশা গণমাধ্যম *নিউইয়র্ক টাইমস*-এর সম্পাদনা বোর্ডের পক্ষ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসকে সমর্থন দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। গত সোমবার *নিউইয়র্ক টাইমস* এ কথা জানায়। বলা হয়, ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিস প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ক্ষেত্রে একমাত্র দেশপ্রেমিক প্রার্থী। আগামী ৫ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে লড়বেন কমলা।

কমলাকে সমর্থন দেওয়ার কথা জানালেও *নিউইয়র্ক টাইমস*-এর লেখা নিবন্ধে চতুর্থ অনুচ্ছেদের আগে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়নি। এর আগের অনুচ্ছেদগুলোতে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে ট্রাম্পের অযোগ্যতার বিষয়টিকেই তুলে ধরা হয়েছে। ট্রাম্পকে নৈতিক ও মেজাজগতভাবে অযোগ্য বলে অভিহিত করা হয়েছে।

নিউইয়র্ক টাইমস-এর নিবন্ধে বলা হয়েছে, দ্ব্যর্থহীন, হতাশাজনক সত্য হচ্ছে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হিসেবে যোগ্য নন। যেকোনো ভোটার, যিনি দেশের পরিস্থিতি এবং গণতন্ত্রের স্থিতিশীলতার কথা চিন্তা করেন, তাঁর জন্য ট্রাম্পকে পুনর্নির্বাচিত করার বিষয়টি অস্বীকার করার জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত।

এর আগে *দ্য নিউ ইয়র্কার* ম্যাগাজিনে ‘ট্রাম্প বাদে যে কেউ’ নীতি নিয়ে নিবন্ধ প্রকাশ করা হয়। সেখানে ওই ম্যাগাজিনের সম্পাদকেরা বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা, স্নায়ু ও প্রকৃতির ওপর চলমান আক্রমণের প্রতিনিধি রিপাবলিকানরা।

কমলাকে সমর্থন দিয়ে লেখা *নিউইয়র্ক টাইমস*-এর দীর্ঘ নিবন্ধে বলা হয়, ‘যাঁরা সরকারের ব্যর্থতার জন্য হতাশ, তাঁদের কাছে কমলা হ্যারিস নিখুঁত প্রার্থী না-ও হতে পারেন। তারপরও আমরা যুক্তরাষ্ট্রের ভোটারদের বিরোধী প্রার্থীর সঙ্গে কমলার রেকর্ড তুলনা করে দেখতে আহ্বান জানাই। সে ক্ষেত্রে কমলা হ্যারিস আরও প্রয়োজনীয় বিকল্প।’

টাইমস সম্পাদকীয় বোর্ড ১৯৫৬ সালের পর থেকে প্রেসিডেন্ট পদে কোনো রিপাবলিকান প্রার্থীকে সমর্থন করেনি। ওই সময়ের আগে কেবল রিপাবলিকান প্রার্থী ডি আইজেনহাওয়ারকে সমর্থন দেওয়ার ইতিহাস আছে পত্রকাটির। পত্রিকার পক্ষ থেকে নির্বাচনে দ্বিদলীয় ব্যবস্থায় প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক রাজনীতি এবং নীতির চেয়েও আরও বেশি ভিত্তিমূলক বিষয়ের ওপর জোর দিয়ে আসছে।

নিউইয়র্ক টাইমস লিখেছে, যুক্তরাষ্ট্রের ভোটাররা ট্রাম্পের বিরুদ্ধে না দাঁড়ালে যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রের গভীর এবং দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি করার ক্ষমতা পাবেন ট্রাম্প। তবে ভোটাররা নির্দিষ্ট নীতির বিষয়ে কমলা হ্যারিসের কাছ থেকে আরও বেশি তথ্য জানার অধিকার রাখেন।

নিউইয়র্ক টাইমস-এর মতে, কমলা মনে করতে পারেন, তিনি একটি অবাধ ত্রুটির ঝুঁকি কমানোর জন্য একটি প্রচারাভিযান চালাচ্ছেন। এই বিশ্বাসের অধীনে ট্রাম্পের একমাত্র কার্যকর বিকল্প হওয়াই তাঁকে বিজয়ী করতে যথেষ্ট হতে পারে। তবে এ কৌশল শেষ পর্যন্ত তাঁকে বিজয়ী করলেও তা জনগণ এবং তাঁর নিজের রেকর্ডের জন্য ক্ষতিকর।

অন্যদিকে *নিউইয়র্ক টাইমস*-এ রিপাবলিকান পার্টিকে ট্রাম্পের ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের একটি যন্ত্র বলে অভিহিত করা হয়েছে। এ ছাড়া দাবি করা হয়েছে, ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদ প্রথমটির চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতিকর এবং বিভাজনকারী হবে। তাই কমলা হ্যারিসই একমাত্র পছন্দ হতে পারেন।

৪ অক্টোবর বিক্ষোভের ডাক ইমরানের

ডন, *ইসলামাবাদ*

রাজধানী ইসলামাবাদসহ সারা দেশে ৪ অক্টোবর বিক্ষোভের ডাক দিয়ে সরকারের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। ‘বিচার বিভাগের স্বাধীনতার’ দাবিতে এ বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করবে পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই)।

নতুন আইনে ইসলামাবাদে সব ধরনের সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ফলে ৪ অক্টোবর ইসলামাবাদের ডি-চকে বিক্ষোভের ডাক দিয়ে কার্যত সরকারের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন কারাবন্দী পিটিআই প্রতিষ্ঠাতা। গতকাল মঙ্গলবার এ কর্মসূচি ঘোষণার আগের দিন খাইবার পাখতুনখাওয়ার পিটিআই-সমর্থিত মুখ্যমন্ত্রী আলী আমিন গান্দাপুর কেন্দ্রীয় সরকার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

হার্টের সুস্থতায় কফি

দিনে যে চার কাপ কফি পান করেন, কফি না খাওয়াদের তুলনায় তাঁর হার্ট ফেইলিউরের ঝুঁকি কম।

হাইব্রিড ডেটিং আবার কী

মৃণাল সাহা

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে গেছে ভালোবাসার ধরনও। সবকিছুতেই এখন অনলাইনের বাড়বাড়ন্ত। প্রেমের ক্ষেত্রেও তা-ই। চিঠির প্রেম তো অনেক আগেই অতীত হয়েছে, ফোনে কথোপকথনের সময়ও কি ফুরিয়ে এল! একটা সময় সামনাসামনি দেখা করার যে আকাঙ্ক্ষা ছিল, তার অনেকটাই এখন হাইব্রিড ডেটিংয়ের দখলে চলে গেছে। এ ধারণাকেই কেউ কেউ এখন বলছেন 'নিও নরমাল'।

হাইব্রিড ডেটিং কী

চিঠির প্রেম এখন ডেটিং অ্যাপে ঢুকে গেছে। ফোনের স্ক্রিন ডান-বাঁ করলেই মিলছে পছন্দের মানুষ। বাংলাদেশেও জনপ্রিয়তা পেয়েছে বেশ কয়েকটি ডেটিং অ্যাপ। সেখান থেকেই অনেকে খুঁজে নিচ্ছেন পছন্দসই সঙ্গী। ডেটিং অ্যাপে পরিচয়, অতঃপর কথা বলা, দেখা করা। মনের সঙ্গে মন মিললেই মন দেওয়া-নেওয়া—এ সমীকরণকেই আরও এক ধাপ ওপরে নিয়ে গেছে হাইব্রিড ডেটিং।

হাইব্রিড ডেটিং অনেকটা হাইব্রিড অফিসের মতো। করোনাকালীন প্রায় প্রতিটি অফিসই যেমন বাড়িতে চলে গিয়েছিল, হাইব্রিড ডেটিংও অনেকটা তেমন। শুধু কাজের পরিবর্তে প্রেম। প্রেম করা মানেই নিয়মিত দেখা করা, একই সঙ্গে সময় কাটানো, এ ধ্যানধারণা থেকে বেরিয়ে আসছে এই প্রজন্ম; বরং তারা প্রেম করার মাধ্যম হিসেবে বেছে নিচ্ছে হাইব্রিড ধারণা। যেখানে কালেভদ্রে হয়তো দেখা হবে, কিন্তু প্রেমের বড় একটা অংশই থাকবে স্ক্রিনবন্দী। তাদের ডেটগুলোও হবে ভিডিও কনফারেন্সে। তবে এটাকে ভিডিও কলে শুধু কথা বলা ভেবে থাকলে ভুল হবে। হাইব্রিড ডেটিংয়ের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া, নিজেকে সুন্দর করে উপস্থাপন করা, পছন্দের মানুষের জন্য সারপ্রাইজ—সবকিছুই থাকে। পার্থক্য শুধু একটাই, সামনাসামনি দেখা হওয়ার বদলে ডেটিং হয় ভিডিও স্ক্রিনে।

হাইব্রিড ডেটিং যেমন

স্মার্টফোন হাতে চলে আসার পর থেকে বেশির ভাগ প্রেমই বন্দী হয়ে পড়েছে মুঠোফোনের ছোট্ট স্ক্রিনে। শুধু বন্দী হয়ে পড়েছে বললে ভুল হবে, বর্তমান সময়ের বেশির ভাগ প্রেম শুরুও হচ্ছে স্মার্টফোনে। পরিচয় থেকে পরিণয়—সবটাই ঘটছে ফেসবুক-ইনস্টাগ্রাম ও অ্যাপে। যে কারণে দুই পক্ষের মধ্যে সম্পর্কটাও বেশ ধূসর। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিয়মিত কথা বলা, যখন-তখন চাইলেই যোগাযোগ করতে পারার সুবিধা যেমন আছে, তেমনই চাইলেই যখন-তখন মনের মানুষকে একনজর দেখতে পারাও সম্ভব। যে কারণে বেড়েছে হাইব্রিড ডেটিং।

তবে এ ধরনের সম্পর্কে ভুল মানুষের প্রেমে পড়ার আশঙ্কাও বেশি থাকে। একটা মানুষের কাছে বসা, হাত ধরা বা তার শরীরী ভাষা বোঝার কোনো উপায় অনলাইনে থাকে না। প্রেমের এই পালে হাওয়া দিয়েছে ডেটিং অ্যাপগুলো। করোনার সময়ে সবাই যখন ঘরবন্দী, বাইরে বেরোনোই যখন ভয়ের, তখন যুগলেরা বেছে নিয়েছিলেন এই হাইব্রিড ডেটিং। কথা বলা, দেখা করার সবটাই যখন স্ক্রিনের ভেতরে থেকে হচ্ছে, তাহলে রোমান্টিক ডেটটাই-বা বাদ পড়বে কেন? ফোনের স্ক্রিনের সামনে কিছুটা সময় একে অপরের সঙ্গে কাটানো, অস্থির সময়ে এর থেকে ভালো মুহূর্ত আর কীই-বা হতে পারে!

অনেকে তো নিজের রুমটাকেই রীতিমতো রেস্তোরাঁ বানিয়ে ফেলেন। ঢাকার একটি কলেজে পড়ুয়া তরুণ রেহান (ছদ্মনাম)। একটি অ্যাপে চট্টগ্রামের এক তরুণীর সঙ্গে তাঁর পরিচয়। বাস্তবতা দুজনেরই জানা, তাই শুরু থেকেই সরাসরি দেখা করার চেয়ে অনলাইন ডেটিং করেই অভ্যস্ত হয়ে গেছেন তাঁরা। রেহান বলেন, 'আমাদের এক বছরের প্রেম। এর মধ্যে সরাসরি দেখা হয়েছে দুইবার। ফোনে কিন্তু কথা হয় প্রতিদিন, একাধিকবার। সপ্তাহে দুই থেকে তিন দিন আমরা অনলাইনে গুছিয়ে ডেট করি। পছন্দের খাবার সাজিয়ে, সুন্দর পোশাক পরে একজন আরেকজনের সামনে বসি। লম্বা সময় ধরে আমাদের আলাপ চলে।'

সময়টা স্বাভাবিক হয়ে এলেও তাই হাইব্রিড ডেটিংয়ের আইডিয়া শেষ হয়ে যায়নি; বরং আরও নতুনত্ব নিয়ে যে সামনে আসছে, এই তরুণের আলাপ থেকেই তা বোঝা যায়। আগে হয়তো ছিল, করোনা আক্রান্ত হওয়ার ভয়। সেই জায়গা নিয়েছে এখন দূরত্ব, অতিরিক্ত খরচ আর ট্রাফিকের ভয়। বাইরে কোথাও ঘুরতে যাওয়া মানেই একগাদা টাকা খরচ, বাড়ি থেকে বেরিয়ে ট্রাফিক ঠেলে গন্তব্যে পৌঁছানো। আবার সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে প্রেম শেষে সময়মতো বাড়ি ফেরা। ব্যস্ত দিনে এতটা কষ্ট করতে অনেকেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না। তাদের জন্যই যেন আশীর্বাদ হয়ে এসেছে হাইব্রিড ডেটিং। বিশেষ করে 'লং ডিসটেন্স' সম্পর্কে থাকা ব্যক্তিদের জন্য 'হাইব্রিড ডেটিং' আশীর্বাদ।

তাই বলে দেখাসাক্ষাৎ যে একেবারেই বন্ধ থাকে, তা কিন্তু নয়; বরং নিয়মিত বিরতিতে ঠিকই দুজনের দেখা হয়। কোথাও বসে একান্তে প্রেমের ফুরসতও মেলে। হাইব্রিড প্রেম বা ডেটিং সাধারণ ডেটিংয়ের বিকল্প নয়; বরং এই ধারণা প্রেমকে আরেকটু ভিন্নমাত্রা দিয়েছে মাত্র। দিন শেষে যত যা-ই হোক, সামনাসামনি দেখা করা, কথা বলার মধ্যে যে প্রেম থাকে, তা কী আর ফোনের স্ক্রিনের সামনে বসে পাওয়া সম্ভব?

সূত্র : ওয়াইইউভি নিউজ, প্রোডাক্ট বোল্ড লাইফ ও আইওএল

'এখানে বিশ্বাসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ'

তানজিলা ইফাৎ তাসকিন, কাউন্সেলিং সাইকোলজিস্ট

অনেকে না চাইলেও বাস্তবতা হচ্ছে, হাইব্রিড ডেটিং সমাজে বিদ্যমান। কেউ কেউ মনে করেন, এটা শুধু জেন-জিরা করছে, এই ধারণাটাও ভুল। আমার কাছে এমন অনেক রোগী আসেন, যাঁদের বয়স ৩৫-৪০ বছর। তবে এটাও সত্যি, এই সম্পর্কটা জেন-জিদের মধ্যেই বেশি। কেউ হয়তো পরিবার থেকে দূরে থাকায় এমন সম্পর্কে জড়িয়েছেন, কেউ আবার বিচ্ছেদের পর বা একাকী থাকার ফলে এমন সম্পর্কে আগ্রহী হয়েছেন, একঘেয়েমি অথবা বহুগামিতার প্রবণতাও এখানে প্রভাবক হিসেবে কাজ করতে পারে।

এ ধরনের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু বিষয়ে সতর্ক থাকা জরুরি। একে অন্যকে বুঝতে পারা, অপর পক্ষের প্রত্যাশা ও চাহিদাগুলো জানতে চাওয়া ও নিজেরটা জানানো এবং সম্পর্কের অর্থটি তার কাছে কেমন, সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তাই যেকোনো সম্পর্কে জড়ানোর আগে হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় সিদ্ধান্ত না নিয়ে একটু সময় নিন। এরপর আবেগ ও যুক্তির সংমিশ্রণে একটি সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে। যে সময়টা নিচ্ছেন, সেটা নিজেকে এবং অন্যকে জানাশোনার ব্যাপারে ব্যবহার করা যেতে পারে। যেহেতু হাইব্রিড প্রেমকে কেউ কেউ একটা পর্যায়ে যৌনতার দিকে নিয়ে যান, এ বিষয়েও তাই সাবধান থাকতে হবে। বিশেষ করে এসব ক্ষেত্রে নারীরা বেশি ভিকটিম হয়ে থাকেন। তাই কোনো চূড়ান্ত পর্যায়ে যাওয়ার আগে সব দিক বিবেচনা করে নেওয়া জরুরি। অনেকে অনলাইনের এমন ফাঁদে পড়ে বারবার ভুল করতে থাকেন। ছবি বা ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে টাকাপয়সা আদায় করে নেওয়ার মতো ঘটনাও ঘটতে শোনা যায়। তাই অনলাইনে পরিচয় হলেই মানুষটাকে দ্রুত বিশ্বাস করা যাবে না। আগে বিশ্বাস অর্জন করা দুই পক্ষের জন্যই ভালো।

যাঁরা খুব দ্রুত এ ধরনের সম্পর্কের বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে যেতে থাকেন, তাঁরা প্রতারিত হন বেশি। একাকিত্ব দূর করার জন্য যে ডেটিং শুরু করছেন, সেটা যেন অল্প দিন পরেই নিজেকে আরও বেশি একা করে না দেয়। পরে যে বিষয়গুলো ঘটতে পারে, আগেই সেসব ভাবনা নিজের মধ্যে রাখতে হবে। অনলাইন ডেটিং করার সময় একান্ত মুহূর্তের কোনো ছবি ফোনে রেখে দিলে সেটা অন্যভাবেও বেহাত হতে পরে। ফোন চুরি হলে বা হ্যাকড হলেও তৃতীয় কেউ সেটা দিয়ে ব্ল্যাকমেল করতে পারে। তাই সব দিক ভেবে কিছুটা ধীরেই এগোতে হবে।

মুঠোফোনের ছোট পর্দায় দেখাসাক্ষাৎ, হাইব্রিড প্রেমের আগ্রহ বাড়াচ্ছে।
মডেল : জিৎ, ছবি : সুমন ইউসুফ

স্বাস্থ্য জিজ্ঞাসা

আপনার প্রশ্ন চিকিৎসকের পরামর্শ

● আমার বয়স ২২ বছর। গোসল করলে বা শরীরে পানি লাগার পর শুকিয়ে গেলে প্রচুর চুলকানি হয়। অতিরিক্ত রকম। ৭ থেকে ১০ মিনিট চুলকানি থাকে। বিশেষ করে স্যাঁতসেঁতে দিনগুলোয় বেশি হয়। শরীরে কোনো ধরনের ফুসকুড়ি নেই। পরামর্শের পাশাপাশি প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য কিছু ওষুধের নাম বললে উপকার হয়।

রাজু মাহমুদ
ঠিকানা পাঠাননি।

পরামর্শ : আপনার বর্ণনা থেকে মনে হচ্ছে, আপনার সমস্যাটির নাম অ্যাকুয়াজেনিক আর্টিকেরিয়া। এ সমস্যায় শরীরে পানিজনিত অ্যালার্জি দেখা দেয়। সঠিক চিকিৎসা নিলে ভালো থাকা যায়। দ্রুত একজন চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হোন এবং চিকিৎসা গ্রহণ করুন। আর আপনার জন্য তাৎক্ষণিক পরামর্শ হলো, প্রাত্যহিক জীবনে কিছু সাধারণ নিয়মকানুন মেনে চলুন। যেমন গোসলের সময় স্বাভাবিক তাপমাত্রার পানি ব্যবহার করবেন। গোসলে অতিরিক্ত গরম বা খুব ঠান্ডা পানি ব্যবহার না করাই ভালো। এগুলো মেনে চললে আশা করি ভালো থাকবেন।

পরামর্শ দিয়েছেন—
ডা. শাহানা বেগম
ডার্মাটোসার্জারি, লেজার অ্যান্ড অ্যাস্থেটিক সার্জন, কনসালট্যান্ট, ল্যাবএইড অ্যাস্থেটিক অ্যান্ড লেজারলাউঞ্জ

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

অধুনা
প্রথম আলো, প্রগতি ইনস্যুরেন্স ভবন
২০-২১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।
ই-মেইল : adhuna@prothomalo.com,
খামের ওপর ও ই-মেইলের subject—এ লিখুন 'স্বাস্থ্য জিজ্ঞাসা'

● পাঠকের প্রশ্ন

ডায়েট, ব্যায়াম ও ওজন কমানো-বাড়ানো নিয়ে পাঠকদের নির্বাচিত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন বারডেম জেনারেল হাসপাতালের প্রধান পুষ্টিবিদ ও বিভাগীয় প্রধান **শামছুন্নাহার নাহিদ**

শামছুন্নাহার নাহিদ

প্রশ্ন : আমি একজন পুরুষ। বয়স ৩৫ বছর। আমি একটি বেসরকারি অফিসে ৯-৫টা চাকরি করি। কিন্তু আমার বাসা অফিস থেকে অনেক দূর। প্রতিদিন যাতায়াতেই ৩ ঘণ্টা নষ্ট হয়ে যায়। তাই সকালে নিয়মিত নাশতা করে বের হতে পারি না। অন্য দুবেলা ঠিকমতো খাবার খাই। প্রতি সপ্তাহে ২-৩ দিন নাশতা বাদ পড়ে যায়। এতে কি কোনো সমস্যা হতে পারে?

ইশতিয়াক, টঙ্গী

উত্তর : বলা হয়, সকালের নাশতা হবে রাজার মতো, রাতের খাবার প্রজার মতো। এর মানে হলো সকালের খাবার খাওয়া শুধু জরুরিই নয়, শরীরের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কারণ, মানুষ যখন রাতে ঘুমিয়ে থাকে, তখন তার কোনো শারীরিক পরিশ্রম ও শক্তি খরচ করার দরকার হয় না। শুধু শরীরের ভেতরের বিভিন্ন অঙ্গের কাজ করতে সামান্য শক্তি লাগে, যাকে 'বেজাল মেটাবলিক রেট' বলে। রাতে কম খেলেও সমস্যা হয় না। কিন্তু রাতে দীর্ঘ সময় (৮-১০ ঘণ্টা) না খেয়ে থাকার কারণে ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর শরীরে এনার্জিসহ বিভিন্ন পুষ্টির চাহিদা বেশি থাকে, আর তা পূরণ করতে সকালে সুষম খাবার খাওয়া জরুরি।

যদি কেউ সকালের নাশতা বাদ দেন, তাহলে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। এর মধ্যে আছে অ্যাসিডিটি, পেট ফাঁপা, অরুচি, আলসার। কাজ করার মনোযোগ ও ক্ষমতা একটু একটু করে কমতে থাকে। শরীরের ওজন ও এনার্জি কমে যেতে পারে। বিপরীতে অনেক সময় পর, অনেক খিদে নিয়ে দুপুরে বেশি খাওয়া হয়ে যায়। এতে দ্রুত ওজন বাড়তে থাকে। গ্লুকোজ কমে গিয়ে মেজাজ খিটখিটে হয়ে পড়ে, ঝিমুনি ভাব আসে। এমন আরও অনেক রোগের ঝুঁকি তৈরি হতে পারে সকালে না খেলে।

আপনাকে যেহেতু প্রতিদিন লম্বা জার্নি করে অফিসে যেতে হয়, তাই সকালের নাশতা হিসেবে আপনি সহজ কোনো খাবার বেছে নিতে পারেন।

- সকালের নাশতা খুব সহজে তৈরি করতে চিড়া-দুধ/দই-কলা, চিড়ার পরিবর্তে সাগু, খই, ওটস, কর্নফ্লেক্স, পরিজ, পাউরুটি, চাপাটি ইত্যাদি খেতে পারেন।
- রাতে খাবার তৈরি করে, ফ্রিজে রেখে সকালে খাওয়া যেতে পারে।
- সকালে উঠতে দেরি হলে তৈরি করা নাশতা সঙ্গে নিয়ে বের হয়ে পড়ুন। নিজস্ব যানবাহন থাকলে যাতায়াতের পথে আর না থাকলে কাজের জায়গায় গিয়ে খেয়ে নিতে পারেন।
- কাজের জায়গায় যদি স্বাস্থ্যকর খাবারের ব্যবস্থা থাকে, সেখান থেকেও খেতে পারেন।

যেভাবেই হোক সকালের নাশতা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি। তাই একদিনের জন্যও নাশতা বাদ দেওয়া অস্বাস্থ্যকর ও ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।

পাঠকের প্রশ্ন পাঠানো যাবে ই-মেইলে, ডাকে এবং প্র অধুনার ফেসবুক পেজের ইনবক্সে। ই-মেইল ঠিকানা : adhuna@prothomalo.com (সাবজেক্ট হিসেবে লিখুন 'পাঠকের প্রশ্ন') ডাক ঠিকানা :
প্র অধুনা, প্রথম আলো, প্রগতি ইনস্যুরেন্স ভবন, ২০-২১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫। (খামের ওপর লিখুন 'পাঠকের প্রশ্ন'), ফেসবুক পেজ : fb.com/Adhuna.PA

● টিপস

ঘুমিয়ে ওজন কমান

অধুনা প্রতিবেদক

সারা দিনের শত ব্যস্ততা শেষে ক্লান্তিতে আমরা বিছানায় শরীরটা এলিয়ে দিই। গবেষণায় দেখা যায়, প্রতি রাতে সাত থেকে নয় ঘণ্টা ঘুম আপনার শরীরের জন্য ইতিবাচক। আবার আপনি যে সময় ঘুমাতে যান ও ঘুম থেকে ওঠেন, তা আপনার স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। ঘুমের মাত্রা আপনার ওজনের ওপরও প্রভাব ফেলে।

জার্নাল অব অ্যাকটিভিটি, সেডেন্টারি অ্যান্ড স্লিপ বিহেভিয়ারস-এ প্রকাশিত একটি সমীক্ষা থেকে দারুণ এক তথ্য জানা গেছে। ঘুমাতে যাওয়া ও ঘুম থেকে ওঠার রুটিন, মোট ঘুমানোর সময় একজন মানুষের স্বাস্থ্য ও শরীরের ওজনের ওপর প্রভাব ফেলে। যাঁরা নিয়মিত ব্যায়াম করেন, ইতিবাচক জীবন যাপন করেন তাঁদের ঘুম ভালো হয়। তখন স্বাস্থ্যগত সংকট কম দেখা যায়। একই সঙ্গে ওজন কমানো সহজ হয়।

৪৬ বছর ও তার বেশি বয়সী প্রায় ৪ হাজার ব্যক্তির ওপর গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়। দুই সপ্তাহ ধরে তাঁদের ঘুমের অভ্যাস পর্যবেক্ষণ করে বিশেষ ধরনের মনিটর। সেখানে সংগৃহীত হতে থাকে নানা রকম তথ্য। এর মধ্যে আছে গড় রক্তচাপ, বডি মাস ইনডেক্স (বিএমআই), পেটে চর্বির স্তর, গ্লুকোজ, ইনসুলিনের মাত্রা ও কোলেস্টেরল-সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য। গবেষকেরা দেখছেন, অনিয়মিত ঘুমের অভ্যাসের কারণে একজন মানুষের নানা ধরনের স্বাস্থ্যজনিত সংকট তৈরি হয়, যাঁরা দিনের বেলা খুব বেশি চলাফেরা বা ব্যায়াম করেন না, তাঁদের অবস্থা আরও খারাপ হতে পারে।

যাঁদের ঘুমে সমস্যা আছে, তাঁদের গবেষকেরা একটি সুসংবাদ দিয়েছেন। নিয়মিত ঘুম না এলে ব্যায়ামের জন্য কিছুটা সময় দিলে উপকার পাওয়া যায়। নিয়মিত ব্যায়ামে শরীরের মেটাবলিজম বাড়ে, আর তাতে ভালো ঘুম হয়। আর যদি ওজন কমাতে চান, তাহলে খারাপ ঘুমের অভ্যাস কমাতে হবে। যাঁদের ঘুমের সময়ে অনিয়ম আছে, তাঁদের কোমরের পরিধি বেড়ে যায় ও বিএমআই বেশি থাকে। যদি আপনার বয়স অনুপাতে স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখতে চান, তবে ঘুমকে অগ্রাধিকার দিতে ভুলবেন না।

সূত্র : রিডার্স ডাইজেস্ট (এশিয়া প্যাসিফিক)

গবেষণা বলছে, স্বাস্থ্যকর ঘুমের মাধ্যমে ওজন কমানো যায়। ছবি : অধুনা

মনের বাক্স

কেন এসেছিলে জীবনে?

প্রায় চার বছর হলো খালামণির বিয়েতে তোমার সঙ্গে প্রথম দেখা। সেই দেখা থেকে ভালো লাগা আর ভালোবাসা। এরপর শুরু হলো দুজন দুজনার মধ্যে কথা বলা, এসএমএস। তোমাকে জানপাখি বলে ডাকতাম। তোমার একটি কল বা এসএমএসে আমার মন আনন্দে ভরে যেত। তুমি আমার সম্পত্তি ছিলে না, ছিলে আমার সম্পদ। তোমার ভালোবাসার রংতুলি দিয়ে মনের দেয়ালে আঁকতে শুরু করেছিলাম হাজারো রঙিন স্বপ্ন। কয়েক মাস হলো তোমার সেই গলা আর শুনতে পাই না। কোনো দিন ভাবিনি তুমি আমার সঙ্গে প্রতারণা করবে। তোমাকে তো ভুলে যাওয়ার জন্য ভালোবাসিনি, জানপাখি। তোমার কাছে প্রেম মানে কি ধোঁকা দেওয়া? মন নিয়ে খেলা করা? তুমি আমার স্বপ্নকে গড়তে আসোনি, ভাঙতে এসেছিলে।

রাত শেষে প্রতিদিন সকাল আসে। আর আমার মনে হয় আরও একটা দমবন্ধ অন্ধকার দিন। আমার জীবনের সব সুখ, আনন্দ, স্বপ্ন সবই যেন অতীত। অর্থসম্পদের মোহে তুমি যদি পরের ঘরে চলেই যাবে, তাহলে আমাকে সেদিন কেন বলেছিলে যে তুমি কেবল আমার হবে? আমি শুধু তোমাকে চাই। আর আমি এতটাই হতভাগা যে তোমার বিয়ের খবরটা পর্যন্ত তোমার কাছ থেকে শুনতে পাইনি। তোমাকে যে বিশ্বাস করেছিলাম, আসলে তুমি সেই বিশ্বাসের যোগ্যই না।

মো. শেখ ফরিদ
হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর

জানি, তুমি ফিরবে

তোমাকে অনেক বেশি মনে পড়ছে। ইচ্ছা হচ্ছে কিছুক্ষণ কথা বলি। তবে তা সম্ভব নয়। শেষবারের মতো যখন আমাদের কথা হয়েছিল, অনেক কেঁদেছিলে তুমি। অনেক কিছু বলে তোমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। তবে আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো কেউ ছিল না। আমাকে কান্না লুকানোর অভিনয় করতে হয়েছে। জানো, ভাগ্যের ওপর তখন অনেক রাগ হচ্ছিল। মানুষ ভালোবাসার নামে কত কিছুই তো করে। আমরা না হয় দুজন অপেক্ষা করব। তুমি আমার ছিলে, আছ এবং থাকবে। অপেক্ষার প্রহর যে কত দীর্ঘ হয়, ক্ষণে ক্ষণে এখন তা বুঝতে পারছি। অপেক্ষার প্রহর শেষে তুমি ঠিকই ফিরবে আমার কাছে। হয়তো কোনো ভোরের প্রথম আলোয় কিংবা সূর্যাস্তের শেষ বেলায় তুমি ফিরবে। তোমায় নিয়ে আমার কোনো অভিযোগ নেই। অপেক্ষার প্রহর শেষে তুমি যেদিন বাড়ি ফিরে আসবে, শুধু সেই দিনেরই অপেক্ষায় রইলাম, আমার হৃদয়ের মহারানি।

মো. আব্বাস উদ্দিন
দিনাজপুর

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

অধুনা, প্রথম আলো, প্রগতি ইনস্যুরেন্স ভবন, ২০-২১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।
ই-মেইল : adhuna@prothomalo.com, ফেসবুক : facebook.com/adhuna.PA খামের ওপর ও ই-মেইলের subject-এ লিখুন 'মনের বাক্স'

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ আফতাবনগর আ/এ ১১৭৮, ১৫৭৭, ১৮৭৫, ২১৮৭, ২৩১২বফু, মেরুলবাড্ডা ১১৫৬, উত্তর বাড্ডা ১২১০ ও ১২৪৭ ও বনশ্রীতে ১৫৯৩বফু ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭৩০০৮৮০০৫, ০১৭৩০০৮৮০০৬। সি-৬০০১৮২

✱ বসুন্ধরা, আফতাবনগর, সাভার ডিওএইচএস-এর আকর্ষণীয় লোকেশনে প্রায় রেডি ১১৭৫-২১০০ ব.ফু. ফ্ল্যাট বিক্রয়। (এনপিএল) ০১৩২৯৭০৭৭২৭, ০১৩২৯৭০৭৭২৬। সি-৬০০১১০

✱ খিলক্ষেত ও বসুন্ধরায় ৩০০ ফুট এক্সপ্রেসওয়ে সংলগ্ন শান্ত নিরিবিলি পরিবেশে রেডি/নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭৫৫৫১১০১৯, ০১৭৫৫৫১১০২০। সি-৬০০০৪৭

✱ আগারগাঁও (শের-ই বাংলানগর) জনতা হাউজিংয়ে ১৩২৫ বর্গফুটের দক্ষিণমুখী নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট। ম্যাজিক ব্রিকস হোল্ডিংস লিঃ। ০১৭০৪১৭০০৭৬, ০১৭০৪১৭০০৭৮। মোবু-৬০০১৩৬

✱ বসুন্ধরা এল-ব্লকে একই বিল্ডিংয়ে ৩টি ১৫২০ বর্গফুটের প্রায় রেডি ফ্ল্যাট। ম্যাজিক ব্রিকস হোল্ডিংস লিঃ। ০১৭০৪১৭০০৭৭, ০১৭০৪১৭০০৭৬। মোবু-৬০০১৩৭

✱ মোহাম্মাদপুর বসিলায় নিরিবিলি পরিবেশে ১১২০-২২০০ ব :ফু : দক্ষিণমুখী রেডি/নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয় চলছে। ০১৮১০০৩২৫১৪, ০১৮১০০৩২৫১১। মোবু-৬০০১৪৪

✱ আধুনিক সকল সুবিধাসহ ধানমন্ডি, সাতমসজিদ রোড সংলগ্ন জাফরাবাদে (১১০০-১৩৩০ ব :ফু :) রেডি/নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৮১০০৩২৫১৫, ০১৮১০০৩২৫১৬। মোবু-৬০০১৪৭

✱ মালিবাগে আবুল হোটেলের পিছনে ও বাগান বাড়িতে বিডিডিএল এর ১০৩০-১৩০০ বর্গফুটের নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট কিস্তিতে বিক্রয়। ০১৭১৩৫০২৫৯৩, ০১৭১৩৫০২৪৭৬। মোবু-৬০০১৪৮

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ উত্তরা-৫নং সেক্টরে ১৮৩৮বফু, বসুন্ধরা আ/এ ১২৯১, ১৫৭৫, ১৮১৬, ২১৮০, ২৭৩৯বফু, বারিধারায় ২০৩৯বফু ও মনিপুরীপাড়ায় ১৬০৪বফু ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭৩০০৮৮০০৬, ০১৭২৯২০২০০৭। সি-৬০০১৮৩

✱ বিশেষ ছাড়ে বসুন্ধরা আই-ব্লকে প্লে-পেন স্কুলের কাছে ১৮০৯ বঃফুঃ রেডি ও বনশ্রী, নবিনবাগ তিতাস রোডে ১২৩৪ বঃফুঃ ফ্ল্যাট বিক্রয়। # ০১৮৯৪৪৪২৯৯৯, ০১৮৫৫৯১১১১১। মহাবু-৬০০১৫৭

✱ মগবাজার ওয়্যারলেস সংলগ্ন প্রাইম লোকেশনে উত্তর-পূর্ব কর্নার প্লটে ১৪৫০ বর্গফুটের রেডি অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রয়। ০১৭১৩৩৭৭৮৮৫, ০১৭১৩৩৭৭৮৮৬। সি-৬০০১৬১

✱ বসুন্ধরা আ/এ জে-ব্লকে দক্ষিণমুখী ৪ বেডরুমের ২৩৫০ ব.ফু. ফ্ল্যাটের শেয়ার ও এল-ব্লকে দক্ষিণমুখী ৩ বেডরুমের ১৫৫০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট বিক্রয়। # ০১৯৩৯০০০৭৭৭। সি-৬০০১৬৯

✱ গুলশান নর্থে ৪৩০০ ও ৪১৮২ ব.ফু., বনানী নর্থে ১৮৭৫ ব.ফু. এবং পশ্চিম ধানমন্ডি রায়েরবাজারে ১৯৮৫ ব.ফু. আয়তনের ফ্ল্যাট বিক্রয়। # ০১৭১২০২১০৭২। সি-৬০০১৭০

✱ রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়! কাকরাইল পাইওনিয়ার ও ক্রিসেন্ট রোডে অত্যাধুনিক ফিটিংসে নির্মিত ১৯২৭, ১৮৯৮ ও ২৩৩৭ বর্গফুট। ০১৭১৩১৭৮৬০৩, ০১৭১৩১৭৮৬০৬। টিবু-৬০০১৩৮

জমি বিক্রয়

✱ নোয়াখালীর চাটখিল উপজেলায় ২ বিঘা জমি বিক্রি হবে। বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বর গুলোতে ০১৭৪৭৭৩০২০৭, ০১৭২৬৮৪৩৩১৯। সি-৬০০১৮৯

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ উত্তরা-১৬নং সেক্টরে ১৫০২, ১৬৭৭বফু, ১৭নং সেক্টরে ১৭১৬, ১৭৬৫ ও ১৬৯১বফু, পশ্চিম ধানমন্ডিতে ১০৭৩বফু ও শ্যামলী রিংরোডে ১২৩৫, ১২৮৫, ১২৬৫, ১৩১৯বফু ফ্ল্যাট। ০১৭২৯২০২০০৭, ০১৭০৮১৪৬৩৭৫। সি-৬০০১৮৪

✱ উত্তরা ৩, ৪, ৫, ৬, ১৫, ১৬ ও ১৭ নং সেক্টরে অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধাসহ সিঙ্গেল ইউনিটের নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭১৩১৭৮৬০৪, ০১৭১৩১৭৮৬০৩। টিবু-৬০০১৪০

✱ বনশ্রীর এম-ব্লকে ১৬৫০ বর্গফুটের ৩ বেডরুমের সম্পূর্ণ রেডি ফ্ল্যাট জরুরি ভিত্তিতে বিক্রয় হবে। যোগাযোগ : ০১৭৩১৫২৯৪৬৮। সি-৬০০১৭১

✱ মোহাম্মদপুর ১১০০, ১৩৭৫ বর্গফুট (রেডি) এবং উত্তরা ১৫৩০ বর্গফুট (চলমান) ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। #০১৮১১-৪১২১৪৬। সি-৬০০১৭৭

✱ আশুলিয়ায় ২৪ শতাংশ জমি এবং উত্তরা ১৮ নম্বর সেক্টরে রাজউক অ্যাপার্টমেন্ট প্রকল্পে ১টি ফ্ল্যাট বিক্রি হবে। # ০১৯৩৪-৬১৬০৮৭, ০১৬৭৭-৯৭৪৬৯৩। সি-৬০০১৭৮

পাত্রী চাই

✱ ঢাকায় সেটেল্ড, সরকারি কর্মকর্তার কনিষ্ঠ পুত্র (৫-৭´´+৩৪) অনার্স-মাস্টার্স অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রি অ্যান্ড কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। সোনালী ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার পাত্রের পাত্রী। ০১৭১৫৪৯৭৮৬৫। সি-৬০০১২১

✱ শীর্ষস্থানীয় শিল্পপতি ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের পুত্র ও/এ লেভেল, নর্থসাউথ হতে আর্কিটেক্ট (৩১-৫-৮´) নিজ কোম্পানির ডিরেক্টর পাত্রের পাত্রী চাই। ০১৯৯৫-৫৮৫২৩৩, ০১৬১৮-৮৭১০৪৭। সি-৬০০১০৬

✱ সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বিবিএ এমবিএ ঢাকা ইউনিভার্সিটি ৪০তম বিসিএস ঢাকা বসবাসরত (৩১-৫-৮´) সুদর্শন পাত্রের। ০১৮৯৬২২৪৫৫৮। সি-৬০০১১৬

✱ কানাডা সিটিজেন (৩৪-৫-৯´) ইউকে সিটিজেন (৩২-৫-১০´) আর্মি মেজর (৩০-৫-৮´) অস্ট্রেলিয়া সিটিজেন (৩১-৫-১১´) সুদর্শন পাত্রদের। ম্যাট্রিমনি বাংলাদেশ হোমসার্ভিস। ০১৮৯৬২২৪৫৬৫। সি-৬০০১০৯

✱ ইংল্যান্ডে সরকারি মেডিকেল অফিসার, এমবিবিএস সরকারি মেডিকেল কলেজ, প্লাব ২, এফআরসিএস রানিং (২৯-৫-৮´´) পাত্রের পাত্রী (পাত্র বর্তমানে দেশে) # ০১৭৪১৮৭৩৭০৭। সি-৬০০১১৭

✱ আমেরিকান গ্রীনকার্ড হোল্ডার, সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার মাইক্রোসফট, বিএসসি সিএসই বুয়েট, পিএইচডি আমেরিকা (৩৩-৫-৮´) সুদর্শন পাত্রের পাত্রী। ০১৭৯১৬৪৮৫৬৭। সি-৬০০১১৮

✱ বিসিএস অ্যাডমিন (৩০-৫-৯´) বিদেশি ব্যাংকে কর্মরত এমবিএ আইবিএ (৩৫-৫-৮´) লেকচারার নর্থসাউথ (৩৩-৫-৯´) পাত্রদের উপযুক্ত লগন, গুলশান-১, ০১৭১৫২৫৯৭৮৭, ০১৭১০০৮৪০০৯। সি-৬০০১৩২

✱ আমেরিকার সিটিজেন, বাবা প্রফেসর, সিনিয়র সায়েন্টিস্ট রিসার্চ (ডালাস) বিএসসি (ঢাবি) এমএসসি পিএইচডি আমেরিকা (৩৭-৫-৮´´) পাত্র ঢাকায় আর্জেন্ট # ০১৯৩৯৫০০৭০৯। সি-৬০০১৫২

✱ কানাডা সিটিজেন, বিএসসি আইইউটি মাস্টার্স, এমএসসি টরন্টো, সফটওয়্যার কোম্পানিতে কর্মরত (৩৪-৫-১০´) সুদর্শন পাত্রের (আর্জেন্ট) পাত্রী চাই # ০১৭০৬৭১৩৭৩৫। সি-৬০০১৫৩

✱ স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, ঢাকায় সেটেল্ড সম্ভ্রান্ত পরিবারের একমাত্র সুদর্শন (৩৬-৫-৮´´) পাত্রের শিক্ষিত ডিভোর্সি পাত্রী চাই। ০১৩১৭৮০১৭১৫। সি-৬০০১৭৩

✱ প্রফেসর (৩৪-৫-১০´) ম্যাজিস্ট্রেট (২৯-৫-৮´´), বিসিএস ডাক্তার (৩২-৫-৮´) ওয়াসা (২৮-৫-৭´) রেলওয়ে (৩৮-৫-৮´´) শিল্পপতি ও সিটিজেন পাত্রদের। সোনিয়াআপা-হোমসার্ভিস # ০১৭০৬৬৮৭১৪৪। সি-৬০০১৭৪

✱ প্রফেসর পিতামাতার পুত্র বিএসসি (ইলেকট্রিক্যাল) এমএসসি (ওয়াটারলু/কানাডা) চাকরিরত সফটওয়্যার ইঞ্জি. ইউএসএ/গ্রীনকার্ড (৩০-৫-৯´) সুদর্শনের দেশ/ইউএসএ/কানাডার। ০১৬৩৯০২৫৩৭৩। সি-৬০০১৬৪

✱ ঢাকায় স্থায়ী বসবাসরত প্রকৌশলীর/গভঃ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার পুত্র বিএসসি (ইইই) বুয়েট, স্কলারশিপে এমএসসি+পিএইচডিরত ইউএসএ (২৯+৫-৯´) সুদর্শনের আর্জেন্ট উপযুক্ত। ০১৯১১৬৭৪৯৩৯। সি-৬০০১৬৩

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ সাভার ডিওএইচএস ১৩৯৭ বর্গফুটের দক্ষিণমুখী এবং পূর্বমুখী নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। যোগাযোগ # ০১৭০৮১৪৬৩৮১, ০১৭০৮১৪৬৩৮২। সি-৬০০১৮৫

পাত্র চাই

✱ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনার্স-মাস্টার্স বিসিএস অ্যাডমিন সচিব পিতা সুন্দরী (৫-৪´-২৬) অভিজাত এলাকার পাত্রীর পাত্র চাই। ০১৭১৪২৭০৪৩৯ alammoudud@gmail.com সি-৬০০১০৪

✱ উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা বেসরকারি মেডিকেল হতে এমবিবিএস ডাক্তার (২৬-৫-৩´´) পাত্রীর জন্য বিসিএস ক্যাডার/ডাক্তার পাত্র চাই। ০১৭৪৫-৫৭৩৩৪৯, ০১৯৭০-৫০৪৫০৪। সি-৬০০১০৫

✱ এমবিবিএস ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ইন্টার্নিরত) শিক্ষিত ছোট পরিবার, ঢাকায় স্থায়ী (২৪-৫-৫´´) সুন্দরী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র। ০১৭৭৯০৬৪৯১১। সি-৬০০১১৯

✱ বিএসসি সিএসই ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি বাবা সরকারি কর্মকর্তা, ঢাকায় সেটেল্ড (২৪-৫-৫´´) সুন্দরী স্লিম পাত্রীর দেশে/প্রবাসে প্রতিষ্ঠিত পাত্র। ০১৭৪৭৯৬১১৮০। সি-৬০০১২০

✱ উচ্চশিক্ষিত পিতামাতা। পিএইচডিরত (৫-৪´´+২৬), এমএস (৫-৩´´+৩৫), (৫-৭´´ +৩০), (৫-৪´´-২৬) সুদর্শনাদের ইউএসএ সেটেল্ড উপযুক্ত। "গুলশান মিডিয়া" # ৫৮৮১৪০৪৪, ০১৫৫৬-৫৯০৮৮৪। www.gulshanmedia.net মহাবু-৬০০১৬৫

পাত্র-পাত্রী চাই

✱ দীর্ঘ ১৫ বছর পাত্রপাত্রী ম্যাচমেকিং এর ক্ষেত্রে আস্থা, নিষ্ঠা ও সততার মাধ্যমে অভিজাত উচ্চশিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত এবং পারিবারিক ধর্মীয় মূল্যবোধ বজায় রেখে কাজ করছে "ম্যারেজ সল্যুশনবিডি" "দৃষ্টিভঙ্গি বদলান/জীবন বদলে যাবে" #০১৭৪৫-৫৭৩৩৪৯, ০১৬১৭-০১৪১৪০। সি-৬০০১০৭

✱ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিসিএস ক্যাডারসহ সকল ধরনের পাত্র-পাত্রীর সন্ধানে কাজ করে থাকি। ম্যাট্রিমনি-বাংলাদেশ-উত্তরা-হোমসার্ভিস # ০১৩১৫-১৩১৩৫৭। সি-৬০০১০৮

বিবিধ বিক্রয়

✱ **কমার্শিয়াল স্পেস :** মতিঝিলের প্রাণকেন্দ্র সিটি সেন্টার ১১৭৬ বর্গফুটের ইন্টেরিয়র করা রেডি দক্ষিণমুখী কমার্শিয়াল স্পেস বিক্রয় হবে। মোবাইল # ০১৭৩৭৫১২১৪৬। সি-৬০০১৫৪

প্লট বিক্রয়

✱ রাজউক পূর্বাচলে ৩০০ ফুট সংলগ্ন ৩ কাঠা রেডি বাউন্ডারি প্লট জরুরি বিক্রয় হবে। সেক্টর-২, প্লট-৩, রোড-৩০২ এফ। মোবা # ০১৪০২৮৯৮৩০৩। সি-৫৯৯৯৪৯

✱ ৩০০´ পূর্বাচল/১২০´ মাদানী অ্যাভিনিউ/আর্মি হাউজিং জলসিঁড়ির সাথে বাউন্ডারিকৃত রেডি প্লট কাঠা ১৫ থেকে ৪০ লক্ষ টাকা। ০১৭৫৫-৬৩৫১১৫। সি-৬০০১৩৩

✱ পূর্বাচল সংলগ্ন ও আর্মি হাউজিং (জলসিঁড়ি) প্রকল্পের গা ঘেঁষেই ১০০% রেডি প্লট কাঠা নিম্ন ৫ লক্ষ টাকা। ০১৮৯৪৮৪১৭০২। সি-৬০০১৫৯

✱ ঢাকা-মাওয়া ৪০০´ ফিট এক্সপ্রেসওয়ে সংলগ্ন, বাউন্ডারিকৃত হস্তান্তরযোগ্য রেডি প্লট বিক্রয় চলছে। ০১৩২৯৭১১৫৭৫। সি-৬০০১৬০

✱ পূর্বাচল ২৭নং সেক্টরের সাথে বালিভরাট চলমান, কাঠাপ্রতি মূল্য সর্বনিম্ন ২.৭৫ লক্ষ টাকা। ০১৮৪৪২৪৩৮৮৭। টিবু-৬০০১৪৫

✱ বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় আই এক্সটেনশন ব্লকে ৪ কাঠা এবং ৫ কাঠা প্লট বিক্রয় হবে। #০১৭৮০-৮০৮০৮৫। সি-৬০০১৭৬

হারানো বিজ্ঞপ্তি

✱ আমি ফাহমিদা ইসলাম ফিমা, এনআইডি : ১৫০৭৯৫৮৬৫৮, গত ০৫/০৬/২০২৪ ইং পূর্ব শেওড়াপাড়া হতে অনার্সের মূল সনদপত্র (রোল : ১৬১১২৬, রেজি : ৪২৪২১, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-১৬, ইংরেজি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়) হারিয়ে ফেলেছি। সনদপত্র খুঁজে না পাওয়ায় ৩০/০৯/২০২৪ ইং কাফরুল থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি নং : ২২৮১) দায়ের করি। সি-৬০০১১৫

বিবিধ

✱ **এক রুম ভাড়া :** ফুলফার্নিশ বড় সাইজের ১ রুম। ভিতরে সুসজ্জিত ২টি আলাদা চেম্বার, ৬টি ওয়ার্কস্টেশন, রিসিপশন, লবি, বাথ, কিচেন সুবিধা। # ০১৯১১-৩৬০৯৯০। মহাবু-৬০০১৫৮

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন
চট্টগ্রাম

শোকবার্তা

অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, গত ৩০.০৯.২০২৪খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি) এর **'এম.টি বাংলার জ্যোতি'** জাহাজে আকস্মিক অগ্নিকান্ডের ঘটনায় অত্র কর্পোরেশনের জনাব সৌরভ কুমার সাহা (২৩), ডেক ক্যাডেট; জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম (৪২), হাইলি স্কিল্ড অটোমেকানিক এবং জনাব হারুন অর রশিদ (৩৩), দৈনিক ভিত্তিক ফিটার নিহত হন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁদের মৃত্যুতে আমরা বিএসসি পরিবার গভীরভাবে শোকাহত।

আমরা তাঁদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি এবং তাঁদের শোক-সন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি গভীরভাবে সহমর্মিতা ও সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বিএসসি, চট্টগ্রাম

সোনালী ব্যাংক পিএলসি.
বিশ্বস্ত ও স্মার্ট
গফরগাঁও শাখা, ০১৭০১২০৯২৩২

অর্থঋণ আদালত আইন ২০০৩ (সংশোধনী-২০১০) এর ১২(৩) ধারা মোতাবেক বন্ধকী সম্পত্তির নিলাম বিজ্ঞপ্তি

ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা। মাহী ক্রোকারিজ, প্রোঃ সারোয়ার আলম স্বপন, পিতা : মোঃ আব্দুল হাই, মাতা-মোছাঃ সখিনা খাতুন, মধ্যবাজার, গফরগাঁও, জেলাঃ ময়মনসিংহ। স্থায়ী ঠিকানাঃ বাসা নং ২৪৩, যোলহাসিয়া, পোঃ গফরগাঁও, উপজেলাঃ গফরগাঁও, জেলাঃ ময়মনসিংহ। এই মর্মে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, অত্র শাখা হতে গৃহীত উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের ঋণ হিসাবে ০১/০৯/২০২৪ তারিখ ভিত্তিক ব্যাংকের পাওনা- ৯,৯০,১৫০/- (নয় লক্ষ নব্বই হাজার একশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র এবং আদায়কালতক অনারোপিত সুদসহ অন্যান্য পাওনাদি আদায়ের নিমিত্তে অত্র শাখার অনুকূলে বন্ধকীকৃত নিম্ন বর্ণিত হাইপোঃ প্লেজকৃত মালামাল (যেখানে যে অবস্থায় রহিয়াছে)/ বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তি অর্থঋণ আদালত আইন ২০০৩ (সংশোধনী ২০১০) এর ১২(৩) ধারা বিধান মোতাবেক নিলামে বিক্রয় করা হইবে। নিলাম ক্রয়ে আগ্রহী ক্রেতাগণের নিকট হইতে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলীতে সীলমোহরকৃত দরপত্র আহবান করা যাইতেছে।

বন্ধকীকৃত সম্পত্তির তফসিলঃ

জেলা-ময়মনসিংহ, উপজেলা-গফরগাঁও, মৌজা-যোলহাসিয়া, জে. এল নং-৪২, খারিজী খতিয়ান নং-২৩৬৯।

খতিয়ান নং-			দাগ নং			জমির শ্রেণী	জমির পরিমাণ শতাংশ
সি.এস	এস.এ	বি.আর. এস	সি.এস	এস.এ	বি.আর. এস		
—	১০৮	১০৪৮	—	৬২৩	৩০৯০	বাড়ী	১.২৮ শতাংশ
—	১০৮	১০৪৮	—	৬২৩	৩০৯১	দোকান	০.৬২ শতাংশ
						মোট :	১.৯০ শতাংশের কাতে ১.১৮ শতাংশ

সম্পত্তির মালিকের নাম ও ঠিকানাঃ ১। জনাব সারোয়ার আলম স্বপন, পিতা- মোঃ আব্দুল হাই, যোলহাসিয়া, উপজেলা। গফরগাঁও, জেলাঃ ময়মনসিংহ। ২। জনাব শহিদুল্লাহ সরকার, পিতা- মোঃ আব্দুল হাই, গ্রামঃ ধামাইল জালেশ্বর, পোঃ গফরগাঁও, উপজেলাঃ গফরগাঁও, জেলাঃ ময়মনসিংহ।

দরপত্রের শর্তসমূহ।

০১। আগামী ০৬/১১/২৪ ইং তারিখ বিকাল ৪:০০ ঘটিকার মধ্যে দরপত্র সোনালী ব্যাংক পিএলসি, গফরগাঁও শাখা, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ/সোনালী ব্যাংক পিএলসি, প্রিন্সিপাল অফিস, ময়মনসিংহ এ রক্ষিত দরপত্র বাক্সে জমা দিতে হইবে। ঐ দিনই ৪:১৫ ঘটিকার সময় দরপত্র দাতাদের সামনে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) দরপত্র বাক্স খোলা হইবে। দরপত্র সরাসরি অথবা রেজিস্ট্রি ডাকযোগে প্রেরণ করা যাইবে। রেজিস্ট্রি ডাকযোগে প্রেরণের ক্ষেত্রে তাহা অবশ্যই উক্ত নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের মধ্যে উক্ত শাখা/অফিসে পৌছাইতে হবে।

০২। দরপত্র সীলমোহরকৃত খামে এবং খামের উপর স্পষ্ট অক্ষরে বন্ধকী সম্পত্তি ক্রয়ের দরপত্র লিখিয়া দাখিল করিতে হইবে। দরপত্রে দরপত্রদাতার নাম, পিতা/স্বামীর নাম, ঠিকানা, টেলিফোন/মোবাইল নম্বর এবং প্রস্তাবিত একক প্রতি দর ও মোট মূল্য অথবা গুদামে মজুদ সমুদয় মালামাল (যেখানে যে অবস্থায় রহিয়াছে)/ সম্পত্তির মোট প্রস্তাবিত মূল্য উল্লেখ করিতে হইবে।

০৩। দরপত্র দাখিল করিবার সময় প্রযোজ্য আর্নেষ্ট মানি ও মূল্য পরিশোধের সময়সীমা নিম্নোক্ত ছকে দেওয়া হইল :

আর্নেষ্টমানি/ জামানতের পরিমাণ	অবশিষ্ট মূল্য পরিশোধের সময়সীমা
ক) উদ্ধৃত দর ১০.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত দরপত্র মূল্যের ২০% হারে	দরপত্র গৃহীত হইবার পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে
খ) উদ্ধৃত দর ১০.০১ লক্ষ টাকা হইতে ৫০.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত দরপত্র মূল্যের ১৫% হারে	দরপত্র গৃহীত হইবার পরবর্তী ৬০ দিনের মধ্যে
গ) উদ্ধৃত দর ৫০.০০ লক্ষ টাকার অধিক হইলে দরপত্র মূল্যের ১০% হারে	দরপত্র গৃহীত হইবার পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে

৪। দাখিলকৃত দরপত্রে উল্লেখিত অবশিষ্ট মূল্য নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পরিশোধে ব্যর্থতায় সর্বোচ্চ দরদাতার জামানত বাজেয়াপ্ত হইলে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতা কর্তৃক উদ্ধৃত দর এবং পূর্বে বাজেয়াপ্তকৃত জামানতের অর্থ একত্রে সর্বোচ্চ দরদাতা কর্তৃক উদ্ধৃত দর অপেক্ষা কম না হইলে উক্ত দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতাকে/সম্পত্তি নিলাম খরিদ করিতে আহ্বান করা হইবে; এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতা (আহূত হইবার পর ০৩ নং অনুচ্ছেদে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে) সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করিবেন এবং তাহা করিতে ব্যর্থ হলে তাহার জামানতও বাজেয়াপ্ত করা হইবে।
বাজেয়াপ্ত জামানতের টাকা উক্ত দাবিকৃত টাকার সহিত সমন্বয় করা হইবে।

০৫। দরপত্রে উল্লেখিত মালামাল/তফসিলভুক্ত সম্পত্তির প্রস্তাবকৃত মূল্য অস্বাভাবিকভাবে অপর্যাপ্ত বা কম প্রতীয়মান হইলে কর্তৃপক্ষ দরপত্র বাতিল করিতে পারিবে।

০৬। দরপত্রদাতা এক বা একাধিক তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য দরপত্র জমা দিতে পারিবেন। তবে একই তফসিলভুক্ত সম্পত্তির আংশিক দরপত্র গ্রহণযোগ্য হইবে না।

০৭। নিলাম ক্রেতা কর্তৃক সমুদয় মূল্য পরিশোধের পর প্রয়োজনীয় আইনানুগ আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদন সাপেক্ষে নিলাম ক্রেতার অনুকূলে মালামাল/সম্পত্তি হস্তান্তর করা হইবে। নিলাম ক্রেতাকে মালামাল হস্তান্তরের/সম্পত্তির রেজিস্ট্রেশন, দখল সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় বহন করিতে হইবে। প্রস্তাবকৃত মূল্যের উপর প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর দরপত্রদাতাকে বহন করিতে হইবে।

০৮। ঋণগ্রহীতা/প্রতিষ্ঠানের নিকট নিলামতব্য সম্পত্তি/মালামাল সংক্রান্ত সরকারী কর/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কোন দাবি/পাওনা যথা বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানির বিল, পৌরকর, ভূমিকর ইত্যাদি বকেয়া থাকিলে তাহা নিলাম ক্রেতাকে বহন করিতে হইবে।

০৯। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ দর্শানো কিংবা কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই যে কোন দরপত্র গ্রহণ বা বাতিল করিবার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

১০। দরপত্র গৃহীত না হইলে দরপত্র দাতাকে জামানতের টাকা সর্বোচ্চ ০৩(তিন) কর্মদিবসের মধ্যে ফেরত দেওয়া হইবে।

১১। নিলামে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ বন্ধকী সম্পত্তি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর সহিত যোগাযোগ করিতে পারিবেন।

আপনাদের বিশ্বস্ত
(মোহাম্মদ ছাইদুর রহমান খান)
ম্যানেজার

Government of the People's Republic of Bangladesh

Finance Division, Ministry of Finance
Skills for Industry Competitiveness and Innovation Program (SICIP)
Probashi Kallyan Bhaban (15th Floor)
71-72 Eskaton Garden, Ramna, Dhaka-1000.
www.sicip.gov.bd

Ref. No. FD/SICIP/BGMEA-PIU/108/2024-**701**

Date: 16 Ashshin 1431 / 01 October 2024

Recruitment Notice

Ministry/Division	:	Ministry of Finance
Agency	:	Finance Division
Program Name	:	Skills for Industry Competitiveness and Innovation Program (SICIP)
Scheme Name	:	Expansion of Skills for Employment and Socially Inclusive Training for Priority and Emerging Sectors.
INFORMATION FOR APPLICANT		
Position	**No.**	**Minimum Qualification and Experience**
Program Implementation Unit (PIU) for SICIP-BGMEA Program		
Chief Coordinator	1	• Masters in any discipline or Bachelor of Science in Engineering. • At least 15 years' working experience in relevant field. • Experience in skills development fields will be preferred. • Working experience as the head of the training institute/project implementation unit of any project will be an added advantage. • Strong communication, interpersonal and computer skills.
Coordinator (Training, Assessment and Monitoring)	1	• Masters in any discipline or Bachelor of Science in Engineering. • At least 10 years' working experience in relevant field. • Experience in skills development fields will be preferred. • Strong communication, interpersonal and computer skills.
Coordinator (Finance & Procurement)	1	• Master's in accounting/finance or MBA majoring in Finance or Accounting. • At least 10 years' working experience in relevant field. • Experience in skills development fields will be preferred. • Strong communication, interpersonal and computer skills.
Coordinator (Job placement & Database)	1	• Masters in any discipline or Bachelor of Science in Engineering. • At least 10 years' working experience in relevant field. • Experience in skills development fields will be preferred. • Strong communication, interpersonal and computer skills.
Application Closing Date and Time	:	Applications shall be submitted to the **office of the Executive Program Director on or before 4.00 pm by 17 October 2024** in sealed envelope clearly marked **"Application for the Selection of [Name of Position], SICIP-BGMEA Program"**. Contact address with email and mobile number of the applicant should be written on the left side of the A4 Size Envelope. Necessary documents in support of educational qualifications, experiences and skills have to be submitted.
Name & Designation of Official Inviting Recruitment		Mohammed Walid Hossain Executive Program Director Skills for Industry Competitiveness and Innovation Program (SICIP)
Address of official Inviting Recruitment	:	Probashi Kallyan Bhaban (14th - 15th Floor), 71-72 Eskaton Garden, Ramna, Dhaka-1000.
Contact details of official Inviting Recruitment	:	Phone: +880255138753-5 Ext: 100 E-mail: epd.sicip@gmail.com
The recruitment entity reserves all the right to accept or reject any or all the application without assigning any reasons whatsoever.		

Mohammed Walid Hossain
Executive Program Director
Skills for Industry Competitiveness and Innovation Program (SICIP)
Finance Division, Ministry of Finance,
Probashi Kallyan Bhaban (14th - 15th Floor), 71-72 Eskaton Garden, Ramna, Dhaka-1000.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সভাপতি, নিয়োগ সংক্রান্ত বাছাই কমিটি
ও
চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এর কার্যালয়

কক্সবাজার।
cjmcourt.coxsbazar@gmail.com

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

স্মারক নং-১৩০১/২০২৪ তারিখঃ ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রিঃ

'জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসি ও মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেসি' আদালত সমূহ (সহায়ক কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০০৮ অনুযায়ী চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, কক্সবাজার-এ নিম্নবর্ণিত শূন্য পদসমূহে সরাসরি জনবল নিয়োগের নিমিত্ত (সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে) প্রতিটি পদের পার্শ্বে উল্লেখিত যোগ্যতাসম্পন্ন বাংলাশের স্থায়ী নাগরিকদের নিকট হতে স্বহস্তে লিখিত দরখাস্ত আহবান করা যাচ্ছে ঃ

ক্রঃ নং	পদের নাম ও বেতন গ্রেড (জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ অনুযায়ী)	পদ সংখ্যা	ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
০১	কম্পিউটার অপারেটর ১১,০০০-২৬,৫৯০ (গ্রেড-১৩)	০১	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক ডিগ্রী (বিজ্ঞানে স্নাতক অগ্রাধিকারযোগ্য) এবং প্রার্থীকে অবশ্যই Operator's aptitude test এ উত্তীর্ণ হতে হবে।
০২	লাইব্রেরী সহকারী ১১,০০০-২৬,৫৯০(গ্রেড-১৩)	০১	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রীসহ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হতে হবে। কম্পিউটারে পারদর্শীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।
০৩	সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর ১০,২০০-২৪,৬৮০(গ্রেড-১৪)	০২	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে অন্যূন ২য় শ্রেণী বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রী। সাঁটলিপিতে নূন্যতম গতি ইংরেজী ও বাংলায় যথাক্রমে ৭০ ও ৪৫ শব্দ প্রতি মিনিট এবং টাইপে নূন্যতম গতি ইংরেজী ও বাংলায় যথাক্রমে ৩০ ও ২৫ শব্দ প্রতি মিনিট। কম্পিউটারে পারদর্শীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
০৪	বেঞ্চ সহকারী ৯,৭০০-২৩,৪৯০(গ্রেড-১৫)	০২	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রী। কম্পিউটারে পারদর্শীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।
০৫	স্টোর কীপার ৯,৩০০-২২,৪৯০(গ্রেড-১৬)	০১	কোন স্বীকৃত বোর্ড হতে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কম্পিউটারে পারদর্শীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।
০৬	ডেসপাস্ সহকারী ৯,৩০০-২২,৪৯০(গ্রেড-১৬)	০১	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রী। কম্পিউটারে পারদর্শীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।
০৭	নিম্নমান সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক ৯,৩০০-২২,৪৯০(গ্রেড-১৬)	০১	কোন স্বীকৃত বোর্ড হতে অন্যূন ২য় বিভাগ বা সমমানের জিপিএতে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কম্পিউটার টাইপিং এ প্রতি মিনিটে বাংলা ২০ ও ইংরেজী ২০ শব্দের গতি থাকতে হবে।
০৮	টাইপিস্ট/কপিস্ট ৯,৩০০-২২,৪৯০(গ্রেড-১৬)	০১	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রী। কম্পিউটার টাইপিং এ প্রতি মিনিটে বাংলা ৩০ ও ইংরেজী ৩৫ শব্দের গতি থাকতে হবে।
০৯	ড্রাইভার ৯,৩০০-২২,৪৯০(গ্রেড-১৬)	০১	(ক) কোন স্বীকৃত বোর্ড হতে নূন্যতম ৮ম শ্রেণী বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। (খ) মোটরগাড়ী চালনার বৈধ লাইসেন্স থাকতে হবে। (গ) কক্সবাজার জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।
১০	জারীকারক ৮,৫০০-২০,৫৭০(গ্রেড-১৯)	০৫	কোন স্বীকৃত বোর্ড হতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
১১	অফিস সহায়ক ৮,২৫০-২০,০১০(গ্রেড-২০)	১১	কোন স্বীকৃত বোর্ড হতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
১২	নিরাপত্তা প্রহরী ৮,২৫০-২০,০১০(গ্রেড-২০)	০১	কোন স্বীকৃত বোর্ড হতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
১৩	মালী ৮,২৫০-২০,০১০(গ্রেড-২০)	০১	কোন স্বীকৃত বোর্ড হতে নূন্যতম ৮ম শ্রেণী বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। বাগান পরিচর্যার কাজে অভিজ্ঞ প্রার্থীকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

-ঃ শর্তাবলী ঃ-

১। প্রার্থীকে সভাপতি, নিয়োগ সংক্রান্ত বাছাই কমিটি ও চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, কক্সবাজার বরাবর স্বহস্তে লিখিত আবেদনপত্রে (ক) প্রার্থীর নাম (খ) পিতার নাম (গ) স্থায়ী ঠিকানা (ঘ) বর্তমান ঠিকানা (ঙ) নিজ জেলা (চ) জন্মতারিখ (ছ) ৩১/১০/২০২৪ খ্রিঃ তারিখে প্রার্থীর বয়স (জ) জাতীয়তা (ঝ) জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর (ঙ) ধর্ম (ট) শিক্ষাগত যোগ্যতা (ঠ) অভিজ্ঞতা (যদি থাকে) উল্লেখ করতে হবে।

২। আবেদনপত্র আগামী ৩১/১০/২০২৪খ্রিঃ তারিখ বিকাল ৫:০০ ঘটিকার মধ্যে অফিস চলাকালীন সময়ে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে অথবা ব্যক্তিগতভাবে সভাপতি, নিয়োগ সংক্রান্ত বাছাই কমিটি ও চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, কক্সবাজার বরাবরে পৌঁছাতে হবে।

৩। ৩১/১০/২০২৪ খ্রিঃ তারিখে প্রার্থীর বয়স ১৮-৩০ বৎসর হতে হবে। প্রার্থী মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনার সন্তান, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গ হলে তার বয়স ৩২ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য (সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষরিত প্রত্যয়নসহ দাখিল করতে হবে)। বয়সের ক্ষেত্রে কোনো হলফনামা গ্রহনযোগ্য হবেনা।

৪। আবেদনপত্রের সাথে নিম্নলিখিত কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবেঃ-
ক. প্রথম শ্রেনীর গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদের অনুলিপি।
খ. প্রথম শ্রেনীর গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত সাঁটলিপি/কম্পিউটার কোর্সের সনদপত্রের অনুলিপি।
গ. প্রথম শ্রেনীর গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত সদ্য তোলা ৩ কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙ্গিন ছবি।
ঘ. প্রথম শ্রেনীর গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত চারিত্রিক সনদপত্র।
ঙ. স্থানীয় সিটিকর্পোরেশন বা পৌরসভার মেয়র/ওয়ার্ড কমিশনার/ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান প্রদত্ত নাগরিকত্ব সনদের সত্যায়িত অনুলিপি।
চ. প্রথম শ্রেনীর গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্মনিবন্ধন সনদপত্রের সত্যায়িত অনুলিপি।
ছ. প্রার্থীর সঠিক নাম ঠিকানাসহ ২০/-(বিশ) টাকার অব্যবহৃত ডাকটিকিট সম্বলিত ৯.৫ × ৪.৫ ইঞ্চি মাপের একটি ফেরত খাম।
জ. লিগ্যাল সাইজের ৮০ গ্রাম অফসেট সাদা কাগজ ২০ (বিশ)টি।
ঝ. "পরীক্ষার ফি" বাবদ ছকে বর্ণিত ১ থেকে ৮নং ক্রমিকের পদের জন্য ২০০/- (দুইশত) টাকা এবং ৯ থেকে ১৩নং ক্রমিকের পদের জন্য ১০০/- (একশত) টাকা সোনালী ব্যাংক এর ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে ১-২১৪১-০০০০-২০৩১ নম্বর কোডে জমা প্রদান করতঃ চালানের মূলকপি আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

৫। চাকুরীরত প্রার্থীকে অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
৬। ত্রুটিপূর্ণ আবেদনপত্র বাতিল বলে গন্য হবে।
৭। প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার তারিখ, সময় ও স্থান প্রবেশপত্রের মাধ্যমে জানানো হবে।
৮। মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহনের সময় প্রার্থীকে অবশ্যই শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অন্যান্য সকল সনদের মূলকপি প্রদর্শন করতে হবে।
৯। পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য কোন প্রকার টি.এ/ডি.এ প্রদান করা হবেনা।
১০। খামের উপরে অবশ্যই পদের নাম ও নিজ জেলা স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করতে হবে।
১১। বিজ্ঞাপিত পদের সংখ্যা প্রয়োজনে কম/বেশী করার এবং এই বিজ্ঞপ্তি আংশিক বা সম্পূর্ন বাতিল করার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।
১২। প্রচলিত নিয়োগবিধি/কোটা সংক্রান্ত সরকার এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এর বিধি/আদেশ ও আনুষ্ঠানিকতা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হবে। নির্ধারিত পরীক্ষায় যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সংশ্লিষ্ট কোটার শূন্য পদসমূহ সাধারণ মেধা তালিকা হতে পূরণ করা হবে।
১৩। ছবি ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সত্যায়নের ক্ষেত্রে সত্যায়নকারী কর্মকর্তার নামসহ সীল ব্যবহৃত হতে হবে।
১৪। অসম্পূর্ণ, ত্রুটিপূর্ণ এবং নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের পরে প্রাপ্ত সকল আবেদনপত্র সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।
১৫। যেকোন প্রকারের তদ্বীর বা অনুরোধ প্রার্থীর অযোগ্যতা মর্মে গন্য হবে এবং প্রার্থীতা বাতিল করা হবে।
১৬। নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গন্য হবে।
ভিজিট করুন- https://coxsbazar.judiciary.gov.bd/admin/judiciary/content/notice

স্বা/-
(আবদুল্লাহ আল মামুন)
সভাপতি, নিয়োগ সংক্রান্ত বাছাই কমিটি
ও
চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট
কক্সবাজার।

এবার খলনায়ক

আব্রাহাম, হৃতিক, আমির খানের পর *ধুম ফোর* সিনেমায় খলনায়ক হয়ে এবার আসছেন রণবীর কাপুর। বিনোদন ডেস্ক

টুকরো খবর

অহিংসা দিবসের আয়োজন

‘গড়ে তুলি শান্তির সংস্কৃতি’ প্রতিপাদ্য নিয়ে আজ বিশ্বব্যাপী পালিত হচ্ছে বিশ্ব অহিংসা দিবস। এ উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে বিকেল চারটায় আয়োজন করা হয়েছে ‘সম্প্রীতির বাংলা আমার’ শীর্ষক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করবেন রফিকুল ইসলাম, মাসুদুজ্জামান ও মাহমুদা আখতার। আলেখ্যানুষ্ঠান পরিবেশন করবে বধ্যভূমির সন্তানদল। **বিনোদন ডেস্ক**

আসছে প্রিকুয়েল

টুয়েলভথ ফেল-এর প্রিকুয়েলের ঘোষণা দিয়েছেন পরিচালক বিধু বিনোদ চোপড়া। আগামী ১৩ ডিসেম্বর মুক্তি পাবে এই প্রিকুয়েল। ছবির নাম দেওয়া হয়েছে *জিরো সে শুরুয়াত*। এ ছবিরও মূল চরিত্রে আছেন বিক্রান্ত ম্যাসি ও মেধা শঙ্কর। **প্রতিনিধি**, *মুম্বাই*

টুয়েলভথ ফেল-এর পোস্টার থেকে

১২ অক্টোবর বিয়ে

আগেই দিয়েছিলেন বিয়ের ঘোষণা, এবার দিনক্ষণ জানালেন দক্ষিণ কোরীয় অভিনেত্রী জো বো-আহ। ১২ অক্টোবর বিকেলে সিউলের ওয়াকার হিল হোটেলের আস্তন হাউসে বিয়ে সারবেন তিনি। পাত্র শোবিজের কেউ নন। **বিনোদন ডেস্ক**

অভিনেত্রী জো বো-আহ। ছবি : কিইস্ট

মহাখালীর এসকেএস সেন্টারের স্টার সিনেপ্লেক্সে গত সোমবার সন্ধ্যায় ছিল *মায়ার* বিশেষ প্রদর্শনী। এই ওয়েব ফিল্মের অভিনয়শিল্পী, কলাকুশলীসহ এসেছিলেন অন্য তারকা ও পরিচালকেরা। প্রদর্শনী শেষে কেউ কেউ বলেছেন, ‘রাহাত’ চরিত্রে বাজিমাত করেছেন **মামনুন ইমন**। ইমনের মাদকাসক্ত তরুণ রাহাত হয়ে ওঠার গল্প শুনলেন **মনজুর কাদের**

ইমনের ‘রাহাত’ হয়ে ওঠা

সাম্প্রতিক

মায়া দেখতে এসেছিলেন বিদ্যা সিনহা মিম। দীর্ঘদিন পর প্রেক্ষাগৃহে বসে উপভোগ করলেন নতুন কোনো বাংলা ছবি। ইমনের সঙ্গে *জোনাকীর আলো* ও *পদ্মপাতার জল* চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছিলেন এই তারকা। *মায়ায়* ইমনকে দেখে মুগ্ধ মিম। তিনি বলেন, ‘আমাদের দীর্ঘদিনের পরিচয়। একসঙ্গে নাটকে, মঞ্চে অনেক কাজ করেছি। বরাবরই দেখেছি, চেষ্টার কোনো কমতি রাখেন না ইমন ভাই। মনে হয়েছে, এটাতে আরও বেশি ডিভোটেড ছিলেন। মাদকাসক্ত চরিত্রে তাঁকে আগে কখনো দেখিনি। আমার মনে হয়েছে, ইমনকে নয়, রাহাতকেই দেখছি।’

দীঘিও জানালেন মুগ্ধতার কথা। ইমনের অভিনয় প্রসঙ্গে তরুণ প্রজন্মের এই অভিনেত্রী বলেন, ‘অসাধারণ! অসাধারণ! ইমন ভাইকে নতুনভাবে আবিষ্কার করলাম। প্রথমবার ওটিটিতে নেমেই বাজিমাত। তাঁকে আরও নিয়মিত দেখতে চাই।’ দীঘি জানান, শিশুশিল্পী হিসেবে *পিরিতির আগুন জ্বলে দ্বিগুণ* ছবিতে ইমনের সঙ্গে কাজ করেছিলেন, বড় হওয়ার পর কাজের সুযোগ হয়নি। তবে বড় হয়ে একসঙ্গে অনেক স্টেজ শো করেছেন। পরিচালক সকাল আহমেদ বলেন, ‘পর্দায় ইমনকে অনেক পরিণত লেগেছে। চরিত্রের প্রতি সুবিচার করেছে। ওর অভিনয় আমাকে অবাক করেছে।’

শুরুতে মডেলিং করতেন মামনুন ইমন। হুমায়ূন আহমেদের গল্প অবলম্বনে তৌকীর আহমেদের *দারুচিনি দ্বীপ* দিয়ে ছবিতে নাম লেখান। এরপর একের পর এক চলচ্চিত্রে কাজ করে গেছেন। পাশাপাশি বিজ্ঞাপনচিত্রেও তাঁকে দেখা যায়। প্রথমবার ওটিটিতে কাজ করে নিজেকে নতুনভাবে চেনালেন। *মায়ায়* ‘রাহাত’ নামে এক মাদকাসক্ত যুবকের চরিত্রে অভিনয় করেছেন ইমন। সোমবার প্রদর্শনী শেষে ইমনকে ঘিরে ধরেছিলেন সবাই। ইমনও সবার মতামত মন দিয়ে শোনেন।

চরিত্র হয়ে উঠতে

‘রাহাত’ চরিত্র হয়ে উঠতে ইমনকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে। কারণ, তাঁর জন্য এটা অনেক চ্যালেঞ্জিং ছিল। এমন চরিত্রে অভিনয়ের প্রস্তাব তাঁকে আগে কোনো পরিচালক দেননি। সেই গল্পই বলেন ইমন, ‘রায়হান রাফী আগের কাজগুলো যাঁদের সঙ্গে করেছেন, এই যেমন *সুড়ঙ্গে* আফরান নিশো, তাঁকে কিন্তু দর্শক আলাদা একটা জায়গায় রেখেছেন। শরীফুল রাজের সঙ্গেও করছেন, সেটাও অভিনয়নির্ভর দারুণ একটা গল্প। যত ওয়েব ফিল্ম রাফী বানিয়েছেন, বেশির ভাগই অভিনয়নির্ভর কাজ এবং গল্পগুলোও দুর্দান্ত। শেষে করেছেন শাকিব খানকে নিয়ে *তুফান*। শাকিব ভাইকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ থাকার কারণে আমি দেখেছি, *তুফান*-এর শুটিংয়ের সময় কতটা আন্তরিক হয়ে তিনি কাজটি করতেন। আমার মাথায় এসব ছিল। আমিও যে চরিত্র পেয়েছি, সেটাতে নায়কোচিত ভাব থেকে বের হয়ে চরিত্র হয়ে উঠতে হবে, এটা ভাবতে হয়েছে।’

‘রাহাত’ চরিত্রে প্রস্তাব পাওয়ার পর থেকে ঢাকার একটি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে নিয়মিত যেতেন মামনুন ইমন। চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলতেন। মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের আচার-আচরণ সামনে থেকে পর্যবেক্ষণ করতেন। সেসব গল্পই শোনান ইমন, ‘চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের আচরণ বোঝার চেষ্টা করেছি। তাঁরা সেখানে কী করেন, কেমন তাঁদের আচরণ। আবার যখন ড্রাগস নেওয়া বন্ধ করে দেন, তখন অবস্থা কেমন হয়, তা-ও বোঝার চেষ্টা করেছি। প্রথম ওয়েব ফিল্ম, চেষ্টার কমতি রাখিনি। চরিত্রটিকে নিজের ভেতর ধারণ করতে ছয় থেকে সাত দিন লেগেছে। এ-ও ভেবেছি যে সৎভাবে যদি কাজটা করি, মানুষ বুঝবে, ইমনের অভিনয়ের প্রতি যে আগ্রহ, তা শুধু মুখে মুখে নয়। বলতে পারেন, আমি চরিত্রটায় ডুবে ছিলাম। শো শেষে সবাই যখন বলছিলেন, “ভালো লেগেছে, অন্য ইমনকে দেখেছি,” তখন মনে হয়েছে যে পরিশ্রম সার্থক। আরেকজনের কথাও না বললেই নয়, তিনি রাফী। তিনিও আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। আমরা সার্বক্ষণিক গল্প নিয়ে কথা বলতাম। কখনো ফোনে, কখনো রাফীর অফিসে চলে যেতাম।’

হাতে আছে যত কাজ

আগামী সপ্তাহে নতুন একটি ছবির কাজ শুরু করতে যাচ্ছেন ইমন। *ময়নার চর* নামের এই ছবির পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান। দুটি ছবির শুটিংও শেষ করা আছে। *কানামাছি* ও *নুলিয়াছড়ির সোনার পাহাড়* নামের ছবি দুটির ডাবিংও শেষ। *অপারেশন জ্যাকপট* ছবির কাজ ৮০ শতাংশ শেষ হয়েছে বলে জানান ইমন। তিনি বলেন, ‘সিনেমা নিয়ে স্বপ্নের শেষ নেই। ভালো গল্পের কাজ দিয়ে দর্শকের মনে জায়গা করতে চাই। *মায়ার* ট্রেলার দেখে কয়েকজন পরিচালক যোগাযোগ করেছেন।’

অভিনয় পেশার বাইরে একটি প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন ইমন। অভিনয়ের বাইরে যেটুকু সময় পান, এই প্রতিষ্ঠানকে দেন। বলেন, ‘আমি যে প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালক, সেই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক শাকিব খান। তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা বড় ভাই-ছোট ভাইয়ের মতো। আগে দেখা হলে ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে কথা বলতাম, এখন দেশ-বিদেশের ব্যবসা নিয়েও আলাপ করি। গত বছর যুক্তরাষ্ট্রে গেলাম; লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে শাকিব ভাইয়ের নিউইয়র্কের বাসায় ছুটে গিয়েছিলাম। কয়েক দিন একসঙ্গে থেকেছি, আড্ডা দিয়েছি, ঘুরে বেড়িয়েছি। তাঁর সঙ্গে থেকে কাজ করছি, এটা সত্যিই অন্য রকম অনুভূতি।’

মামনুন ইমন। ছবি : প্রথম আলো

টিকিট নিয়ে লঙ্কাকাণ্ড

কোল্ডপ্লের কনসার্ট

বিনোদন ডেস্ক

যে টিকিটের মূল্য আড়াই হাজার থেকে ৩৫ হাজার রুপি, সেই টিকিট কালোবাজারিতে ৯ লাখ রুপিতেও বিক্রি হচ্ছে। আগামী জানুয়ারিতে মুম্বাইয়ে ‘মিউজিক অব দ্য স্পেয়ারস’ ট্যুরে গাইবে ব্রিটিশ রক ব্যান্ড কোল্ডপ্লে।

সিএনএন লিখেছে, আট বছর পর ভারতে গাইতে আসছে কোল্ডপ্লে। আগামী ১৮, ১৯ ও ২১ জানুয়ারি মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে গাইবে ব্যান্ডটি।

কোল্ডপ্লে শুনতে মুখিয়ে আছেন ভারতীয় ভক্তরা। টিকিট বিক্রির দায়িত্বে রয়েছে অনলাইন টিকেটিং প্ল্যাটফর্ম বুকমাইশো। ২২ সেপ্টেম্বর স্থানীয় সময় দুপুর ১২টায় টিকিট বিক্রি শুরু করে প্ল্যাটফর্মটি। কয়েক মিনিটের ব্যবধানেই টিকিট ফুরিয়ে গেছে।

মোট ১ লাখ ৮০ হাজার টিকিট ছাড়া হয়েছে। তবে বুকমাইশোতে টিকিট কাটতে ঢুঁ মেরেছিলেন এক কোটিরও বেশি ভক্ত। টিকিটপ্রত্যাশীদের চাপে প্ল্যাটফর্মটির ওয়েবসাইট ও অ্যাপ ক্র্যাশ করে।

এর মধ্যে অল্পসংখ্যক টিকিট পেলেও বেশির ভাগকেই খালি হাতে ফিরতে হয়েছে। অনেকে অভিযোগ করেছেন, বুকমাইশোতে পাওয়া না গেলেও কালোবাজারে চড়া দামে টিকিট বিক্রি হচ্ছে। এর পেছনে বুকমাইশোরও হাত রয়েছে।

সমালোচনার মুখে গত সোমবার বুকমাইশোর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আশীষ হেমজারানিকে তলব করেছিল মুম্বাই পুলিশ। তবে কালোবাজারিতে টিকিট বিক্রির অভিযোগ অস্বীকার করেছে বুকমাইশো।

‘ভারতের আইনে কালোবাজারে টিকিট বিক্রি করা দণ্ডনীয় অপরাধ। বুকমাইশো সব সময়ই এর বিরুদ্ধে রয়েছে,’ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

কোল্ডপ্লে। রয়টার্স ফাইল ছবি

বুসানে বাংলাদেশের দুই ছবি

বুসান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

বিনোদন প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বুসান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের পর্দা উঠছে আজ বুধবার। এবারের আসরে আলাদা দুটি বিভাগে অংশ নিচ্ছে বাংলাদেশের দুটি সিনেমা। একটি মাকসুদ হোসাইনের *সাবা* ও অন্যটি ইকবাল হোসাইন চৌধুরীর সিনেমা প্রকল্প *ঢাকার নাগিন*।

উৎসবের ‘আ উইন্ডো অব এশিয়ান সিনেমা’ শাখায় *সাবা* সিনেমার এশিয়ান প্রিমিয়ার হবে। প্রিমিয়ারে অংশ নিচ্ছেন *সাবার* পরিচালক মাকসুদ হোসাইন ও অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরী। পরিচালক জানান, ‘উৎসবের মূল প্রতিযোগিতা নিউ কারেন্টস বিভাগে আমাদের সিনেমাটি নির্বাচিত হয়েছিল। একই সময়ে টরন্টো উৎসবে মনোনয়ন পায় *সাবা*। আমাদের প্রথম পছন্দ ছিল টরন্টো।’ পরে তাঁরা বুসান থেকে সিনেমাটি উঠিয়ে নেন। টরন্টো উৎসবের ডিসকভারি প্রোগ্রামে *সাবার* আন্তর্জাতিক প্রিমিয়ার হয়। পরে বুসান কর্তৃপক্ষ সিনেমাটিকে ‘আ উইন্ডো অব এশিয়ান সিনেমা’ শাখায় প্রদর্শনীর সুযোগ দেয়। মাকসুদ বলেন, ‘তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। আশা করছি, টরন্টোর মতো বুসানেও আমাদের সিনেমাটি গ্রহণ করবেন দর্শক।’

অন্যদিকে উৎসবের গুরুত্বপূর্ণ অংশ বুসান ফিল্ম বাজারের ‘এশিয়ান প্রজেক্ট মার্কেটে’ নির্বাচিত হয়েছে ইকবাল হোসাইন চৌধুরীর পরবর্তী সিনেমা প্রজেক্ট *ঢাকার নাগিন*। তিনি ফিল্ম বাজারে আগত বিশ্বের বড় বড় প্রযোজকের কাছে তুলে ধরবেন সিনেমাটির অর্থায়ন, নির্মাণ, বণ্টনসহ নানা পরিকল্পনা। মনোনীত হলে মিলে যেতে পারে সিনেমা নির্মাণের জন্য প্রযোজকসহ যাবতীয় সুযোগ। তরুণদের শুরুর দিকের সিনেমা নির্মাণে অনেকটাই ভরসার জায়গা এই ফিল্ম বাজার।

ইকবাল হোসাইন বলেন, ‘আশা করছি, ফিল্ম বাজার থেকে আমরা ভালো সাড়া পাব। যদিও এটি অনেক কঠিন। দেখা যাক নতুন কী অভিজ্ঞতা হয়।’ সিনেমা বাজারে এবার বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ৩০টি সিনেমা নির্বাচিত হয়েছে। পরিচালক জানান, সিনেমার প্রযোজক তুহিন তমিজুলসহ আগামীকাল বৃহস্পতিবার উৎসবে অংশ নিতে বুসানে যাবেন। তমিজুল ইকবাল হোসাইন চৌধুরীর প্রথম ছবি *বলীর* চিত্রগ্রাহক।

বাংলাদেশের তিনটি সিনেমা গত বুসান চলচ্চিত্র উৎসবের মূল দুটি প্রতিযোগিতা বিভাগে অংশ নিয়েছিল। প্রথমবারের মতো সেবার নিউ কারেন্টস বিভাগে একসঙ্গে ইকবালের *বলী* ও বিপ্লব সরকারের *আগন্তুক* নামের দুটি সিনেমা প্রতিযোগিতা করে। এ ছাড়া কিম জিসোক শাখায় প্রতিযোগিতা করে মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর সিনেমা *সামথিং লাইক অ্যান অটোবায়োগ্রাফি*। নিউ কারেন্টস বিভাগের সেরা পুরস্কার জেতে *বলী*।

বুসান চলচ্চিত্র উৎসবের বিভিন্ন বিভাগে এ বছর ৬৩টি দেশের ২৭৯টি সিনেমা প্রদর্শিত হবে। উৎসবে এবারই প্রথম স্ট্রিমিং সার্ভিসের কোনো সিনেমাকে উদ্বোধনী সিনেমা হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। পার্ক চ্যান-উক প্রযোজিত *আপরাইজিং* নামের সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন কিম সাং-মান। উৎসবের শেষ দিন সিনেমাটি নেটফ্লিক্সে মুক্তি পাবে। উৎসবে নিউ কারেন্টস বিভাগের জুরি চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন প্রখ্যাত ইরানি পরিচালক মোহাম্মদ রাসুলফ। ১১ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে উৎসব। প্রজেক্ট মার্কেটের আসর বসবে ৫ থেকে ৮ অক্টোবর।

“আমি পারফরম্যান্সের সঙ্গে আবেগ মেশাতে চাই না। পাকিস্তানে জেতার পরও করিনি, এখানে হারার পরও করতে চাইব না।

চন্ডিকা হাথুরুসিংহে
ভারতের কাছে টেস্ট সিরিজ হার নিয়ে খেলোয়াড়দের **বে**শি চাপের মুখে ফেলতে চান না বাংলাদেশের কোচ

স্কোরকার্ড

বাংলাদেশ ২য় ইনিংস : ১১ ওভারে ২৬/২
(সাদমান ৭, মুমিনুল ০*; অশ্বিন ২/১৪)*
* ৪র্থ দিন শেষে

	রান	বল	৪	৬
সাদমান ক জয়সোয়াল ব আকাশ	৫০	১০১	১০	০
জাকির এলবিডব্লু ব অশ্বিন	১০	১৫	১	০
হাসান ব অশ্বিন	৪	৯	১	০
মুমিনুল ক রাহুল ব অশ্বিন	২	৮	০	০
নাজমুল ব জাদেজা	১৯	৩৭	২	০
মুশফিক ব বুমরা	৩৭	৬৩	৭	০
লিটন ক পন্ত ব জাদেজা	১	৮	০	০
সাকিব ক ও ব জাদেজা	০	২	০	০
মিরাজ ক পন্ত ব বুমরা	৯	১৭	১	০
তাইজুল এলবিডব্লু ব বুমরা	০	১৩	০	০
খালেদ অপরাজিত	৫	১১	১	০
অতিরিক্ত (বা ১, লেবা ৫, ও ১, নো ২)	৯			

মোট (৪৭ ওভারে অলআউট) **১৪৬**
উইকেট পতন : ৩-৩৬ (মুমিনুল, ১৩.৩ ওভার), ৪-৯১ (নাজমুল, ২৭.২), ৫-৯৩ (সাদমান, ২৮.৪), ৬-৯৪ (লিটন, ২৯.৬), ৭-৯৪ (সাকিব, ৩১.২), ৮-১১৮ (মিরাজ, ৩৬.৩), ৯-১৩০ (তাইজুল, ৪০.৪), ১০-১৪৬ (মুশফিক, ৪৬.৬)।
বোলিং : বুমরা ১০-৫-১৭-৩, অশ্বিন ১৫-৩-৫০-৩, আকাশ ৮-৩-২০-১ (নো ১), সিরাজ ৪-০-১৯-০ (নো ১), জাদেজা ১০-২-৩৪-৩ (ও ১)।

ভারত ২য় ইনিংস

	রান	বল	৪	৬
রোহিত ক হাসান ব মিরাজ	৮	৭	১	০
জয়সোয়াল ক সাকিব ব তাইজুল	৫১	৪৫	৮	১
গিল এলবিডব্লু ব মিরাজ	৬	১০	১	০
কোহলি অপরাজিত	২৯	৩৭	৪	০
পন্ত অপরাজিত	৪	৫	১	০
অতিরিক্ত	০			

মোট (১৭.২ ওভারে, ৩ উইকেটে) **৯৮**
উইকেট পতন : ১-১৮ (রোহিত, ২.১ ওভার), ২-৩৪ (গিল, ৪.৫), ৩-৯২ (জয়সোয়াল, ১৫.৬)।
বোলিং : মিরাজ ৯-০-৪৪-২, সাকিব ৩-০-১৮-০, তাইজুল ৫.২-০-৩৬-১।
ফল : ভারত ৭ উইকেটে জয়ী।
ম্যান অব দ্য ম্যাচ : যশস্বী জয়সোয়াল।
ম্যান অব দ্য সিরিজ : রবিচন্দ্রন অশ্বিন।
সিরিজ : ভারত ২-০ ব্যবধানে জয়ী।

১৮-০ ঘরের মাঠে টানা ১৮তম টেস্ট সিরিজ জিতল ভারত। রেকর্ডটা ২০১৯ সাল থেকেই ভারতের।

ঘরের মাঠে টানা টেস্ট সিরিজ জয়

সিরিজ	দল	সময়
১৮*	ভারত	২০১৩-২০২৪
১০	অস্ট্রেলিয়া	১৯৯৪-২০০১
১০	অস্ট্রেলিয়া	২০০৪-২০০৮
৮	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	১৯৭৬-১৯৮৬
৮	নিউজিল্যান্ড	২০১৭-২০২১

ছোট পর্দায় আজ

১ম ওয়ানডে *ক্রিকেট আয়ারল্যান্ড ইউটিউব*
আয়ারল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা বিকেল ৫-৩০ মি.

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ *রাত ১০-৪৫ মি.*
জিরোনা-ফেইনুর্ড সনি স্পোর্টস টেন ৫
শাখতার-আতালান্তা সনি স্পোর্টস টেন ২

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ *রাত ১টা*
লিল-রিয়াল মাদ্রিদ সনি স্পোর্টস টেন ১
লিভারপুল-বোলোনিয়া সনি স্পোর্টস টেন ৫
অ্যাস্টন ভিলা-বায়ার্ন মিউনিখ সনি স্পোর্টস টেন ২

উয়েফা কনফারেন্স লিগ *সনি স্পোর্টস টেন ৫*
ইস্তাম্বুল-র‍্যাপিড ভিয়েনা রাত ৮-৩০ মি.

টেনিস *সনি স্পোর্টস টেন ৫*
সাংহাই মাস্টার্স সকাল ১০-৩০ মি.

ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগ *স্টার স্পোর্টস ২*
গায়ানা-সেন্ট লুসিয়া আগামীকাল ভোর ৫টা

বিদেশের মাটিতে সাকিব আল হাসানের বিদায়ী টেস্ট, সম্ভবত তাঁর ক্যারিয়ারেরও। তা জেনেই বিরাট কোহলি ম্যাচ শেষে সাকিবকে খুঁজে বের করে উপহার দেন তাঁর নিজের একটি ব্যাট। এ সময় সাকিবের কাঁধে হাত রেখে কিছুক্ষণ কথাও বলেন কোহলি। গতকাল কানপুরে। ছবি : সংগৃহীত

সাকিবের শেষ, নাকি শেষের শুরু

বিদায়ী আবহ

কানপুরের গ্রিন পার্কে সাকিব আল হাসানকে ঘিরে তৈরি হলো বিদায়ের আবহ। তবে এই টেস্টই তাঁর শেষ টেস্ট কি না, সে প্রশ্ন রয়েই গেছে।

মোহাম্মদ জুবাইর, *কানপুর থেকে*

টেস্টের আনুষ্ঠানিকতা তখন প্রায় শেষ। ভারতীয় দলের ক্রিকেটাররা ট্রফি নিয়ে উদ্‌যাপন করলেন, ছবি তুললেন। বাংলাদেশ দলের খেলোয়াড়েরা তার কিছুক্ষণ আগেই ফিরে গেছেন ড্রেসিংরুমে। একটু পর আবার ড্রেসিংরুম থেকে বেরিয়ে এলেন সাকিব আল হাসান। তাঁর অপেক্ষায় ড্রেসিংরুমের সামনে সম্মাননা স্মারক ও ফুলের তোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল বাংলাদেশ থেকে সিরিজ কাভার করতে আসা সাংবাদিকদের ছোট্ট একটা দল। বিদায়বেলার আবহের মধ্যেই সাকিবের হাতে তুলে দেওয়া হলো সেসব। শেষ পর্যন্ত ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজটা খেলতে না পারলে গ্রিন পার্কের এই ছোট্ট আয়োজনটাও হয়ে যেতে পারে সাকিবের বিদায়ী সংবর্ধনা। সেটা না হলে বিদায়ের শুরু তো বটেই।

ম্যাচ শেষে মিনিট পাঁচেকের জন্য পাওয়া সাকিবের মধ্যে ভাবলেশহীন একজনকেই খুঁজে পাওয়া গেছে। ‘বেস্ট উইশেস টু লিজেন্ডারি সাকিব আল হাসান’ লেখা স্মারক উপহার দেওয়া আর ছবি তোলার পর্ব শেষে সাকিবকে ফুলের তোড়া দেওয়ার তোড়জোড় শুরু হলো। নির্লিপ্ত দাঁড়িয়ে থাকা সাকিব এবার বলে উঠলেন, ‘ওহ, ফুলও দিবেন? দেন!’

তিনি সাকিব বলেই তাঁর কাছে চাওয়ার শেষ নেই। ওইটুকু আনুষ্ঠানিকতা শেষে সাকিবকে কিছু প্রশ্নও করতে চেয়েছিলেন সাংবাদিকেরা। কিন্তু সাকিব কথা বলতে রাজি হলেন না। ‘কিচ্ছু বলব না’ বলে আবারও কয়েকজন সাংবাদিকের ছবি আর অটোগ্রাফের আবদার মিটিয়ে হারিয়ে গেলেন ড্রেসিংরুমের কাচের দেয়ালের ওপারে।

সাংবাদিকদের স্মারক উপহার পাওয়ার আগে ভারতের তারকা ক্রিকেটার বিরাট কোহলির কাছ থেকে ব্যাট উপহার পেয়েছেন সাকিব। কানপুর টেস্টের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান শুরুর আগেই কোহলি ড্রেসিংরুম থেকে নিজের ব্যাট নিয়ে বেরিয়ে আসেন দুই দলের ক্রিকেটারদের জটলায়। বাংলাদেশ দলের ক্রিকেটারদের মধ্য থেকে সাকিবকে খুঁজে বের করে তাঁকে অবাক করে হাতে ধরিয়ে দিলেন ‘এমআরএফ’ ব্যাট। উপহার হাতে পেয়ে হাসলেন সাকিব, তবে যেন একটু অবাকই হলেন। তাঁর কাঁধে হাত রেখে কিছুক্ষণ কথাও বললেন কোহলি।

স্টেডিয়ামে তখন সোনালি রোদ। সেই রোদে ঝলমল করতে থাকা দুই দেশের দুই ক্রিকেট মহাতারকার ছবিটা মুহূর্তেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। সেই ছবিতেও যেন বাজছে সাকিবের বিদায়ের সুর। তবে একটা প্রশ্নের সমাধান কিন্তু এখনো হয়নি। কানপুরেই কি শেষ টেস্ট খেলে ফেললেন সাকিব? নাকি সেটা খেলবেন প্রিয় মিরপুর স্টেডিয়ামে? আরও একবার উইকেট নিয়ে ‘লাস্ট ড্যান্স’-এর সুযোগ কি পাবেন সাকিব? মিরপুরে সাকিবের শেষ টেস্ট খেলা প্রসঙ্গে বিসিবি সভাপতি ফারুক আহমেদ ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার বক্তব্যের পর এই প্রশ্নটা থেকেই যাচ্ছে।

সে প্রশ্নের উত্তরের খোঁজে একটু পরেই সংবাদ সম্মেলনকক্ষে পাওয়া বাংলাদেশ দলের প্রধান কোচ চন্ডিকা হাথুরুসিংহের কাছে জানতে চাওয়া হয় ক্রিকেটার সাকিবের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। ঘরের মাঠের দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে সাকিবকে পাওয়া যাবে কি না, এমন প্রশ্নে হাথুরুসিংহে বলেছেন, ‘এটাই সাকিবের শেষ টেস্ট ম্যাচ কি না, এ ব্যাপারে আমি কিছু জানি না। আমি যতটুকু জানি, সে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজটা খেলছে।’

সাকিব না থাকলে দলের পরিকল্পনা কেমন হবে, কে হবেন তাঁর বিকল্প, হাথুরুসিংহে? হাথুরুসিংহে বলেছেন, ‘আমি মনে করি, সাকিব না থাকলে কী হবে, সে ভাবনা তো সব সময়ই আছে, বিশেষ করে সে এখন তার ক্যারিয়ারের শেষ অধ্যায়ে আছে।’ তবে সাকিব যে হুট করে অবসরের ঘোষণা দিয়ে দিলেন, তাতে নাকি অবাকই হয়েছেন দলের সবাই, ‘দক্ষিণ আফ্রিকাকে সাকিব তার শেষ সিরিজ বলায় আমরা সবাই অবাক হয়েছি। আর আপনি তো হুবহু সাকিবের মতো বিকল্প খুঁজে পাবেন না।’

টি-টোয়েন্টি থেকেও অবসরের ঘোষণা দিয়ে রাখায় ভারতের বিপক্ষে তিন ম্যাচের সিরিজটা খেলছেন না সাকিব। ভারত থেকে গতকালই ধরেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লাইট। শেষ টেস্ট খেলতে দেশে ফিরবেন তো—পেছনে এই প্রশ্ন রেখেই তিনি উড়ে গেলেন পরিবারের কাছে। একটু কি ভুল বলা হলো? সাকিব তো দেশে ফিরতেই চান!

অশ্বিন ও জয়সোয়ালের কীর্তি

১১
টেস্টে ১১তম বারের মতো ম্যান অব দ্য সিরিজ জয়ে শ্রীলঙ্কার মুত্তিয়া মুরালিধরনের রেকর্ড ছুঁয়েছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। মুরালি খেলেছেন ৫৬টি সিরিজ, অশ্বিন সেটি ছুঁলেন ৩৫ সিরিজেই।

৭.৩৬
কানপুর টেস্টে ভারতের প্রতি ওভারে রান। টেস্ট ইতিহাসে যা কোনো ম্যাচে সর্বোচ্চ। আগের সর্বোচ্চ ৬.৮০, ২০০৫ সালে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে যা করেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা।

১২৮.১২
ম্যাচে যশস্বী জয়সোয়ালের স্ট্রাইক রেট। টেস্টে দুই ইনিংসেই ফিফটি করা ব্যাটসম্যানদের মধ্যে যেটি তৃতীয় সর্বোচ্চ। সর্বোচ্চ ১৩৭.৭ পাকিস্তানের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার ডেভিড ওয়ার্নারের।

৯
প্রথম ভারতীয় ও সব দেশ মিলিয়ে নবম ব্যাটসম্যান হিসেবে টেস্টের দুই ইনিংসেই ১০০-এর বেশি স্ট্রাইক রেটে ৫০ ছাড়ানো ইনিংস খেললেন জয়সোয়াল।

৩১২
কানপুর টেস্টে ভারতের খেলা বল। এর চেয়ে কম বল খেলে টেস্ট জিতেছে মাত্র তিনটি দল। রেকর্ডটা ইংল্যান্ডের, ১৯৩৫ সালে ব্রিজটাউনে ২৭৬ বল ব্যাট করেই ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারায় ইংলিশরা। এ বছরের জানুয়ারিতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ভারত হারিয়েছিল দুই ইনিংসে ২৮১ বল খেলে।

খেলোয়াড়দের কাউন্সিলর করার দাবি

সার্চ কমিটির সঙ্গে মতবিনিময়

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ক্রীড়াঙ্গনে সংস্কারের জন্য গঠিত সার্চ কমিটি ফেডারেশনগুলোর সঙ্গে মতবিনিময় শুরু করেছে। গতকাল প্রথম দিনে কমিটি বসেছে হকি, বিলিয়ার্ড অ্যান্ড স্নুকার ও দাবা ফেডারেশনের সঙ্গে। টানা তিন দিনে নয়টি ফেডারেশনের সঙ্গে মতবিনিময় করবে কমিটি। আজ অ্যাথলেটিকস, স্কোয়াশ ও কাবাডি এবং আগামীকাল টেনিস, ফেন্সিং ও ব্রিজ ফেডারেশনের সঙ্গে মতবিনিময়।

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি) ভবনে আয়োজিত মতবিনিময়ে এনএসসি থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয় সংশ্লিষ্ট ফেডারেশনের দুজন করে কর্মকর্তা, একজন কোচ বা বিশেষজ্ঞ, চারজন করে বর্তমান জাতীয় দলের খেলোয়াড়, চারজন করে সাবেক কর্মকর্তা ও সাবেক চারজন খেলোয়াড়কে। সাবেকদের কমপক্ষে প্রিমিয়ার ডিভিশনে খেলার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এ ছাড়া দুজন করে কোচ/রেফারি/আম্পায়ার ও প্রবীণ তিন সংগঠককেও আমন্ত্রণ জানানো হয়।

হকির মতবিনিময়ে সাবেক খেলোয়াড় মামুন উর রশিদ জানিয়েছেন, হকির উন্নয়নে সম্ভাব্য পদক্ষেপ কী হতে পারে, সে নিয়েই মূলত পরামর্শ চাওয়া হয়েছে। ফেডারেশনের গঠনতন্ত্রে কেমন সংস্কার দরকার, নির্বাচনে কারা কাউন্সিলর হবেন, কাউন্সিলর হতে হলে কী ধরনের যোগ্যতা থাকতে হবে, সেই পরামর্শও চাওয়া হয়েছে।

মতবিনিময় শেষে মামুন প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমি বলেছি, ঘরোয়া হকি অনেক কমে গেছে। খেলাটা বাড়াতে হবে। সেটা গঠনতন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং ফেডারেশনকে বাস্তবায়ন করতে হবে।’ হকি এখন অনেকটাই জাতীয় দলভিত্তিক হয়ে গেছে বলে তাঁর পরামর্শ, হকিতে সব খেলোয়াড়ের জন্য কার্যক্রম থাকতে হবে। তাঁর আরেকটা পরামর্শ, ‘সাব-কমিটিগুলো সাধারণ সম্পাদক নিজের হাতে রাখেন, ইচ্ছেমতো চালান। এই ধারা চলতে পারে না। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সাব-কমিটিগুলো সক্রিয় করতে হবে।’

বর্তমান গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কোনো জেলা চার বছরের মধ্যে দুবার যুব বা জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে খেললেই হকি ফেডারেশনের নির্বাচনে কাউন্সিলর হতে পারে। এই জায়গায়ও পরিবর্তনের দাবি তুলেছেন মামুন, ‘সংশ্লিষ্ট জেলা লিগ আয়োজন করলে তবেই তাদের কাউন্সিলরশিপ দেওয়া যেতে পারে, এমন প্রস্তাব এসেছে। সাবেক জাতীয় খেলোয়াড়দের জন্য কাউন্সিলরশিপের কোটা থাকা উচিত বলেও মত দিয়েছি আমরা।’

রাসেল মাহমুদ জিমিসহ বর্তমান জাতীয় দলের পাঁচজন খেলোয়াড়ও ছিলেন অনুষ্ঠানে। জিমি হকি খেলোয়াড়দের মাসিক বেতনের আওতায় আনার দাবি করেছেন। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ‘বাহিনীতে যারা খেলে, তারা মাসিক বেতন পায়। কিন্তু বাহিনীর বাইরের খেলোয়াড়েরা কিছুই পায় না। তাই হকি খেলোয়াড়দের বেতনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছি।’

সম্প্রতি হকি ফেডারেশন প্রিমিয়ার লিগের শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে খেলোয়াড়-কোচ-কর্মকর্তা মিলিয়ে ৪১ জনকে নানা মেয়াদে শাস্তি দিয়েছে। শাস্তি পেয়েছেন জিমিও। তবে এই শাস্তি তিনি মানেন না। এ ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন তিনি।

দাবা ফেডারেশনের সঙ্গে মতবিনিময়ে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দুই গ্র্যান্ডমাস্টার রিফাত বিন সাত্তার ও এনামুল হোসেন রাজীব। তাঁদের দাবি, ফেডারেশনের নির্বাচনে দাবাড়ুদের কাউন্সিলর করতে হবে। দাবার কমিটিতে সাবেকদের অন্তর্ভুক্ত করার নানা প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন দাবা ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ শাহাবুদ্দিন শামীম।

গতকালের সভায় ছিলেন না সার্চ কমিটির আহ্বায়ক জোবায়দুর রহমান। ওদিকে কমিটি থেকে অব্যাহতি দেওয়া মহিউদ্দিন আহমেদের জায়গায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বিকেএসপির মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. মুনীরুল ইসলামকে।

কোন পথে ক্রীড়াঙ্গন | **পর্ব-৪**

নির্বাচনের নামে আসলে যা হয়েছে

আওয়ামী লীগের টানা ১৫ বছরের শাসনামলে ক্রীড়াঙ্গনে চলেছে দেদার দলীয়করণ। সেই অধ্যায়ের সমাপ্তি টানতে সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। সংস্কারের রূপরেখা পাওয়া যাবে কিছুদিনের মধ্যেই। তার আগে বিগত দিনে ক্রীড়াঙ্গনের হালচাল নিয়ে এই ধারাবাহিক। আজ শেষ পর্ব।

মাসুদ আলম, *ঢাকা*

স্বাধীনতার পর ক্রীড়া ফেডারেশন গঠিত হওয়ার সময় সরকার-মনোনীত সংগঠকেরাই ফেডারেশন পরিচালনা করতেন। তবে তখন অনেক নিবেদিতপ্রাণ সংগঠক ছিলেন, যাঁরা ‘ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর মতো’ কাজ করতেন। ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকারে এলে তৎকালীন ক্রীড়ামন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের সময়ে ১৯৯৮ সালে প্রথম নির্বাচন হয় ক্রীড়াঙ্গনে। প্রথম নির্বাচনটা হয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থায়। সে সময় রিটার্নিং অফিসার ছিলেন এনএসসি সচিব ও পরে অ্যাথলেটিকস ফেডারেশনের সভাপতি এ এস এম আলী কবীর। ২০২২ সালের জুনে মৃত্যুর আগে তিনি *প্রথম আলো*কে বলেছিলেন, ‘ক্রীড়াঙ্গনে নির্বাচন আয়োজনের উদ্দেশ্য ছিল মহৎ। এটি পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে, বলা যাবে না। তবে কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি থাকায় নির্বাচনটা অর্থবহ হচ্ছে না।’

অর্থবহ না হলেও নির্বাচনের মাধ্যমে ফেডারেশনগুলোর কমিটি হয়ে আসছে। যদিও কোনো কোনো ফেডারেশনে দীর্ঘদিন নির্বাচন হয়নি। যেমন ২০০৮ সালের পর ১৬ বছর ধরে ভারোত্তোলন ফেডারেশনে আর নির্বাচন হয়নি। মহিলা ক্রীড়া সংস্থায় সর্বশেষ নির্বাচন হয়েছে ২০১২ সালে। এনএসসির আইন অনুযায়ী, একটি ক্রীড়া ফেডারেশনের নির্বাহী কমিটির মেয়াদ চার বছর। কিন্তু চার বছর পর সময়মতো নির্বাচন হয়নি অনেক ফেডারেশন বা সংস্থায়। মহিলা ক্রীড়া সংস্থায়ও হয়নি, সেখানে অ্যাডহক কমিটি করা হয় ২০১৭ সালের ১ মার্চ। এ-সংক্রান্ত জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের প্রজ্ঞাপনে লেখা ছিল, যত দ্রুত সম্ভব নির্বাচন সম্পন্ন করবে অ্যাডহক কমিটি। কিন্তু সাড়ে সাত বছর পার হলেও সংস্থার তৎকালীন সভানেত্রী ও হুইপ মাহবুব আরা গিনি নির্বাচনের ব্যাপারে সক্রিয় উদ্যোগ নেননি বলে অভিযোগ আছে। অ্যাডহক কমিটির সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছিল ষাটের দশকের ক্রীড়াবিদ হামিদা বেগমকে। তিনি ২০২২ সালের মার্চ মাসে মারা গেছেন।

ক্রীড়া ফেডারেশনে নির্বাচন হয়েছে খুব কম ফেডারেশনেই। যা-ও হয়েছে, সমঝোতার কমিটি বানিয়ে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে তা জমা দেওয়া হয়েছে। তাতে পদ ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়েছে। এনএসসির তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে নির্বাচিত কমিটি আছে ২৯টি ফেডারেশনে। বাকি ২৬টিতে সরকার-মনোনীত অ্যাডহক কমিটি।

পেশিশক্তির জয়

যেসব ফেডারেশনে গত ১৫ বছরে নির্বাচন হয়েছে, তার দু-একটি বাদে বাকিগুলোয় জাতীয় নির্বাচনের মতো সাজানো নাটকই হয়েছে বেশি। কোনো কোনোটি দেখেছে অর্থ আর ক্ষমতার আস্ফালন। যেমন গত বছর জুলাইয়ে বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের নির্বাচনে একজন সাধারণ সম্পাদক প্রার্থীকে দাঁড়াতেই দেওয়া হয়নি। ক্যাসিনো সাঈদ নামে পরিচিতি পেয়ে যাওয়া মমিনুল হক বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন সাধারণ সম্পাদক পদে। এই পদে হকির দীর্ঘদিনের ও পরীক্ষিত সংগঠক সাজেদ এ আদেল প্রার্থী হতে পারেন আভাস পেয়েই নানা ছলাকলায় মমিনুল হক সাজেদের দুটি ক্লাবেরই কাউন্সিলরশিপ বাতিল করে দেন।

ঢাকার প্রথম বিভাগ হকি লিগে সাজেদ আদেলের দুটি ক্লাব। দুটিরই সভাপতি তিনি। নির্বাচনের জন্য হকি ইউনাইটেডের কাউন্সিলর হিসেবে নিজের নাম পাঠান আদেল। কম্বাইন্ড স্পোর্টিংয়ের কাউন্সিলর হিসেবে পাঠান জহিরুল ইসলামের নাম। কিন্তু নাম দুটি গ্রহণ করেনি হকি ফেডারেশন। না করার যুক্তি, এই দুটি ক্লাব থেকে কাউন্সিলর হিসেবে অন্য নাম জমা পড়েছে। এ নিয়ে এনএসসি গঠিত নির্বাচন কমিশনে গিয়ে কোনো ফল না পেয়ে শেষ পর্যন্ত আদালতে যান সাজেদ ও জহিরুল। ফল অবশ্যই তাঁর পক্ষে যায়নি।

মমিনুল হক নিজের পছন্দের কমিটি পাস করিয়ে নেন অনায়াসে। আর সেই কমিটিতে হকির সঙ্গে সম্পর্কহীন ঢাকা সিটি করপোরেশনের দুজন কাউন্সিলরকে জায়গা দেন মমিনুল। যাঁদের জোর করে ক্লাব থেকে কাউন্সিলর করে আনা হয় বলে অভিযোগ আছে। হকির অনেক চেনা মুখকে বাদ দিয়ে কমিটিতে ঢোকান নারায়ণগঞ্জের আওয়ামী লীগ নেতা শামীম ওসমানের গানম্যান ও সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশির এপিএসকে। তার আগে ২০১৮ সালে হকি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক পদে মমিনুল হক টাকার জোরে হারিয়ে দেন বাংলাদেশের হকির কিংবদন্তি আবদুস সাদেকের মতো প্রার্থীকে। ক্রীড়াঙ্গনে নির্বাচনে টাকা কত বড় প্রভাবক, এটা তার বড় প্রমাণ হয়ে আছে।

বিনা ভোটে পাসের হিড়িক

‘ক্রীড়া ফেডারেশনে নামেই নির্বাচন’ শিরোনামে ২০১৭ সালের ৮ নভেম্বর *প্রথম আলোয়* একটি বিশেষ প্রতিবেদন ছাপা হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল, ক্রীড়াঙ্গনে নির্বাচনী উত্তাপ বলে কিছু নেই। একের পর এক বিনা ভোটে কমিটি হচ্ছে। ২০১৬-এর ডিসেম্বর থেকে ২০১৯ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ১০টি ক্রীড়া ফেডারেশনের নির্বাচনে ৯টিতেই কোনো ভোট হয়নি। একক পরিষদ জমা দিয়ে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়ে যায় শুটিং, সাঁতার, ব্যাডমিন্টন, জিমন্যাস্টিকস, হ্যান্ডবল, ভলিবল, আর্চারি, রোলার স্কেটিং ফেডারেশনের কমিটি।

২০১৬-এর ডিসেম্বর থেকে ২০১৯ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ১০টি ক্রীড়া ফেডারেশনের নির্বাচনে ৯টিতেই কোনো ভোট হয়নি। একক পরিষদ জমা দিয়ে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়ে যায় শুটিং, সাঁতার, ব্যাডমিন্টন, জিমন্যাস্টিকস, হ্যান্ডবল, ভলিবল, আর্চারি, রোলার স্কেটিং ফেডারেশনের কমিটি।

ফুটবল-ক্রিকেটে নির্বাচন হয় ফিফা ও আইসিসির নিয়মে। কিন্তু সেখানেও ক্ষমতাসীনদের প্রভাব থাকে। নানাভাবে নির্বাচন প্রভাবিত করার অভিযোগ আছে। যার কিছু ওপেন সিক্রেট। ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি পদে নাজমুল হাসানের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীই থাকত না। কাজী সালাউদ্দিন ভোটাভুটিতে পাস করলেও ভোট নিয়ে থেকেছে নানা প্রশ্ন। ফুটবল-ক্রিকেটের নির্বাচন মানে টাকার খেলা। এটা ক্রীড়াঙ্গনে সবার মুখেই মুখেই শোনা যায়।

আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির নিয়ম অনুযায়ী অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতিকে ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে আসতে হয়। বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হিসেবে অলিখিতভাবে সেনাপ্রধানকে রাজনৈতিক সরকারগুলো মনোনয়ন দিয়ে আসছিল এত দিন। এই পদে কখনো নির্বাচন হয়নি। কারণ, সেনাবাহিনী প্রধান ছাড়া আর কেউ প্রার্থীই হন না।

ফোরামের দাপট

১৯৯৬ সালে জেলা ও বিভাগীয় ক্রীড়া সংগঠক পরিষদ বা ফোরাম প্রতিষ্ঠা করেন বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রয়াত মহাসচিব জাফর ইমাম। এই ফোরামই ক্রীড়াঙ্গনে অনেক ফেডারেশনের নির্বাচনে প্রভাবক হয়ে ওঠে। অনেকে এটিকে ক্রীড়াঙ্গনের বিষফোড়া বলেন। সাবেক ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় কামরুন নাহার ডানার ভাষায়, ‘অনেককে বলতে শুনি, জাফর ইমাম ভাই মরে গেছেন, ক্রীড়াঙ্গনকে মাইরাও গেছেন।’

নির্বাচন কীভাবে ফোরামের হাতে জিম্মি, তার একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ধরা যাক, একটা ক্রীড়া ফেডারেশনে ভোট ৬০টি, যার মধ্যে জেলার প্রায় ৩৫টি। ঢাকার ক্লাব বা অন্যান্য মিলিয়ে ২৫টি। ফলে ফোরাম যা চায়, তাই হয়। এ সুযোগে অনেক অযোগ্য লোকও ঢুকে পড়ে ক্রীড়া ফেডারেশনে। ফোরামের প্রভাব ও ক্ষমতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে জেলার কোনো সংগঠককে এনে জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। জেলার কর্মকর্তা ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক হতে পারবেন না, এমন নয়। তবে বেশির ভাগ সময়ই খেলাটার সঙ্গে ওই কর্মকর্তার তেমন যোগ ছিল না। যে কারণে ফেডারেশনের কার্যক্রমের মতো খেলাটাও কোনো গতি পায়নি।

একই ব্যক্তি জেলা ক্রীড়া সংস্থা, বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা ও জাতীয় ফেডারেশনে কেন থাকবেন, এটাও একটা বড় প্রশ্ন। অথচ নিয়মিতই হয়ে এসেছে এমন। বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক হয়ে যান পটুয়াখালী জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেন। বিএনপি আমলে এই পদে ছিলেন ফেনী জেলা ক্রীড়া সংস্থার তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিন বুলবুল। যাঁকে ক্রীড়াঙ্গন সংস্কারের জন্য সার্চ কমিটির সদস্য করে পরে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

কখনো কখনো ফোরামের বিরুদ্ধে কাউকে পাস করিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে টাকা নেওয়ার অভিযোগও উঠেছে। জাতীয় নির্বাচনের আগের রাতেই ব্যালট বাক্স ভরার অভিযোগ থাকলেও ক্রীড়াঙ্গনে দু-একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে ব্যালট পেপার ছাপানোরই দরকার হয় না। ভোটাভুটিই তো নেই। অথচ নামেই ক্রীড়াঙ্গনে নির্বাচিত কমিটি!

ব্যাডমিন্টনের সাবেক জাতীয় চ্যাম্পিয়ন ও ক্রীড়া সংগঠক কামরুন নাহার ডানা তাই নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কার চেয়ে বলেছেন, ‘আগে এনএসসি ভালো ভালো লোকদের নিয়ে অ্যাডহক কমিটি করত। কিন্তু আমরা মনে করলাম, ক্রীড়াঙ্গনে গণতন্ত্র দরকার। তাই নির্বাচন চাইলাম। কিন্তু জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের গঠনতন্ত্রের সুযোগ নিয়ে খেলার সঙ্গে সম্পর্কহীন সুযোগসন্ধানীরা ক্রীড়াঙ্গনে ঢুকে যায়। ফলে পরীক্ষিত, এবং ক্রীড়া উন্নয়নে আন্তরিক ব্যক্তিরা হারিয়ে যায়। এখন আমূল বদল দরকার গঠনতন্ত্রে। এমন কিছু করতে হবে, যাতে যোগ্য ব্যক্তিরা ক্রীড়াঙ্গনে আসতে পারেন।’

‘আইডিএলসি-প্রথম আলো এসএমই পুরস্কার-২০২৩’ অনুষ্ঠানে পুরস্কার ও সম্মানজনক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত উদ্যোক্তাদের সঙ্গে জুরিবোর্ডের সদস্যরা, আইডিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম জামাল উদ্দিন ও *প্রথম আলো* সম্পাদক মতিউর রহমানের সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকারের অর্থ, বাণিজ্য এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ। গতকাল বিকেলে রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে। ছবি : প্রথম আলো

পাঁচ প্রতিষ্ঠানের ৬ উদ্যোক্তা পেলেন এসএমই পুরস্কার

আইডিএলসি-প্রথম আলো

তৃতীয়বারের মতো এ আয়োজনে দুই উদ্যোক্তা পেয়েছেন সম্মানজনক স্বীকৃতি।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

আইডিএলসি-প্রথম আলো এসএমই পুরস্কার-২০২৩ জিতেছেন পাঁচ প্রতিষ্ঠানের ছয়জন উদ্যোক্তা। কৃষি, প্রযুক্তি, উৎপাদন, রপ্তানি শিল্প ও নারী উদ্যোক্তা—এই পাঁচ শ্রেণিতে পুরস্কার পেয়েছেন তাঁরা। এ ছাড়া দুজন উদ্যোক্তা পেয়েছেন সম্মানজনক স্বীকৃতি।

রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে এক অনুষ্ঠানে বিজয়ী উদ্যোক্তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থ, বাণিজ্য এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ। আরও উপস্থিত ছিলেন আইডিএলসি ফাইন্যান্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) এম জামাল উদ্দিন এবং *প্রথম আলো* সম্পাদক মতিউর রহমান।

অনুষ্ঠানে জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে নিহতদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। জুরি সদস্যদের পাশাপাশি পুরস্কারপ্রাপ্ত উদ্যোক্তাদের স্বজন, বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতা এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সঞ্চালনা করেন *প্রথম আলোর* ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন, যুব কার্যক্রম ও ইভেন্টের প্রধান সমন্বয়কারী মুনির হাসান।

উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়ন কৌশলে গলদ আছে। বেশ আগে থেকেই প্রবৃদ্ধি দেখানো হচ্ছে। সেই প্রবৃদ্ধির সুফল সব পর্যায়ের মানুষ পাচ্ছে কি না, তা নিয়ে কাজ হয়নি। বাংলাদেশে সবার জন্য সমান সুযোগ হয়নি। অন্তর্বর্তী সরকার সেটি মেরামতের চেষ্টা করবে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) নিয়ে এই উপদেষ্টা বলেন, দুঃখজনকভাবে বাংলাদেশে এসএমই খাতের অবদান কম। নীতিগত সমস্যাও আছে। বড় উদ্যোক্তারা সব সময় বেশি পান। কারণ, তাঁদের লবি (তদবির) বড়। এসএমই উদ্যোক্তাদের অর্থায়নের সমস্যা তুলে ধরে তিনি বলেন, বড় উদ্যোক্তারা বেশি ঋণ পান। তাঁরা খেলাপিও বেশি হন। অন্যদিকে ছোটরা খেলাপি হন কম। তারপরও ছোটদের ঋণ দিতে ব্যাংকগুলোর উৎসাহ কম।

ফিলিপাইনের এক প্রত্যন্ত এলাকার নারী উদ্যোক্তার গল্প বলেন সালেহউদ্দিন আহমেদ। অনেক দিন আগে সেখানে ভ্রমণে গিয়ে এই উদ্যোক্তার সঙ্গে কথা হয় তাঁর। বললেন, ‘নারী উদ্যোক্তা আমাকে বললেন, বিকেলের ফ্লাইটে তিনি সিঙ্গাপুরে গিয়ে পণ্য প্রদর্শন করবেন। ফিলিপাইনের এক প্রত্যন্ত এলাকার নারী যদি অন্য দেশে গিয়ে নিজের পণ্যের বিপণন করেন, তাহলে আমাদের উদ্যোক্তারা পারবেন না কেন।’ এ জন্য রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার পাশাপাশি গুণগত মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদন ও টেকসই ব্যবস্থাপনায় নজর দিতে উদ্যোক্তাদের পরামর্শ দেন তিনি।

সাধারণের মধ্যে থেকেও যাঁরা অসাধারণ, এমন এসএমই উদ্যোক্তাদের সম্মানিত করতে ২০২১ সালে এ পুরস্কার প্রবর্তন করে আইডিএলসি ফাইন্যান্স ও *প্রথম আলো*। চলতি বছরের জন্য গত ১২ মার্চ ভার্চ্যুয়াল মাধ্যমে আইডিএলসি-প্রথম আলো এসএমই পুরস্কার-২০২৩-এর কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়। তারপর অনলাইন ও সরাসরি এসএমই উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে ২০ মে পর্যন্ত আবেদন নেওয়া হয়। এ সময়ে মোট ১ হাজার ৫৭৬টি আবেদন জমা পড়ে। এরপর জুরিবোর্ড কয়েক দফা যাচাই-বাছাই করে পাঁচটি প্রতিষ্ঠানকে বিজয়ী হিসেবে চূড়ান্ত করে। এ ছাড়া দুটি প্রতিষ্ঠানকে সম্মানজনক স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

এ বছর কৃষিতে স্কাইফ্লোরা লিমিটেডের এমডি সাজিদ খান, প্রযুক্তিতে এ আর কমিউনিকেশনসের প্রতিষ্ঠাতা এম আসিফ রহমান, উৎপাদনশিল্পে সেইফ ট্রেডিং করপোরেশনের (সতেজ) স্বত্বাধিকারী মো. মোস্তফা কামাল, রপ্তানি শিল্পে অপরাজেয় লিমিটেডের এমডি কাজী মো. মনির হোসেন ও চেয়ারম্যান মুনিয়া জামান এবং নারী উদ্যোক্তা শ্রেণিতে রেড বিউটি স্টুডিও অ্যান্ড সেলুন এবং উজ্জ্বলা লিমিটেডের স্বত্বাধিকারী ও এমডি আফরোজা পারভীন পুরস্কার পেয়েছেন।

ইনোভেশন গ্যারেজের এমডি এ এস এম আশিকুর রহমান এবং কাঁকন রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং ওয়ার্কশপের এমডি মো. মাহমুদুন্নবী বিপ্লব সম্মানজনক স্বীকৃতি পেয়েছেন।

স্বাগত বক্তব্যে আইডিএলসি ফাইন্যান্সের এমডি ও সিইও এম জামাল উদ্দিন বলেন, ১৯৮৬ সালে আইডিএলসির যাত্রা শুরু হলেও ২০০৬ সালে এসএমই উদ্যোক্তাদের ঋণ দেওয়া শুরু হয়। তখন মাসে এসএমই উদ্যোক্তাদের ঋণ দেওয়া হতো ১০ কোটি টাকা। বর্তমানে সেটি বেড়ে ৪০০ কোটি টাকা হয়েছে। তিনি বলেন, ‘দেশের জিডিপিতে এসএমই খাতের অবদান ২৫ শতাংশ। তবে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এসএমই খাতের অবদান প্রায় ৫০ শতাংশ। তার মানে আমরা এখনো পিছিয়ে আছি। এসএমই খাতকে এগিয়ে নিতেই এই পুরস্কার দেওয়ার উদ্যোগ।’

এবার জুরিবোর্ডের সভাপতি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের (আইবিএ) অধ্যাপক মেলিতা মেহজাবিন। সদস্যরা হলেন এসএমই ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক ফারজানা খান, বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতির সভাপতি আবদুর রাজ্জাক, ক্রিয়েশনের এমডি মো. রাশেদুল করিম ও মাস্টার র‍্যাকস অ্যান্ড ফার্নিচারের এমডি আল-মামুন।

মেলিতা মেহজাবিন বলেন, ‘আমরা নিরপেক্ষ পর্যালোচনার মাধ্যমে সেরা উদ্যোক্তাদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি। এসএমই উদ্যোক্তাদের উন্নয়নের উদ্যোগ নিতে হবে। অর্থায়ন ও ব্যবসার মডেল দিয়ে তাঁদের সহায়তা করা প্রয়োজন। সব মিলিয়ে এসএমই খাতে একটি ইকো-সিস্টেম গড়ে তুলতে হবে।’

সমাপনী বক্তব্যে বিজয়ীদের অভিনন্দন জানিয়ে *প্রথম আলো* সম্পাদক মতিউর রহমান বলেন, ‘আগামী নভেম্বরে *প্রথম আলো* ২৬ বছর পূর্ণ করবে। এই ২৬ বছরের মধ্যে অনেক সময় ভয় ও চাপের মধ্যে আমাদের চলতে হয়েছে। আমরা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছি। তবে আমরা সব সময় বাংলাদেশের জয় দেখতে চাই। *প্রথম আলো* বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফলদের স্বীকৃতি ও সম্মান জানায়। ভবিষ্যতেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে।’

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় শিল্পগোষ্ঠী প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের চেয়ারম্যান আহসান খান চৌধুরী, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজির (আইইউবিটি) উপাচার্য অধ্যাপক আবদুর রব প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে আইডিএলসি ফাইন্যান্সের এসএমই থিমসং ‘ভোরের সূর্য তাকে বলো’-এর ওপর নৃত্য পরিবেশন করেন ইভান শাহরিয়ারের পরিচালনায় সোহাগ ড্যান্স ট্রুপ। ‘ও আলোর পথযাত্রী’, ‘মুক্তির মন্দির সোপানতলে’ ও ‘ধনধান্য পুষ্পভরা’—এই তিন গানের একটি সংগীতালেখ্য পরিবেশন করে শর্মিলী বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় নৃত্যনন্দন।

বিএনপির শাহাদাতকে চট্টগ্রাম সিটির মেয়র ঘোষণা আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদক, *চট্টগ্রাম*

শাহাদাত হোসেন

তিন বছর আগে অনুষ্ঠিত চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন (চসিক) নির্বাচনে বিএনপির মেয়র প্রার্থী শাহাদাত হোসেনকে জয়ী ঘোষণা করেছেন আদালত। আগামী ১০ দিনের মধ্যে এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারির জন্যও আদালত সরকারকে নির্দেশ দেন।

গতকাল মঙ্গলবার চট্টগ্রাম প্রথম যুগ্ম জেলা জজ ও নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের বিচারক খাইরুল আমিন এ রায় দেন। বাদীর আইনজীবী মফিজুল হক ভূঁইয়া *প্রথম আলোকে* বলেন, ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচনে কারচুপির প্রমাণ পেয়েছেন আদালত। এ জন্য বিএনপির প্রার্থী শাহাদাত হোসেনকে চসিকের মেয়র ঘোষণা করেছেন। আগামী ১০ দিনের মধ্যে এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারির আদেশও দিয়েছেন।

ছাত্র-জনতার বিক্ষোভে গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর তৎকালীন সিটি করপোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী আর কার্যালয়ে আসেননি। ১৯ আগস্ট মেয়রকে অপসারণ করে চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার মো. তোফায়েল ইসলামকে প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে সরকার। এরপর আদালত থেকে গতকাল নতুন নির্দেশনা এল।

এদিকে রায় ঘোষণার পর বিএনপির নেতা-কর্মীরা আদালত প্রাঙ্গণে জড়ো হন। তাঁরা নানা স্লোগান দিয়ে শাহাদাত হোসেনকে মেয়র হিসেবে স্বাগত জানান। ২০২১ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগে ৯ জনকে বিবাদী করে মামলাটি করেছিলেন নির্বাচনে বিএনপির মেয়র পদপ্রার্থী নগর বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক শাহাদাত হোসেন।

মামলার নয়জন বিবাদী হলেন আওয়ামী লীগের মেয়র পদপ্রার্থী এম রেজাউল করিম চৌধুরী, প্রধান নির্বাচন কমিশনার, নির্বাচন কমিশনের সচিব, চট্টগ্রাম আঞ্চলিক নির্বাচনী কর্মকর্তা, সিটি নির্বাচনের রিটার্নিং কর্মকর্তা, মেয়র প্রার্থী আবুল মনসুর, এম এ মতিন, খোকন চৌধুরী, ওয়াহেদ মুরাদ ও জান্নাতুল ইসলাম।

মামলায় অভিযোগ করা হয়, নির্বাচনী ফলাফল তথা ইভিএমের প্রিন্ট করা (ছাপা) কপি দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। কিন্তু তা দেওয়া হয়নি। হাতে লেখা ফলাফল দেওয়া হয়। এতে বোঝা যায়, নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে। বিবাদীরা পরস্পরের যোগসাজশের মাধ্যমে বিএনপির মেয়র প্রার্থীকে হারিয়ে দিয়েছেন। ভোটের দিন ভোটকেন্দ্রে ভোটারের উপস্থিতি না থাকলেও আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয়ী দেখানো হয়েছে।

২০২১ সালের ২৭ জানুয়ারি চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী এম রেজাউল করিম চৌধুরী ৩ লাখ ৬৯ হাজার ২৪৮ ভোট পেয়ে মেয়র নির্বাচিত হন। তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির শাহাদাত হোসেন ৫২ হাজার ৪৮৯ ভোট পান।

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচনে ভোটার ছিলেন ১৯ লাখ ৩৮ হাজার ৭০৬ জন। নির্বাচনে ভোট পড়ে মাত্র ২২ দশমিক ৫২ শতাংশ। ভোটের দিন হামলা, গোলাগুলি, প্রাণহানি ও ক্ষমতাসীনদের শক্তি প্রদর্শনের ঘটনা ঘটে। ভোট শেষে বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হয়, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনে কোনো ভোটই হয়নি।

রায় ঘোষণার পর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বিএনপির মেয়র প্রার্থী শাহাদাত হোসেন আদালত প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের বলেন, এ রায়ে চট্টগ্রামসহ দেশের ১৮ কোটি মানুষ খুশি হয়েছেন। যাঁরা আওয়ামী দুঃশাসনের আমলে ভোট দিতে পারেননি, এ রায়ে তাঁদেরও জয় হয়েছে।

নীতিমালা জারি

উপদেষ্টাদেরও আয় ও সম্পদ বিবরণী জমা দিতে হবে

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা এবং সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদেরও আয় ও সম্পদ বিবরণী জমা দিতে হবে। তাঁদের স্ত্রী বা স্বামীর পৃথক আয় থাকলে তার বিবরণীও জমা দিতে হবে।

এ জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গতকাল মঙ্গলবার ‘অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা এবং সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের আয় ও সম্পদ বিবরণী প্রকাশের নীতিমালা, ২০২৪’ জারি করেছে।

নীতিমালায় বলা হয়েছে, অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা এবং সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি, যাঁরা সরকার অথবা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত আছেন, তাঁরা প্রতিবছর আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়ার সর্বশেষ তারিখের পরবর্তী ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টার কাছে তাঁদের আয় ও সম্পদ বিবরণী জমা দেবেন। তাঁদের স্ত্রী বা স্বামীর পৃথক আয় থাকলে, সেটির বিবরণীও প্রধান উপদেষ্টার কাছে একই সঙ্গে জমা দিতে হবে।

কীভাবে এই বিবরণী দিতে হবে, তার একটি ছক ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। এই ছক অনুযায়ী ১০ ধরনের তথ্য দিতে হবে উপদেষ্টাদের। যেমন আয়কর রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয়, কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয়, দান গ্রহণ বা অন্যান্য প্রাপ্তি, বিগত আয়বর্ষের শেষ তারিখের নিট সম্পদ, জীবনযাপন-সংশ্লিষ্ট ব্যয়, ব্যক্তিগত দায়গুলো (ব্যবসায়বহির্ভূত), দেশে ও দেশের বাইরে অবস্থিত মোট সম্পদ ইত্যাদি।

এর আগে দেশের সব সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীকে (আইন অনুযায়ী সবাই কর্মচারী) প্রতিবছর ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পদ বিবরণী দাখিল করার নির্দেশনার কথা জানিয়েছিল অন্তর্বর্তী সরকার। এ বছর ৩০ নভেম্বরের মধ্যে তা দাখিল করতে হবে। নির্ধারিত ছকে (ফরম) নিজ নিজ মন্ত্রণালয় বা দপ্তরে সম্পদ বিবরণী জমা দিতে হবে। এটি সব কর্মচারীর জন্য বাধ্যতামূলক।

সারা দেশে ১৫ লাখের মতো সরকারি কর্মচারী আছেন। সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ (পরে ২০০২ সালে সংশোধিত) অনুযায়ী সব সরকারি কর্মচারীর জন্য সম্পদ বিবরণী দাখিল করা আবশ্যক। বিদ্যমান নিয়মে, প্রত্যেক সরকারি কর্মচারীকে চাকরিতে প্রবেশের সময় স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির ঘোষণা দিতে হয়। এরপর পাঁচ বছর অন্তর সম্পদের হ্রাস-বৃদ্ধির বিবরণী নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সরকারের কাছে জমা দেওয়ার নিয়ম। দুর্নীতি রোধ ও চাকরিজীবীদের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে আচরণ বিধিমালায় এমন নিয়ম থাকলেও কাগজের এ নিয়ম মানা হতো না বললেই চলে। এর আগে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে একাধিকবার চিঠি দিলেও কোনো অগ্রগতি হয়নি। এখন অন্তর্বর্তী সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সব সরকারি কর্মচারীকে প্রতিবছর সম্পদ বিবরণী দাখিল করতে হবে।

পাচার হওয়া অর্থ উদ্ধারে বিদেশে ৭১ চিঠি দুদকের

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বাংলাদেশ থেকে পাচার হওয়া অর্থ উদ্ধারসহ আইনগত সহায়তা চেয়ে বিশ্বের ১২টি দেশে ৭১টি মিউচুয়াল লিগ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স রিকোয়েস্ট (এমএলএআর) পাঠিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এর মধ্যে ২৭টির জবাব পাওয়া গেছে। গতকাল মঙ্গলবার দুদকের মহাপরিচালক (প্রতিরোধ) মো. আক্তার হোসেন সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের একটি প্রতিনিধিদল গতকাল দুদক কার্যালয়ে আসে। দলটি সংস্থাটির কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করে। পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন আক্তার হোসেন। তিনি বলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশে পাচার হওয়া অর্থ উদ্ধারে প্রতিনিধিদলটির কাছে সহযোগিতা চাওয়া হয়। তারা সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে।

বাংলাদেশের জন্য সাইটিসের লাল কার্ড

পাখিমেলায় প্রদর্শিত হয়েছিল চ্যানেল-বিলড ট্যুকান। ছবি : সামিউল মোহসানিন

অবৈধ পাখি-বাণিজ্যের ফাঁদ

মুনতাসীর আকাশ, *সহকারী অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

২০২০ সালে একদিন কিছু নথি ই-মেইলে এসে পৌঁছাল। বাংলাদেশ কাস্টমসে কর্মরত পাখি পর্যবেক্ষক এক বন্ধুর পাঠানো নথিগুলো দেখে চোখ কপালে ওঠার জোগাড়। বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দিয়ে বাংলাদেশে ঢোকা শত শত বিদেশি পাখির চালানপত্র সেসব নথিতে।

বলিভিয়ার ম্যাকাও, দক্ষিণ আফ্রিকার সারস, নিউজিল্যান্ডের কাকাতুয়া, আর্জেন্টিনার ট্যুকান, ব্রাজিলের এমু—কী নেই সেখানে! সে এক দীর্ঘ তালিকা। কৌতূহলী হয়ে আমরা দুই বন্ধু এই পাখিদের বিষয়ে আন্তর্জাতিক আইন কী বলে, তার খোঁজ করি। দেখা যায়, অধিকাংশ পাখি কেনাবেচা আন্তর্জাতিক আইনে নিষিদ্ধ। সেই থেকে বনের পাখির খোঁজের পাশাপাশি এসব বিদেশি পাখির বিষয়েও খবর রাখা শুরু করি।

গত তিন-চার বছরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেশি-বিদেশি পাখি কেনাবেচার অস্বাভাবিক বিস্তার যে কারও চোখে পড়ার মতো। একসময় দেখি, একেবারে বুনো পরিবেশ থেকে ধরে আনা পাখিও বাংলাদেশের পোষা পাখির বাজারে ঢুকছে। বাংলাদেশে বন বিভাগের ২০২২ সালের অভিযানে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ধরা পড়া ২৭টি হুতোম প্যাঁচা আর ইগল সে রকমই একটি উদাহরণ, ধরেছিল মালি থেকে। জুলাই মাসে যখন সাইটিস এই অনিয়ন্ত্রিত পোষা পাখি বাণিজ্য রোধে বাংলাদেশের সদস্যপদ স্থগিত করল, অবাক হইনি। এটিই ভবিতব্য ছিল।

সাইটিস (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) হচ্ছে একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি, যা বন্য প্রাণী ও উদ্ভিদের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করে, যাতে করে বুনো পরিবেশে ওদের অস্তিত্ব হুমকির মুখে না পড়ে। বাংলাদেশ এই চুক্তিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সদস্য। সাইটিসে বন্য প্রজাতিগুলোকে তিন ধরনের তালিকায় ভাগ করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট একভুক্ত প্রজাতিগুলো বৈশ্বিকভাবে বিলুপ্তির মুখে আছে, এদের ক্রয়-বিক্রয় কেবল সাইটিস অনুমোদন করে। পরিশিষ্ট দুই ভুক্ত প্রজাতিগুলোর বাণিজ্যও নিয়ন্ত্রিত। তা না হলে তারা বুনো পরিবেশ থেকে দ্রুতই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। পরিশিষ্ট তিনে থাকা প্রজাতিগুলোকে টিকিয়ে রাখতে এদের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রয়োজন।

সাইটিস প্রথমে ২০২৩ সালের নভেম্বরে বাংলাদেশকে এ বিষয়ে সতর্ক করে চিঠি দেয়। ‘পোষা পাখি পালনের নীতিমালা ২০২০’ আধুনিকায়নসহ চারটি প্রধান বিষয়ে সুপারিশ করে। এর মধ্যে আরও ছিল পোষা প্রাণী বাণিজ্যে নজরদারি ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ডিজিটাল তথ্যভান্ডার তৈরি করা। এ বাজার নিয়ে গবেষণা ও সমীক্ষা করার আর্জি ছিল। অথচ এ বিষয়ে আজ পর্যন্ত মাত্র দুটি আন্তর্জাতিক গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে।

সেই একই বছর আমার আরেক পাখি গবেষক বন্ধু মোহাম্মদপুরের এক পোষা পাখির মেলা থেকে কিছু ছবি পাঠান। রীতিমতো উৎসব করে নানা ধরনের অদ্ভুতদর্শন পাখি প্রদর্শিত হচ্ছে। ছবিতে প্রথমেই দেখতে পেলাম এক জোড়া লম্বাঠুঁটি ট্যুকান, তারপর নীল-সোনালি ম্যাকাও—এরা সাইটিস পরিশিষ্ট এক ও দুইভুক্ত পাখি।

একই বছর অত্যন্ত হৃদয়বিদারক একটি অভিযানে বাংলাদেশ বন বিভাগ তিনটি লিয়ারের ম্যাকাও হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে উদ্ধার করে, টিয়া পাখির এই বড় জাত ভাইয়েরা শুধু আমাজনে থাকে আর কয়েক শই মাত্র টিকে আছে। ছোট কাঠের বাক্সে ঠাসাঠাসি করে আরও নানা পাখির মধ্যে মিশিয়ে এদের আনা হচ্ছিল।

২০২৩-এর এক গভীর রাতে বাংলাদেশ বন বিভাগের এক বন্ধু যোগাযোগ করলেন। বন্ধুটি হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এক অভিযানে ছিলেন। একটি চালানে বাণিজ্য নিষিদ্ধ সবুজ-পাখা ম্যাকাও আছে, এমনটা ছিল তাঁর সন্দেহ। ছবি দেখে আমিও একমত হলাম। কিন্তু আমদানিকারকের কাগজপত্র বলছে, সেগুলো খামারে উৎপাদিত ম্যাকাও। বন্ধুটির মতামত, ছোট বাক্সে এসব চালান থেকে নিষিদ্ধ পাখি চিহ্নিত করা কষ্টসাধ্য। এসব চালান আসে প্রায় মাঝরাতে আর খুব দ্রুতই খালাস করা হয়। আমার কাস্টমসের বন্ধুটিও একই মতামত দেন। তাঁদের ধারণা অমূলক নয়। সাইটিস তথ্যভান্ডার বলছে, ২০২০ থেকে ২০২৩-এর মধ্যে হাজারটির বেশি সবুজ-পাখা ম্যাকাও বাংলাদেশে ঢুকেছে। এসবের ফলাফল এই আন্তর্জাতিক স্থগিতাদেশ।

সম্প্রতি বাংলাদেশ পোষা পাখিপালকদের বাধ্যতামূলক লাইসেন্স গ্রহণ, পোষা পাখিদের চিহ্নিতকরণ রিং পরানো, ব্যক্তিমালিকানাধীন পোষা পাখির সর্বোচ্চ সংখ্যা নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কাঁটাবন পোষা প্রাণীর বাজারে অবৈধ কার্যক্রম রোধে ব্যবস্থা নিচ্ছে। কিছু পাখি খামারের লাইসেন্স বাতিল করেছে। তবে আরও কিছু করার আছে।

বাংলাদেশে পোষা প্রাণীর বাজার ক্রমেই বাড়ছে, এটি বিবেচনা করতে হবে। পাখির পাশাপাশি সাপ, ব্যাঙ, বিচ্ছু, মাকড়সা, কোরাল নানা কিছু বাংলাদেশে ঢোকে। ফেসবুক-ইউটিউবে সেসবের বিক্রি-প্রদর্শনী হামেশাই হয়। দেশের বন্য প্রাণীও বাইরে যাচ্ছে। গত তিন বছরে অন্তত ছয়টি কালো ভালুকের বাচ্চা পাচারকালে উদ্ধার হয়েছে। কয়েকটি ছিল একেবারে দুধের বাচ্চা। আবার কিছু ধরা পড়েছে সীমানা পেরিয়ে ভারতীয় কাস্টমসে।

মানুষকে বোঝাতে হবে। অবৈধ পোষা প্রাণী সহজে চেনার ব্যবস্থা নিতে হবে। সামগ্রিক উদ্যোগই কেবল এই সমস্যার সমাধান করতে পারে।

আগুনে চার সন্তানসহ দম্পতির মৃত্যু

ধর্মপাশায় আশ্রয়ণের ঘর

প্রতিনিধি, *ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ*

সুনামগঞ্জের ধর্মপাশায় সরকারি আশ্রয়ণ প্রকল্পের একটি ঘরে আগুন লেগে একই পরিবারের ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে। গত সোমবার মধ্যরাতে উপজেলার জয়শ্রী ইউনিয়নের সীমের খাল গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে সাতটার দিকে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় এবং ছয়জনের লাশ উদ্ধার করে। মৃত ব্যক্তিরা হলেন এমারুল মিয়া (৪৫), তাঁর স্ত্রী পলি আক্তার (৩৫), এই দম্পতির ছেলে পলাশ মিয়া (১০), ফরহাদ মিয়া (৮), ওমর ফারুক (৩) ও মেয়ে ফাতেমা আক্তার (৫)।

পুলিশ জানায়, রাত ১২টার দিকে সেখানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। তবে কীভাবে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত, তা কেউ জানাতে পারেনি। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ইঞ্জিনচালিত নৌকা নিয়ে মাছ ধরতেন এমারুল মিয়া। তিনি সোমবার বিকেলে উপজেলার জয়শ্রী বাজার থেকে ১০ লিটার ডিজেল কিনেছিলেন।

একই পরিবারের ছয়জনের মৃত্যুতে স্বজনদের আহাজারি। গতকাল ধর্মপাশার সীমের খাল গ্রামে। ছবি : সালেহ আহমদ

ঘটনা শুনে ছুটে এসেছেন নিহত পলি আক্তারের মা মরিয়ম বিবি। বিলাপ করতে করতে তিনি বলছিলেন, ‘আমার মাইয়া ও মাইয়ার জামাই, চারইডা নাতি-নাতনি আগুনে পুইড়া মরতে অইল? অহন ভিডায় বাত্তি জ্বালানির মতন আর কেউ রইল না।’

উপজেলা প্রশাসন, থানা-পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার জয়শ্রী ইউনিয়নের সীমের খাল গ্রামে সরকারি অর্থায়নে ২০২১ সালে গৃহহীন ও ভূমিহীনদের জন্য ৩৪টি টিনের ছাউনিসহ আধপাকা ঘর নির্মাণ করা হয়। এখানে ৩৪টি পরিবারের বসবাস। সোমবার রাতে হাওরে মাছ ধরে বাড়ি ফেরার পথে সীমের খাল গ্রামের জেলে সাইফুল ইসলাম (৫০) আশ্রয়ণ প্রকল্পে এমারুল মিয়ার বসতঘরে আগুন দেখতে পান। সাইফুলের চিৎকার শুনে এলাকার লোকজন এগিয়ে আসেন। তাঁরা আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। তখন এমারুল মিয়ার বসতঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। রাত দুইটার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ততক্ষণে সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে যায়। খবর পেয়ে গতকাল সকালে উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

ধর্মপাশা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এনামুল হক বলেন, ‘একই পরিবারের ছয়জনের অগ্নিদগ্ধ মরদেহ উদ্ধার করেছি। লাশ চেনার উপায় নেই। মৃত্যুর সঠিক কারণ নির্ণয়ের জন্য লাশ সুনামগঞ্জ জেলা আধুনিক সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।’

নিহত এমারুল মিয়ার প্রতিবেশী জেলে বাবুল মিয়া (৪৫) বলেন, ‘এমারুল মিয়া হাওরে মাছ ধইরা পরিবার চালায়। পরিবারে ঝগড়া-বিবাদ আছিল না, হেরার ঋণও আছিল না।’

ডেঙ্গুতে ৩ জনের মৃত্যু, হাসপাতালে ভর্তি ১১৪৪

ডেঙ্গু পরিস্থিতি

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ২৪ ঘণ্টায় তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, শেষ ২৪ ঘণ্টায় (সোমবার সকাল আটটা থেকে গতকাল সকাল আটটা পর্যন্ত) ডেঙ্গু নিয়ে ১ হাজার ১৪৪ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এ সময় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে উত্তর সিটিতে দুজন ও দক্ষিণ সিটিতে একজন রোগী মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, শেষ ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু নিয়ে সর্বোচ্চ ২৫৩ রোগী ঢাকা উত্তর সিটির বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এরপর ঢাকা বিভাগের হাসপাতালগুলোয় ভর্তি হয়েছেন ২৫২ জন। দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ১৮৮, চট্টগ্রাম বিভাগে ১৪৪, বরিশাল বিভাগে ৯৯, খুলনা বিভাগে ৮১, রাজশাহী বিভাগে ৩৩ ও ময়মনসিংহ বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতালে ডেঙ্গু নিয়ে ৩৫ জন ভর্তি হয়েছেন।

বাংলাদেশের ইতিহাসে ডেঙ্গুতে সর্বোচ্চ সংক্রমণ ও মৃত্যু হয় গত বছর। এ সময় ৩ লাখ ২১ হাজার ১৭৯ মানুষ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। আর মৃত্যু হয় ১ হাজার ৭০৫ জনের। গত বছর ডেঙ্গুতে সবচেয়ে বেশি, ৩৯৬ জনের মৃত্যু হয়েছিল সেপ্টেম্বরে। ওই সময় ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন ৭৯ হাজার ৫৯৮ জন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে, চলতি বছর এ পর্যন্ত ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৩২ হাজার ৮২ জন। আর এ বছর এডিস মশাবাহিত রোগটিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১৬৬ জনের।

আজকের পত্রিকা এবং ইতিহাসের পাতা থেকে...

দৈনিক আপডেট

০১ অক্টোবর, ২০২৪
১৬ আশ্বিন, ১৪৩১
২৭ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৬

- আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস কবে?

  উত্তর: ১লা অক্টোবর।

- জিআই স্বীকৃতি পাওয়া মধুপুরের আনারস চাষের গোড়াপত্তন হয় কত সালে?

  উত্তর: ১৯৪২ সালে।

- রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য রাশিয়ার দেওয়া ঋণের পরিমাণ কত?

  উত্তর: ১,১৩৮ কোটি মার্কিন ডলার (প্রায় ৩৬ হাজার কোটি টাকা)

- বিশ্বের মোট উৎপাদিত ইলিশের কতভাগ এককভাবে বাংলাদেশে হয়?

  উত্তর: ৮৫ শতাংশ।

- নেপাল থেকে কী পরিমাণ বিদ্যুৎ আমদানি করবে বাংলাদেশ?

  উত্তর: ৪০ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ।

- গণপ্রজাতন্ত্রী চীন কবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে?

  উত্তর: ১৯৪৯ সালের ১লা অক্টোবর।

- ফকল্যান্ড দ্বীপ কোন মহাসাগরে অবস্থিত?

  উত্তর: আটলান্টিক মহাসাগরে।

- ২০২৩ সাল নাগাদ চীনের উৎপাদন শিল্পের মোট সংযোজিত মূল্য কত হয়েছে?

  উত্তর: ৩৩ ট্রিলিয়ন ইউয়ান। (প্রায় ৪.৭১ ট্রিলিয়ন ডলার)

১ অক্টোবর, ২০২৪

- জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ চালু হয়- ২০১৭ সালে।
- সৌদি আরবের সাথে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়- ১৯৭৫ সালে।
- সৌদি আরবে কর্মরত বাংলাদেশি শ্রমিকের সংখ্যা- প্রায় ৩০ লাখ।
- গণপ্রজাতন্ত্রী চীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৪৯ সালের ১ অক্টোবর।
- নেপাল থেকে বাংলাদেশে ৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির জন্য বাংলাদেশ, ভারত ও নেপালের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষর হবে- ৩ অক্টোবর।
- সুপারশপে পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার বন্ধ হচ্ছে- ১ অক্টোবর থেকে।
- ইসরায়েল লেবাননে বিমান হামলার পর শুরু করেছে- স্থল অভিযান।

আজকের
সংবাদপত্র থেকে MCQ

১. অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বাসভবন কোনটি?
ক. রূপসী বাংলা খ. বঙ্গভবন
গ. যমুনা ঘ. মেঘনা

২. মুসলিম জনসংখ্যার হিসেবে বিশ্বের সর্ববৃহৎ রাষ্ট্র কোনটি?
ক. বাংলাদেশ খ. পাকিস্তান
গ. নাইজেরিয়া ঘ. ইন্দোনেশিয়া

৩. বাণিজ্য সম্প্রসারণে 'বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ' (BRI)-এর উদ্যোক্তা কোন দেশ?
ক. যুক্তরাষ্ট্র খ. চীন
গ. রাশিয়া ঘ. ভারত

৪. চীনে এক দশকব্যাপী সাংস্কৃতিক বিপব কখন শুরু হয়েছিল?
ক. ১৯৪৯ সালে খ. ১৯৬৬ সালে
গ. ১৯১২ সালে ঘ. ১৯৯৭ সালে

৫. কাকে গণচীনের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়?
ক. মাও সে তুং খ. শি জিনপিং
গ. সান ইয়াৎ শেন ঘ. হো চি মিন

৬. 'বর্ণে-গন্ধে-ছন্দে-গীতিতে হৃদয়ে দিয়েছো দোলা' গানটির শিল্পী ও সুরকার কে?
ক. শচীন দেব বর্মন খ. কবির সুমন
গ. মীরা দেব বর্মন ঘ. মুহম্মদ রফি

৭. 'তিয়ানানমেন স্কয়ার' কোন দেশে অবস্থিত?
ক. মিশর খ. চীন
গ. আর্জেন্টিনা ঘ. লেবানন

৮. কফির ব্যবহার কোন দেশে প্রথম শুরু হয়েছিল?
ক. চীন খ. ইথিওপিয়া
গ. সৌদি আরব ঘ. ব্রাজিল

৯. 'নেসলে' কোন দেশভিত্তিক বহুজাতিক কোম্পানি?
ক. সুইজারল্যান্ড খ. যুক্তরাজ্য
গ. নিউজিল্যান্ড ঘ. জার্মানি

১০. বিশ্বের শীর্ষ কফি উৎপাদনকারী দেশ কোনটি?
ক. ভিয়েতনাম খ. কলম্বিয়া
গ. ইন্দোনেশিয়া ঘ. ব্রাজিল

সঠিক উত্তর:

১. গ	২. ঘ	৩. খ	৪. খ	৫. ক	৬. ক	৭. খ	৮. খ	৯. ক	১০. ঘ

আন্তর্জাতিক সংবাদ:

তারিখ: ০১ অক্টোবর, ২০২৪
রোজ: মঙ্গলবার

✍ সামরিক জোট ন্যাটোর নতুন প্রধান কে?

উত্তর: মার্ক রুট্টে।

[পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটোর নতুন প্রধান হলেন সাবেক ডাচ প্রধানমন্ত্রী মার্ক রুট্টে। ইউক্রেন যুদ্ধের সংকটময় মুহূর্তে ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সামনে রেখে মঙ্গলবার (১ অক্টোবর) এই সংস্থার দায়িত্ব নিলেন তিনি। ব্রাসেলসে অবস্থিত ন্যাটো কার্যালয়ে নরওয়ের জেনস স্টলটেনবার্গের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব বুঝে নিয়েছেন রুট্টে।] সূত্র- বাংলা ট্রিবিউন।

Image Ref.
BBC

✍ 'ক্রাথন' কী?

উত্তর: সুপার টাইফুন।

[তাইওয়ানের দিকে ধেয়ে আসছে সুপার টাইফুন ক্রাথন। এই সময়ে বাতাসের একটানা গতিবেগ হতে পারে ঘন্টায় ১৯৮ কিলোমিটার। ক্যাটাগরি-৩ এর সমতুল্য এই ঘূর্ণিঝড় ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ঝড়ো হাওয়াসহ ঘন্টায় ২৪৫ কিলোমিটার বেগে আঘাত হানতে পারে।] সূত্র- বাসস।

Image Ref.
Vorer Pata

✍ ২০২৪ সালে সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ চ্যাম্পিয়নশিপে শিরোপা জিতেছে কোন দেশ?

উত্তর: ভারত।

[ভুটানের রাজধানী থিম্পুর চ্যাংলিমিথান স্টেডিয়ামে ২০২৪ সালের সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ চ্যাম্পিয়শিপের ফাইনালে ভারত ২-০ গোলে হারিয়েছে বাংলাদেশকে। গত বছর একই মাঠে সাফ অনূর্ধ্ব-১৬ চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের কাছে একই ব্যবধানে হেরেছিল বাংলাদেশ।] সূত্র- প্রথম আলো।

Image Ref.
Dinkal

✍ আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস পালিত হয় কবে?

উত্তর: ১ অক্টোবর।

[আজ আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস। এবারের প্রতিপাদ্য 'মর্যাদাপূর্ণ বার্ধক্য: বিশ্বব্যাপী প্রবীণ পরিচর্যা ও সহায়তা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ'। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ১৯৯০ সালের ১৪ ডিসেম্বর প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী ১ অক্টোবর আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যুগান্তকারী এ সিদ্ধান্তের আলোকে সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও ১৯৯১ সাল থেকে দিবসটি পালিত হয়ে আসছে।] সূত্র- বাংলা নিউজ।

Image Ref.
DMP News

জাতীয় সংবাদ:

তারিখ: ০১ অক্টোবর, ২০২৪
রোজ: মঙ্গলবার

✍ 'UNB' এর পূর্ণরূপ কী?

উত্তর: United News of Bangladesh.

[ইউনাইটেড নিউজ অব বাংলাদেশের (ইউএনবি) সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন মাহফুজুর রহমান। বর্তমানে ইউএনবির বিশ্বের ৪০টিরও বেশি দেশের সঙ্গে সংবাদ বিনিময় চুক্তি রয়েছে।১৯৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত ইউএনবি দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম পরিপূর্ণ ডিজিটাল বার্তা সংস্থা। বিশ্বের সর্ববৃহৎ তারবার্তা সংস্থা অ্যাসোসিয়েট প্রেস (এপি) ইউএনবির সংবাদ বিনিময়ের অংশীদার।] সূত্র- ইউএনবি।

Image Ref. উইকিপিডিয়া

✍ একশনএইড বাংলাদেশের সমীক্ষায় জীবাশ্ম জ্বালানি ও বাণিজ্যিক কৃষিতে বছরে ভর্তুকি –

উত্তর: ৬৭৭ বিলিয়ন ডলার।

[জীবাশ্ম জ্বালানি প্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্যিক কৃষি খাতে প্রতিবছর প্রায় ৬৭৭ বিলিয়ন ডলার ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে, যা গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের মাত্রা বাড়িয়ে তুলছে। বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও জীববৈচিত্র্য ধ্বংসে ভূমিকা রাখছে, এমন অনেক ব্যবসা সরকারি পর্যায়ে ভর্তুকি পাচ্ছে। উন্নত দেশগুলো জীবাশ্ম জ্বালানিতে অর্থায়নের মাধ্যমে জলবায়ু সংকট সৃষ্টি করছে বলে এক সমীক্ষায় উঠে এসেছে।] সূত্র- সমকাল।

Image Ref. আজকের পত্রিকা

✍ নেপাল থেকে বাংলাদেশ কত মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ আমদানি করবে?

উত্তর: ৪০ মেগাওয়াট।

[নেপাল থেকে ৪০ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ আমদানির করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। অক্টোবর) নেপাল, ভারত ও বাংলাদেশ ত্রিপক্ষীয় একটি চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার কথা রয়েছে। ত্রিপক্ষীয় এ চুক্তিতে নেপাল ইলেকট্রিসিটি অথোরিটি (এনইএ), ভারতের এনটিপিসি বিদ্যুৎ ব্যাপার নিগম লিমিটেড এবং বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি) স্বাক্ষর করবে।] সূত্র- যুগান্তর।

Image Ref. ইনকিলাব

✍ জাতীয় জরুরি সেবা নম্বর কোনটি?

উত্তর: ৯৯৯।

[জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এর সেবা দ্রুত সেবাগ্রহীতার কাছে পৌঁছাতে রেসপন্স টাইম (সাড়াদানের সময়) আরও কমিয়ে আনতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছেন পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) মো. ময়নুল ইসলাম।রাজধানীর আবদুল গনি রোডে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এর কার্যালয় পরিদর্শনকালে এ নির্দেশ দেন আইজিপি।] সূত্র- প্রথম আলো।

Image Ref. প্রথম আলো

০১ অক্টোবর
আজকের এই দিনে

বাংলাদেশ

১৯২০	ছড়াকার ও শিশু সাহিত্যিক আবুল হোসেন মিয়া জন্মগ্রহণ করেন।
১৯৪০	কবি ও প্রাবন্ধিক মনজুরে মাওলা জন্মগ্রহণ করেন।
২০০১	বাংলাদেশে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

এছাড়াও এইদিনে আন্তর্জাতিক যেসব ঘটনা সংগঠিত হয়েছিল

১৯৪৯	গণপ্রজাতন্ত্রী চীন প্রতিষ্ঠা হয়।
১৯৬০	নাইজেরিয়া ব্রিটেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে।
১৯৯৪	জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সহায়তায় পালাউ স্বাধীনতা লাভ করে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস

- আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস
- আন্তর্জাতিক কফি দিবস
- বিশ্ব নিরামিষ দিবস

কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স

বাংলাদেশ

১. ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত বাংলাদেশের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য কয়টি?
ক ৪০টি খ ৪১টি গ ৪২টি ঘ ৪৩টি

২. বাংলাদেশের ৪৩তম ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য কোনটি?
ক কুমিল্লার খাদি খ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ছানামুখী মিষ্টি
গ গোপালগঞ্জের ব্রোঞ্জের গহনা ঘ সুন্দরবনের মধু

৩. ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত বাংলাদেশে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কয়টি?
ক ৪৫টি খ ৪৬টি গ ৪৭টি ঘ ৪৮টি

৪. অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয় সংক্রান্ত বিশেষ দূত কে?
ক দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য খ লুৎফে সিদ্দিকী
গ আনু মুহাম্মদ ঘ মোশতাক খান

৫. 'জাতির পিতার পরিবার-সদস্যগণের নিরাপত্তা (রহিতকরণ) অধ্যাদেশ, ২০২৪' জারি করা হয় কবে?
ক ২৯ আগস্ট ২০২৪ খ ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪
গ ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ঘ ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৪

৬. বাংলাদেশ কততম দেশ হিসেবে গুমবিষয়ক আন্তর্জাতিক কনভেনশনে যোগদান করে?
ক ৩২তম খ ৫০তম গ ৭৬তম ঘ ৮২তম

৭. ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শহীদদের স্মরণে 'জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন' গঠন করা হয় কবে?
ক ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৪
গ ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ঘ ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪

৮. বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ড গঠন করা হয় কবে?
ক ২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪
গ ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ঘ ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪

সংস্কার কমিশন

৯. সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান কে?
ক ড. শাহদীন মালিক খ অধ্যাপক আলী রীয়াজ
গ ড. কামাল হোসেন ঘ ড. আসিফ নজরুল

১০. নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রধান কে?
ক ড. বদিউল আলম মজুমদার খ ড. তোফায়েল আহমেদ
গ হাসান আরিফ ঘ আলী ইমাম মজুমদার

১১. বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের প্রধান কে?
ক বিচারপতি মো. তাফাজ্জাল ইসলাম
খ বিচারপতি মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহহাব মিঞা
গ বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ
ঘ বিচারপতি শাহ আবু নাঈম মমিনুর রহমান

১২. পুলিশ প্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রধান কে?
ক মো. ময়নুল ইসলাম খ সফর রাজ হোসেন
গ নুর মোহাম্মদ ঘ মুহাম্মদ নুরুল হুদা

১৩. দুর্নীতি দমন সংস্কার কমিশনের প্রধান কে?
ক ড. ইফতেখারুজ্জামান খ মাহফুজ আনাম
গ মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান ঘ মো. তৌহিদ হোসেন

১৪. জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রধান কে?
ক এ এস এম আব্দুল হালিম খ মো. আবু সোলায়মান চৌধুরী
গ আলী ইমাম মজুমদার ঘ আবদুল মুয়ীদ চৌধুরী

আন্তর্জাতিক

১৫. One Nation, One Election কোন দেশের সাথে সংশ্লিষ্ট?
ক ভারত খ যুক্তরাষ্ট্র
গ উত্তর কোরিয়া ঘ রাশিয়া

১৬. শ্রীলংকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট কে?
ক অনূঢ়া কুমারা দিশানায়েকে খ সাজিথ প্রেমাদাসা
গ রনিল বিক্রমাসিংহে ঘ গোতাবায়া রাজাপাকসে

১৭. ফ্রান্সের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কে?
ক এমানুয়েল মাখোঁ খ মিশেল বার্নিয়ে
গ গ্যাব্রিয়েল আতাল ঘ ম্যানুয়েল ভালস

১৮. ভারতের দিল্লির তৃতীয় নারী মুখ্যমন্ত্রী কে?
ক সুষমা স্বরাজ খ শীলা দীক্ষিত
গ আতীশি মারলেনা ঘ নন্দিনী শতপতি

১৯. বিশ্ব পল্লী উন্নয়ন দিবস কবে?
ক ৬ জুন খ ১৫ জুন
গ ৬ জুলাই ঘ ৮ ডিসেম্বর

২০. ইলেকট্রনিক পেমেন্ট কোম্পানি শিফট ৪ (Shift 4)-এর প্রতিষ্ঠাতা কে?
ক ইলন মাস্ক খ ডোনাল্ড নাউস
গ জ্যারেড আইজ্যাকম্যান ঘ ডোনাল্ড ট্রাম্প

২১. ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) কোন ভাইরাসের টিকার প্রথম অনুমোদন দেয়?
ক Monkeypox খ Marburg
গ Bourbon ঘ Rotavirus A

২২. থার্মাইট ব্যবহার করে তৈরি 'ড্রাগন ড্রোন' (Dragon Drone) কোন দেশের?
ক ইরান খ তুরস্ক গ ইউক্রেন ঘ রাশিয়া

২৩. দুবাইয়ে নির্মিতব্য আকাশচুম্বী ভবন বুর্জ আজিজির উচ্চতা কত?
ক ৭২৫ মিটার খ ৮২৮ মিটার
গ ৯০১ মিটার ঘ ১০০০মিটার

২৪. ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ মধ্যপ্রাচ্যের কোন দেশে পেজার (যোগাযোগযন্ত্র) বিস্ফোরণের মাধ্যমে হামলা চালানো হয়।
ক সিরিয়া খ ইরান গ লেবানন ঘ ফিলিস্তিন

২৫. জাতিসংঘের পূর্ণ সদস্য না হয়েও ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ সাধারণ পরিষদে আসন পায় কোন দেশ?
ক ভ্যাটিকান সিটি খ ফিলিস্তিন
গ কসোভো ঘ তাইওয়ান

উত্তর

১.	ঘ
২.	ঘ
৩.	ঘ
৪.	খ
৫.	গ
৬.	গ
৭.	ক
৮.	ঘ
৯.	খ
১০.	ক
১১.	ঘ
১২.	খ
১৩.	ক
১৪.	ঘ
১৫.	ক
১৬.	ক
১৭.	খ
১৮.	গ
১৯.	গ
২০.	গ
২১.	ক
২২.	গ
২৩.	ক
২৪.	গ
২৫.	খ

২৬. নিউজিল্যান্ডের মাওরি জাতিগোষ্ঠীর নতুন রানি কে?
ⓚ ডেম সিনডি কিরো ⓚ ক্যামিলা রোজমেরি
ⓖ আরিনা সাবালেঙ্কা
ⓖ এনগা ওয়াই হোনো ই তে পো পাকি

২৭. ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ মহাশূন্যে প্রথম অপেশাদার ক্রু হিসেবে 'স্পেসওয়াক' সম্পন্ন করেন কে?
ⓚ জ্যারেড আইজ্যাকম্যান ⓚ সারাহ গিলিস
ⓖ আনা মেনন ⓖ স্কট পোটিট

সম্মেলন-বৈঠক

২৮. ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের কততম অধিবেশন শুরু হয়?
ⓚ ৭৮তম ⓚ ৭৯তম
ⓖ ৮০তম ⓖ ৮১তম

২৯. ১৬তম BRICS সম্মেলন কবে অনুষ্ঠিত হবে?
ⓚ ১১-১৩ অক্টোবর ২০২৪
ⓚ ১৫-১৭ অক্টোবর ২০২৪
ⓖ ১৮-২০ অক্টোবর ২০২৪
ⓖ ২২-২৪ অক্টোবর ২০২৪

৩০. ১৬তম BRICS সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?
ⓚ কাজান, রাশিয়া ⓚ বেইজিং, চীন
ⓖ তেহরান, ইরান ⓖ কলকাতা, ভারত

৩১. ৩১তম APEC সম্মেলন কবে অনুষ্ঠিত হবে?
ⓚ ১০-১৬ অক্টোবর ২০২৪
ⓚ ১০-১৬ নভেম্বর ২০২৪
ⓖ ১০-১৬ ডিসেম্বর ২০২৪
ⓖ ১০-১৬ জানুয়ারি ২০২৫

৩২. ৩১তম APEC সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?
ⓚ চীন ⓚ থাইল্যান্ড ⓖ পেরু ⓖ জাপান

সংস্থার সদস্য

৩৩. বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) বর্তমান সদস্য কত?
ⓚ ১৬৩টি ⓚ ১৬৪টি
ⓖ ১৬৫টি ⓖ ১৬৬টি

৩৪. ২১ আগস্ট ২০২৪ কোন দেশ WTO'র ১৬৫তম সদস্যপদ লাভ করে?
ⓚ কাজাখস্তান ⓚ আফগানিস্তান
ⓖ কমোরোস ⓖ ভানুয়াতু

৩৫. ৩০ আগস্ট ২০২৪ কোন দেশ WTO'র ১৬৬তম সদস্যপদ লাভ করে?
ⓚ পূর্ব তিমুর ⓚ এস্তোনিয়া
ⓖ আর্মেনিয়া ⓖ আলবেনিয়া

৩৬. স্থায়ী সালিশি আদালতের (PCA) বর্তমান সদস্য দেশ কয়টি?
ⓚ ১২১টি ⓚ ১২২টি
ⓖ ১২৩টি ⓖ ১২৪টি

৩৭. ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ কোন দেশ PCA'র ১২৪তম সদস্যপদ লাভ করে?
ⓚ হন্ডুরাস ⓚ পূর্ব তিমুর
ⓖ পাপুয়া নিউগিনি ⓖ গুয়েতেমালা

সংস্থার প্রধান

৩৮. ১ ডিসেম্বর ২০২৪ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের (ICC) চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন কে?
ⓚ জয় শাহ ⓚ শচীন টেন্ডুলকার
ⓖ রবি শাস্ত্রী ⓖ বীরেন্দ্র শেবাগ

৩৯. ১ অক্টোবর ২০২৪ ন্যাটোর ১৪তম মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন কে?
ⓚ চার্লস মিশেল (বেলজিয়াম)
ⓚ মার্ক রুটে (নেদারল্যান্ডস)
ⓖ টনি ব্লেয়ার (যুক্তরাজ্য)
ⓖ অ্যাঞ্জেলা মার্কেল (জার্মানি)

৪০. ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৯তম অধিবেশনের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন কে?
ⓚ ফিলেমন ইয়াং ⓚ নাসির আহমদ ফাইক
ⓖ জেমস লারসেন ⓖ ফিলিপ ক্রেডেলকা

রিপোর্ট-সমীক্ষা

৪১. প্লাস্টিক বর্জ্য উৎপাদনে শীর্ষ দেশ কোনটি?
ⓚ ভারত ⓚ যুক্তরাষ্ট্র
ⓖ ইন্দোনেশিয়া ⓖ বাংলাদেশ

৪২. ২০২৪ সালের ই-গভর্নমেন্ট সূচকে শীর্ষ দেশ কোনটি?
ⓚ ডেনমার্ক ⓚ এস্তোনিয়া
ⓖ সিঙ্গাপুর ⓖ জাপান

৪৩. ২০২৪ সালের ই-গভর্নমেন্ট সূচকে সর্বনিম্ন দেশ কোনটি?
ⓚ আফগানিস্তান ⓚ সোমালিয়া
ⓖ দক্ষিণ সুদান ⓖ মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র

৪৪. ২০২৪ সালের ই-গভর্নমেন্ট সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?
ⓚ ৯৮ তম ⓚ ১০০তম ⓖ ১০৩তম ⓖ ১১০তম

৪৫. ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহারে শীর্ষ দেশ কোনটি?
ⓚ ভারত ⓚ নাইজেরিয়া
ⓖ ইন্দোনেশিয়া ⓖ যুক্তরাষ্ট্র

৪৬. ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহারে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?
ⓚ নবম ⓚ ২১তম ⓖ ৩৫তম ⓖ ৪৯তম

ক্রীড়াঙ্গন

৪৭. ২০২৪ সালের সাফ অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপে চ্যাম্পিয়ন হয় কোন দেশ?
ⓚ বাংলাদেশ ⓚ নেপাল ⓖ ভারত ⓖ শ্রীলংকা

৪৮. ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত বাংলাদেশ কতটি টেস্ট জয়লাভ করেছে?
ⓚ ২১টি ⓚ ২৩টি ⓖ ২৫টি ⓖ ২৬টি

৪৯. ২০২৪ সালের ইউএস ওপেনের পুরুষ এককে চ্যাম্পিয়ন কে?
ⓚ নোভাক জোকোভিচ ⓚ ইয়ানিক সিনার
ⓖ টেইলর ফ্রিটজ ⓖ মহেশ ভূপতি

৫০. ২০২৪ সালের ইউএস ওপেনের নারী এককে চ্যাম্পিয়ন কে?
ⓚ আরিয়ানা সাবালেঙ্কা ⓚ এমা নাভারো
ⓖ জেসিকা পেগুলা ⓖ কোকো গফ

কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স

উত্তর

২৬. ঘ
২৭. ক
২৮. খ
২৯. ঘ
৩০. ক
৩১. খ
৩২. গ
৩৩. ঘ
৩৪. গ
৩৫. ক
৩৬. ঘ
৩৭. খ
৩৮. ক
৩৯. খ
৪০. ক
৪১. ক
৪২. ক
৪৩. ঘ
৪৪. খ
৪৫. ক
৪৬. গ
৪৭. ক
৪৮. ক
৪৯. খ
৫০. ক

Bangladesh

Ques : From which date plastic shopping bags or polypropylene bags will be prohibited from supermarkets?
Ans : 1 October 2024.

Ques : Upto 26 September 2024 registered political parties in Bangladesh—
Ans : 48.

Ques : What is the web portal created by Jahangirnagar University (JU) regarding recent anti-discrimination student movement?
Ans : redjuly. live.

Ques : On what date Bangladesh signed the UN convention against forced disappearance?
Ans : 29 August 2024.

Ques : Which committee is formed to facilitate import-export and transit trade?
Ans : Border trade coordination committee.

Ques : United Nations General Assembly (UNGA) adopted which date as the World Rural Development Day?
Ans : 6 July.

Ques : Who is the chairperson of National Economic Council (NEC) formed on 9 September 2024?
Ans : Dr. Muhammad Yunus.

Ques : On what date Bangladesh Army was granted 60 days executive magistracy power?
Ans : 17 September 2024.

Ques : Which Bangladesh Consul receives highest Thai honour recently?
Ans : Amir Humayun Mahmud Chowdhury.

International

Ques : Recently which middle eastern country introduced three days off a week policy?
Ans : Kingdom of Saudi Arabia.

Ques : 2 September 2024 which country made partial stop on arms exports to Israel?
Ans : United Kingdom.

Ques : What is intended consequence of Aparajita Bill passed on 3 September 2024 in West Bengal?
Ans : Death penalty or life-long imprisonment for rape.

Ques : In which country indigenous 'Maori' people live?
Ans : New Zealand.

Ques : Recently which country plans age limit to ban children from social media?
Ans : Australia.

Ques : In which part of India Chandipura vesiculovirus (CHPV) was identified?
Ans : The village of Chandipura in Maharastra.

Ques : How west nile virus is transmitted?
Ans : Through mosquitoes.

Ques : What is the name of the typhoon that struck Japan on 29 August 2024?
Ans : Typhoon Shanshan.

Ques : Which typhoon wreaked havoc in Philipine, Vietnam and China originating on 1 September 2024?
Ans : Typhoon Yagi.

Ques : WHO approved first vaccine for Monkeypox—
Ans : Modified Vaccinia Ankara-Bavarian Nordic (MVA-BN).

Ques : On what date The 79th session of the UN General Assembly (UNGA 79) opened?
Ans : 10 September 2024.

Ques : Recently to which country United States approved sale of F-35 fighter jets?
Ans : Romania.

Science and technology

Ques : Which country performs first-ever robotic heart surgery?
Ans : Saudi Arabia.

Ques : What is the name of the satellite that was sent by a rocket built by Iran itself?
Ans : Chamran-1 satellite.

Ques : Which act backs US and India partnership to expand semiconductor ecosystem—
Ans : CHIPS Act's International Technology Security and Innovation (ITSI).

Ques : Name of first commercial spacewalk mission—
Ans : Polaris Dawn.

Sports

Ques : On 16 – 27 October 2024 the ACC Emerging Teams Asia Cup will be held in—
Ans : Muscot, Oman.

Ques : Against which team Bangladesh clinched the title of the SAFF U-20 Championship for the first time?
Ans : Nepal.

Ques : First football player to reach 900 goals—
Ans : Cristiano Ronaldo.

Ques : Who won the 2024 US Open tennis Women's Singles?
Ans : Aryna Sabalenka.

Ques : Who has secured most wicket as left arm spinner in cricket history?
Ans : Shakib Al Hasan.

যুক্তরাজ্য 'ইউনাইটেড কিংডম অব গ্রেট ব্রিটেন অ্যান্ড নর্দান আয়ারল্যান্ড' নামে জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে